সীতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

[illegible]

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী, এম-এ, মহাশয়ের
অধিনায়কতায়

নাট্যমন্দিরে প্রথম অভিনয়
বুধবার, ২১শে শ্রাবণ ১৩৩১

—আড়াই টাকা—

প্রথম সংস্করণ—দুই হাজার
দ্বিতীয় সংস্করণ—এগার শত
তৃতীয় সংস্করণ—এগার শত
চতুর্থ সংস্করণ—এগার শত
পঞ্চম সংস্করণ—এগার শত
ষষ্ঠ সংস্করণ—এগার শত
সপ্তম সংস্করণ—এগার শত
অষ্টম সংস্করণ—এগার শত
দশম সংস্করণ—এগার শত
১৩৫৫ মাঘ)

২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কাত্যায়ণী বুকষ্টল, হইতে শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র সোম কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, শ্রীকালী প্রেস হইতে শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত—

গ্রন্থকারের নিবেদন

আদিকবি বাল্মীকি থেকে আরম্ভ ক'রে ভারতবর্ষের সমস্ত পুরাতন ও আধুনিক বড় কবি সীতা সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু লিখেছেন। আমার প্রথম নাটক আমি যে ভারতের এই চিরন্তন পুণ্যকাহিনী অবলম্বন ক'রে লিখবার সুযোগ পেয়েছি, সেজন্য আমি নিজেকে বড়ই সৌভাগ্যবান্ ব'লে মনে করি। তথাপি সত্যের খাতিরে ব'লতে গেলে ব'লতে হয় যে; আমার অন্তরের কোনও প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে আমি এ নাটক লিখতে অগ্রসর হইনি, বাইরের প্রয়োজন আমাকে লিখতে বাধ্য ক'রেছে। কিন্তু লিখতে আরম্ভ ক'রে আমি "রামসীতাবিরহের নির্ঝরিণী ধারা" আমার প্রাণের ভিতর অনুভব ক'রেছি এবং বাইরে তার রূপ ফুটিয়ে তুলবার যথেষ্ট চেষ্টা ক'রেছি। কৃতকার্য্য হ'য়েছি কি না, জানিনে।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের "সীতা" আমার চোখের সামনে অনেকবার অভিনীত হয়েছিল। সে নাটকের অনেকগুলি চিত্র ও চরিত্র আমার সমস্ত কল্পনাকে একেবারে আচ্ছন্ন ক'রেছিল; সেজন্য আমার এই "সীতা" নাটকের কোনও কোনও জায়গায় স্বর্গীয় রায়মহাশয়ের নাটকের একটু-আধটু ছায়া প'ড়তে পারে—তবে আমি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব অতিক্রম ক'রবার যথেষ্ট চেষ্টা পেয়েছি।

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় তাঁর নূতন নাট্যমন্দির-উদ্বোধন উপলক্ষে যে আমার এই নাটকখানি অভিনয় ক'রবার জন্য মনোনীত ক'রেছেন, এজন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি।

আমার দু'জন হিতৈষী বন্ধু—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—এই বইখানি লেখা থেকে আরম্ভ ক'রে ছাপানো পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছেন। এঁদের দু'জনের সাহায্য না পেলে আমি কিছুতেই এ না

ভূমিকা

এই কাব্যখানি বহুদিন পূর্ব্বে ১৩০৯ সালে খণ্ডাকারে নবপ্রভায় প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে ইহার বিবিধ সমালোচনা বিবিধ পত্রিকায় বাহির হয়। সেই সময়ে যে সকল প্রশংসাবাণী ঐ রচনা সম্বন্ধে উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে আমার কোন অভিমত প্রকাশের প্রয়োজন নাই। তবে যে সকল প্রতিকূল সমালোচনা বাহির হইয়াছিল তাহার বিষয়ে কিছু বলা দরকার বিবেচনা করি।

প্রথমতঃ, যে সকল প্রতিকূল মত আমি গ্রাহ্য করিয়াছি, তদনুসারে বর্তমান কাব্যখানি সংশোধিত করিয়াছি। সেই মতপ্রকাশক সুধী-মহোদয়গণের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

আর যাঁহাদিগের আপত্তি আমি গ্রাহ্য করিতে পারি নাই, এই কাব্যে দোষ দেখাইয়া দিবার প্রয়াসের নিমিত্ত আমি তাঁহাদিগকেও সাধুবাদ দিতেছি। তবে তাঁহাদের মত কেন গ্রহণ করিতে পারিলাম না, তাহার কৈফিয়ৎ স্বরূপ আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

একজন সুধী সমালোচক কহিয়াছিলেন, যে আমি সীতার চরিত্র-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া রামের চরিত্র-মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়াছি। আমার বিশ্বাস আমি তাহা করি নাই। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে ভগবান্ রামের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহাতে এইরূপ প্রতীয়মান হয়, যে রামচন্দ্র শুদ্ধ বংশমর্য্যাদারক্ষার জন্য সীতার বনবাস দিয়াছিলেন। তার উপরে, লক্ষ্মণের প্রতি, তপোবনদর্শনচ্ছলে সীতাকে বনে লইয়া গিয়া সেখানে ছাড়িয়া আসিবার আজ্ঞায়, একটা নিষ্ঠুর ছলনাও লক্ষিত হয়। মহাকবি ভবভূতি এ দুইটির একটি স্থলেও মহর্ষি বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। আমি বনবাস-আখ্যান ভবভূতির পদানুসরণ

করিয়াছি। এরূপ করায়, আমার বিবেচনায়, রামের চরিত্র বাল্মীকির চিত্রিত চরিত্র হইতে হীন না হইয়া মহৎই হইয়াছে।

মহর্ষি বাল্মীকির প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি আছে। তিনি তাঁহার সাময়িক সাধারণ জ্ঞান ও প্রবৃত্তির অনেক ঊর্ধ্বে উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরে পৃথিবীর সভ্যতা আরও অগ্রসর হইয়াছে। পূর্বে সব দেশেই স্ত্রীজাতির অবস্থা ও পদবী হীন ছিল। ভারতবর্ষে তাহার মর্যাদা সমধিক সংরক্ষিত হইলেও, সে দেশ তখনও স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বর্তমান উচ্চ ধারণায় উপনীত হয় নাই। স্ত্রী সহধর্মিণী হইলেও সম্পত্তি মাত্ররূপে গণ্য ছিল। তাই যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পাশাখেলায় বাজি ফেলেন। শ্রীরামচন্দ্রও শুদ্ধ সীতার নির্বাসনে নয়, সীতার উদ্ধারসাধন করিয়াই সীতাকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা প্রসঙ্গচ্ছলেও উচ্চারণ করিতে কষ্ট বোধ হয়।

সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির কথা সুন্দর, চমৎকার। আমি তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি আশা করি, এবং সেইটির উপর পাঠকের সমধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য রামের দুঃখ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি ও এই হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির কথার তিনটি দৃশ্যে উল্লেখ করিয়াছি।

আর একটি কথার উত্তর দেওয়া দরকার। আমি স্বীকার করি, যে রাম কর্তৃক শূদ্রক রাজার শিরশ্ছেদ আমার কাছে একটি গর্হিত কার্য বলিয়া প্রতীত হয়। আমি সে অংশ চিত্রিত করিতে সে দোষ ক্ষালন করিতে, বা তাহার কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করি নাই। অনেক হিন্দুত্বের পক্ষপাতীদের মতে, সে কালে হিন্দুজাতির যাহাই ছিল তাহাই জ্ঞানের ও নীতির চরম উৎকর্ষ ছিল। আমার সে ধারণা নহে। আমার মতে শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণের শাস্ত্রীয় ব্যবহার

অতি অন্যায় ছিল। গ্রীসে হেলটগণ যেরূপ প্রপীড়িত হইত, আমাদের দেশে শূদ্রগণ প্রায় সেইরূপ প্রপীড়িত হইত। মন্বাদি বিধানে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। আমার বিবেচনায় শূদ্রকরাজার প্রতি রামের ব্যবহার ইহার অন্যতম নিদর্শন। কিন্তু আমি এ ব্যবহারের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে দোষী না করিয়া তাঁহার গুরুদেব বশিষ্ঠকে দোষী করিয়াছি, এবং মহর্ষি বাল্মীকির কাছে বশিষ্ঠের পরাজয়ে বশিষ্ঠের মত ভ্রান্ত এই মাত্র কল্পনা করিয়াছি। তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য ও উদার হৃদয়কে ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করি নাই।

দুই একজন লেখক একটি কথা বলিয়াছিলেন, যে পৌরাণিক আখ্যান লইয়া বিলেতফের্তার নাটক বা কাব্য লিখিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা! তাঁহারা সে সময়ে বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন, যে বঙ্গভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট পৌরাণিক মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মাইকেলের সঙ্গে আমি এক নিঃশ্বাসে আমার নাম করিবার স্পর্দ্ধা করিতে চাহি না।—আমি শুদ্ধ দেখাইতে চাহি, যে এই ব্যক্তিগণের এই বাক্যটি কতখানি ভ্রমাত্মক।

পরিশেষে আমি সুধীবৃন্দকে অনুনয় করি, যে তাঁহারা যেন এই নাটকখানিকে 'কাব্যকলা' হিসাবে মাত্র দেখেন, ইতিহাস বা ধর্মগ্রন্থ বলিয়া বিচার করিতে না বসেন। রামায়ণ পড়িতে পড়িতে সীতাদেবীর প্রতি আমার যে অসীম ভক্তি ও কারুণ্য জাগিয়াছিল, তাহার এক কণামাত্র যদি এই কাব্যে আমি দেখাইয়া থাকি, তাহা হইলেই আমার উদ্দেশ্য সফল বিবেচনা করিব।

শ্রীগ্রন্থকারস্য

সীতা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন

রাম। কিশোর বয়সে বনবাসী, বনে রহিতাম ভাই ;
শিখি নাই রাজকার্য ; ধর্ম, রাজনীতি, শিখি নাই ;
মৃগয়ায় কাটায়েছি দিন ; রাত্রি বিশ্রব্ধ বিশ্রামে,
আশ্রম কুটীরে। প্রতিদিন সেই ঘন বনগ্রামে,
একই মুগ্ধকর দৃশ্য চিত্তহারী নিত্য দেখিতাম ;—
সেই গোদাবরীতীর, গিরিপথ, সেই অভিরাম
ক্ষেত্রগুলি, পরিচিত বৃক্ষ গুল্ম খর্ব শৈলশিরে।
শুনিতাম নিত্য একই ধ্বনি—সেই সুমন্দ সমীরে
আন্দোলিত বিকম্পিত পল্লবের অস্ফুট মর্মর,
সুদূরে মধুর স্নিগ্ধ নির্ঝরের প্রপাতের স্বর।
—এইরূপে, শাস্ত্রচর্চা, বিদ্যালাপ, সর্বকর্ম ভুলি',

অনন্ত আলস্যে স্বপ্নবৎ চলে’ গেছে দিনগুলি,
নদীর স্রোতের মত। শিখি নাই কিছু। তিন ভাই—
তোমরাই আমার সুহৃৎ সখা মন্ত্রী তোমরাই।
দিও উপদেশ প্রিয় ভরত সতত, যাহে রাম
কল্যাণ সাধিতে পারে প্রজাদের ; পূর্ণ মনস্কাম
তা হ’লেই হব। কাছে রহিও লক্ষ্মণ প্রিয়বর
চিরদিন, যেইমত পঞ্চবটী বনে নিরন্তর
ছিলে ঘেরি’ গাঢ় স্নেহ দিয়া। প্রিয় শত্রুঘ্ন, আমার
বিশাল সাম্রাজ্যে যেন অবিরাম শান্তি চারিধার
বিরাজে জ্যোৎস্নার মত।

ভরত। জাগে মাত্র ভরতের ধ্যানে
ভ্রাতার মঙ্গল চিন্তা।

লক্ষ্মণ। সুখে, দুঃখে, বিপদে, কল্যাণে,
চিরকাল লক্ষ্মণ রামের সঙ্গী।

শত্রুঘ্ন। অনুদিন নিত্য
শত্রুঘ্ন আবদ্ধ চির-আজ্ঞাবহ সম্রাটের ভৃত্য।

রাম। তাহাই হউক তবে ভ্রাতৃগণ—

ভরত। প্রিয়বর, শুনি,
আসিয়াছিলেন রাজ্যে সম্প্রতি কি অষ্টাবক্র মুনি ?

রাম। আসিয়াছিলেন সত্য।—দিলেন বিবিধ উপদেশ
বিবিধ মন্ত্রণা, প্রিয়বর !—আর তাঁর এই শেষ
আজ্ঞা—“মূল রাজধর্ম একমাত্র প্রজানুরঞ্জন ;

তাহাই রাজ্যের ভিত্তি, তাহা ভিন্ন রাজার শাসন
প্রজার পীড়ন মাত্র ; রাজা শুদ্ধ প্রজাদের ভৃত্য ;
রাজকার্য প্রজা-সেবা ; প্রজার সুখের জন্য নিত্য।
বিসর্জিতে হবে সর্বসুখ আপনার—যদি হয়
প্রয়োজন—ত্যাজ্য বন্ধু ভ্রাতা মাতা পত্নীও নিশ্চয়।"
—ভরত! আমারো তাই জীবনের সাধনা ও ধ্যান—
নিত্য কায়মনোবাক্যে প্রজাদের সাধিব কল্যাণ।
বল বৎস, জানিব কিরূপে রাজ্য-শাসনের দোষ ?
বল ভাই, কি উপায়ে প্রজাদের সাধিব সন্তোষ ?

ভরত। কঠিন সমস্যা, প্রিয়বর! মুক্ত মিথ্যানিন্দাবাণী
দারিদ্র্যের করে কর্ণভেদ ; আর নিত্য যুক্তপাণি
মিথ্যাস্তুতি ঐশ্বর্যের চারিদিকে উঠে নিরবধি।
অক্ষমের ভ্রূভঙ্গও ক্ষমাতীত ; পদাঘাত যদি
করে ক্ষমতা, সে তবু ক্ষমাযোগ্য। ক্ষমতার ত্রুটি
দেখায়ে কে মূঢ়জন, ভ্রাতঃ, তার সহিবে ভ্রূকুটী ?

রাম। সত্য ; তবে প্রজাদের কি অভাব কিবা অভিযোগ,
কিরূপে জানিব ভাই ?—নির্ধারণ না হইলে রোগ,
চিকিৎসা সম্ভব নহে।

ভরত। আছে তবে একটি উপায়—
ছদ্মবেশী গুপ্তচরে বিনিযুক্ত কর অযোধ্যায় ;
প্রজাদের অভিযোগ নিবেদিবে চরণে তোমার ;
না বিকীর্ণ হ'তে ব্যাধি তবে হবে তার প্রতিকার।

রাম। উত্তম প্রস্তাব ইহা। বিনিযুক্ত কর গুপ্তচর
কল্য হ'তে ভরত ; যাহাতে প্রজাদের নিরন্তর
না হইতে ব্যক্ত অভিলাষ, দিব তাহা পূর্ণ করি'।
—লক্ষ্মণ, কহিও ঊর্মিলারে ভাই, যেন রাজ্যেশ্বরী
রাজলক্ষ্মী সীতার কামনা নিত্য পূর্ণ হয় সব :
মণিমুক্তা হয় যেন জানকীর ইচ্ছায়, সুলভ
পথের ধূলার মত।

লক্ষ্মণ। অসম্ভব হইবে সম্ভব
দেবীর ইচ্ছায় সদা।

রাম। শত্রুঘ্ন! শুনিনু অদ্য, দূরে
করিছে লবণ দৈত্য অত্যাচার রাজ্যমধুপুরে,
তাহার বিপক্ষে তুমি সসৈন্যে প্রস্তুত হও ভাই।

শত্রুঘ্ন। শিরোধার্য রাজার আদেশ।

রাম। চল অন্তঃপুরে যাই।
আগত মধ্যাহ্ন। এবে যাই যথা জননী আমার।
দেখি তাঁর পূজা সাঙ্গ কিনা। আর রাজপরিবার—
সবার কুশলবার্তা শুধাইতে চল যাই ঘুরে'
এক দিক দিয়া। সভাভঙ্গ আজি, চল অন্তঃপুরে।

নিষ্ক্রান্ত

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজ-অন্তঃপুর। কাল—সায়াহ্ন

সীতা উর্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তি ও শান্তা

সীতা। কি কহিব সে সব পুরানো কথা আর?
কতবার কহিয়াছি।

শান্তা। আর একবার
বল্। একবারো তুই বলিস্‌নি মোরে;
আর একবার বল্ বোন্, সাধি তোরে।

উর্মিলা। ততই শুনিতে চাই তাহা শুনি যত,
সবই যেন মায়াময় উপন্যাস মত।

মাণ্ডবী। হাঁ হাঁ—সেই জায়গাটি সবচেয়ে ভালো।
সেই যে—কি নাম তার?—স্থূর্পণখা—(উর্মিলাকে) না লো?
হ'য়েছিল মূর্ছিত যে লক্ষ্মণের রূপে—

শান্তা। স্থূর্পণখা রাক্ষসী?

মাণ্ডবী। হাঁ। এসে চুপে চুপে,
লক্ষ্মণে জানায় কত ভালো ভালো কথা
নিভৃতে, কত না গুপ্ত হৃদয়ের ব্যথা,
কত না বিনয় স্তুতি, অনুনয় আর।—
হবে না বা কেন?—স্থূর্পণখা কোন্ ছার!—
দেবরের রূপে রতি মূর্ছা যান নিজে;
কোথা লাগে স্থূর্পণখা।

উর্মিলা। রাখো ভাই। কি যে
তামাসা শিখেছ দিদি!—সদাই তামাসা।
শান্তা। তার পরে?
মাণ্ডবী। তার পরে যেই তার আসা,
অমনি দেবর তার কাটিলেন নাসা;
জানালেন উক্তরূপে স্বীয় ভালোবাসা।
শান্তা। (সীতাকে) সত্য নাকি?
সীতা। সত্য বোন্।
মাণ্ডবী। সব সত্য কথা।
প্রেম-জ্ঞাপনের এই অভিনব প্রথা
বোধ হয় জানোনাক বোন্?
শান্তা। তার পরে?
মাণ্ডবী। বিপর্যয় কাণ্ড!—কেঁদে, যায় নিজ ঘরে
নাসাহীনা স্বর্পণখা; ধেয়ে আসে পরে
সৈন্যসহ তার দুই সোদর সমরে;
শ্রীলক্ষ্মণ এক দৌড়ে শীঘ্র দেন পাড়ি,
"রক্ষা কর দাদা" বলি' ঘন ডাক ছাড়ি'।
শান্তা। না না মিথ্যা কথা—
মাণ্ডবী। সত্য।
শান্তা। বটে!—তার পরে?
মাণ্ডবী। তার পরে শ্রীলক্ষ্মণ ফিরে এসে ঘরে
তবুও নিশ্চিন্ত ন'ন—কেঁপেই অস্থির।

রঘুবর জিজ্ঞাসেন "হয়েছে কি ?"—বীর
দূরে অনির্দিষ্ট স্থানে অঙ্গুলি বাড়ায়ে
বলে "দাদা তা'রা"—শেষে কোনমতে ভায়ে
শান্ত ক'রে—বাহিরিয়া গিয়া রঘুপতি
একা যুদ্ধে বধিলেন রাক্ষসসংহতি।
কুটীরে ফিরিয়া এসে দেখেন,—লক্ষ্মণ
মূর্ছিত, জানকী তারে করেন বীজন।
ডাকিলেন উচ্চৈঃস্বরে—শুনিয়া নিহত
সংগ্রামে রাঘবহস্তে রক্ষঃসেনা যত,
তখন বসেন উঠি' দেবর নিঃশ্বাসি',
অধরেতে বাক্য ফুটে, মুখে ফুটে হাসি ;
বলিলেন, "তা কি জানো ? আমিই একাকী
নিধন করিতে রক্ষঃ পারিতাম না কি ?
তবে কিনা তুমি হ'লে—কিনা—জ্যেষ্ঠ ভাই,
তাই বিনা অনুমতি যুদ্ধ করি নাই।"

সীতা। স্তব্ধ হ' মাণ্ডবি !—কেন মিথ্যা নিন্দা তার
শুনাস্ শান্তারে বোন্ ?—যার শতধার
দয়া সর্বভূতে, অবারিত বরিষার
ধরাসম ;—নির্ঝরের সম স্নেহ যার
শরৎ প্রথমে, তার কূলে কূলে ভরা ;
বিনম্র চম্পক সম ভক্তি ; বসুন্ধরা
সম সহিষ্ণুতা ; বীর্য যার সূর্যোপম

অনিবার্য ; কোমলতা পদ্মপুষ্প সম ;
কৈশোরে যে প্রাসাদের সম্ভোগ বিলাস
তুচ্ছ করি', স্ব-ইচ্ছায় দীর্ঘ বনবাস
সহিল রাঘব সঙ্গে ; নিত্য পুত্র সম
অনিদ্রায় অনশনে করি' সেবা মম,
যে অচ্ছেদ্য ঋণপাশে বাঁধিল আমাকে,
তাহা হ'তে সাধ্য নাই মুক্ত হইবারে
আজীবন। চাহিনাও করিবারে দূর
সেই ঋণভার—এত—এত সে মধুর !
যত ভাবি মুগ্ধ হই,—রোমাঞ্চিত হর্ষে,
দেখি' সেই মহত্ত্বের চরম আদর্শে।
পরিহাস কর বোন্ কোন্ মুখে তার,
প্রশংসা করিলে নিত্য শত মুখে যার,
ফুরায় না শত বর্ষে ?

ঊর্মিলা। (স্বগত) ভালোবাসা সতি !
বাড়িল এ বাক্যে শত গুণ তোমা প্রতি,
প্রিয়তমা ভগ্নি ! সত্য ধন্য মোর স্বামী ;
যাঁর পদ-অঙ্গুষ্ঠেরও যোগ্য নহি আমি !

শ্রুতকীর্তি। উনি সে ত পরিহাস করিবেনই জানি ;—
ছিলেন উত্তম দিব্য অযোধ্যায় রাণী,
রাজস্বামি-সহবাসে সুখে সর্বক্ষণ।
সহিতে হয় নি ওঁরে সীতার মতন

চৌদ্দবর্ষ বনবাস, ঊর্মিলার মত
চৌদ্দবর্ষ বিচ্ছেদের নিদারুণ ক্ষত।

মাণ্ডবী। (গম্ভীর ভাবে) সে আমার দোষ ? সত্য বলো সত্যবাণী—
চাহিয়াছিলাম আমি হইতে কি রাণী ?
যুবরাজ রাম সীতা সৌমিত্রির সনে
রাজ্য ত্যজি' যেই দিন চলিলেন বনে,
যদিও বালিকা আমি নিতান্ত তখন
তথাপি কি নিরুপায় শিশুর মতন
কাঁদিনি সে অন্ধকার অযোধ্যার সনে
গভীর আক্ষেপে ?—পরে যখন যৌবনে
করিলাম পদার্পণ, বুঝিলাম হায়
নীতির বিপ্লব সেই, গভীর অন্যায় ;—
চাহিনি ত্যজিতে এই রাজ্য শতবার ?
এই রাজ্যে এ প্রাসাদে দিইনি ধিক্কার
পুনঃ পুনঃ ? যবে কেহ মহারাণী কহি',
সম্ভাষিত, বলি নাই—"আমি রাণী নহি ;
যিনি রাজা, যিনি রাণী তাঁরা বনবাসী,
ভৃত্যমাত্র তাঁদের ভরত, আমি দাসী ?"

সীতা। স্থির হ' মাণ্ডবি ! সত্য ভাবিস্ কি বোন্
দুঃখিনী ছিলাম আমি এতদিন ?—কোন্
সুভাগিনী শতবর্ষে ভুঞ্জিয়াছে আহা
সেই সুখ, আমি ভোগ করিয়াছি যাহা

নাথ সঙ্গে একদিনে ?

—আজো পড়ে মনে—

সে দিব্য প্রভাতগুলি, কনক কিরণে
বহিয়া আসিত সেই নীল শূন্য দিয়া
নিঃশব্দে নামিয়া ধীরে,—পড়িত আসিয়া
নাথের চরণতলে প্রণমি',—অমনি
উঠিত মঙ্গলবাদ্য বিহঙ্গের ধ্বনি
শত শাখী কূজিত'; শত কুঞ্জে দিব্য হাসি'
ফুটিয়া উঠিত সঙ্গে পুষ্প রাশি রাশি।
নিত্য এই পূজা হ'ত নাথের প্রভাতে ;
নিত্য তার সঙ্গে আমি পূজা করি' নাথে
গরবিণী হইতাম।—মধ্যাহ্নে প্রাঙ্গণে
নিবিড় অশ্বত্থচ্ছায়ে বসি, নাথ সনে
দেখিতাম স্থির সৌম্য শ্যামবনচ্ছবি,—
রৌদ্রদীপ্ত সমুজ্জ্বল নিস্তব্ধ অটবী।
সন্ধ্যাকালে শিলাতলে গোদাবরী তটে
গিয়া বসিতাম, কভু নাথের নিকটে,
কভু একাকিনী ;—দূরে ঊর্ধ্বে দেখিতাম
অনন্ত বর্ণের স্রোত—নীল, পীত, শ্যাম,
লোহিত ; বর্ণের সেই রাগিণী সুন্দর ;
প্রেমের স্বপ্নের মত শান্ত, মনোহর।
ক্রমে ঘনাইলে তীরে নৈশ অন্ধকার,

ফিরিতাম বিশ্রাম কুটীরে।—আহা আর
দেখিব কি সেই দৃশ্য আমার জীবনে!
সত্য লো মাণ্ডবি! বড় সাধ হয় মনে।

মাণ্ডবী। একি চিন্তা দিদি? ছিলে বনদেবী তথা,
আজ গৃহলক্ষ্মী তুমি।—ওই সব কথা
ভুলে যাও; ও দুঃস্বপ্ন করো সবে দূর;
থাকো আলোকিত করি' রাজ-অন্তঃপুর।

সীতা। দুঃস্বপ্ন? দুঃস্বপ্ন তারে বলিস্ মাণ্ডবি?
দেখিস্‌নি গহনের সে মধুর ছবি—
তাই বোন্।—আহা সেই হেমন্তের স্থির
নির্ম্মুক্ত আকাশ; সেই বসন্তসমীর,
আসিত যা জোয়ারের মত যেন কোন্
অজানিত সিন্ধুবক্ষ হ'তে! আহা বোন্!—
সেই নিদাঘের স্নিগ্ধঘনবনচ্ছায়;
শরতের চন্দ্রালোক, যাহার বন্যায়
ঢেকে যেত ক্ষেত্র গিরি উপত্যকা, আর
গোদাবরী বক্ষ এক সঙ্গে; বরিষার
ঘনমেঘগর্জ্জন, সে সৌদামিনী খেলা,
শীতের মধুর রৌদ্রে, সে প্রভাত বেলা,
নিত্য গা ঢালিয়া স্নান।—দেখিস্ নি ভাই
সেই সব; দুঃস্বপ্ন বলিস্ তারে তাই।

শ্রুতকীর্ত্তি। আমি যতদূর বুঝি আমাদেরি জিত;

এ প্রাসাদই ভালো।

শান্তা। কেন ?

শ্রুতকীর্তি। বনে ভারি শীত।

শান্তা। (সহাস্যে) সে যা হোক্, এ প্রাসাদ ; এ উচ্চ প্রাচীর ;
উত্তুঙ্গ মন্দির চূড়া ; উচ্চ সৌধ শির ;
দাস দাসী ; সশস্ত্র প্রহরী সদা জাগে,
বলিস্ কি সীতা !—তোর ভালো নাহি লাগে ?

সীতা। কি জানি—এ প্রাসাদের পাষাণ কঠিন
যেন চেপে ধরে বক্ষ। আসে যায় দিন
অপরিচিতের মত গৃহের বাহির
দিয়া। বসন্তের বায়ু আসে অতি ধীর
কম্পিত চরণক্ষেপে গবাক্ষে ; আমার
সহিত নিষিদ্ধ যেন বাক্যালাপ তার।
নীলাকাশ উঁকি মারে সভয়ে উপরে।
চন্দ্রালোক আসে দূরে সসঙ্কোচে ; পরে
চ'লে যায় রাণী কাছে হতাদর হয়ে'।—
পূর্ববন্ধু এরা সব আসে ভয়ে ভয়ে,
কি এক সঙ্কোচ যেন, আতঙ্ক সবার ;
প্রাণভয়ে কথা কেহ কহে নাক আর।
দাস দাসী পরিজন সবাই আমাকে
সম্রাজ্ঞী বলিয়া সসম্ভ্রমে দূরে থাকে ;
কহে সদা যুক্তকরে "রাণি, মহারাণি" !

নাথেরও সলজ্জভাব, কেমন কি জানি,
সশঙ্ক সংযত ভাষা, গুরুজনে দেখি' ;
বুঝিনা এ সব বোন্—এ কি—বোন্ এ কি !—
বুঝিনা, অন্তরে কিন্তু বড় ব্যথা পাই
দেখি' এই সব দৃশ্য। এ প্রাণ সদাই
তাই হুহু করে। সদা ছুটে যেতে চাই
আবার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে প্রিয়তম সনে—
সেই গোদাবরীতীরে ; সেই কুঞ্জবনে
প্রস্ফুটিত পুষ্প ; সেই বিহঙ্গ হরিণ ;—
—গিয়াছে চলিয়া আহা কি সুখের দিন !

শ্রুতকীর্তি। তোর ভালো লাগিল না দিদি, এ প্রাসাদ,
আত্মীয় স্বজন, এত আমোদ আহ্লাদ,
আমাদের ভালোবাসা, এ সেবা শুশ্রূষা,
মিষ্টান্ন পায়স এত, এত বেশভূষা ?
পঞ্চবটী বন হ'ল ভালো এর কাছে ?—
দিদি তোর কপালে অনেক কষ্ট আছে।

মাণ্ডবী। চুপ কর্ শ্রুতিকীর্তি।

সীতা। সত্য বলিয়াছে।
আমার কপালে বুঝি বহু কষ্ট আছে।

নেপথ্যে কৌশল্যা। সীতা সীতা !

শান্তা। ডাকিছেন কৌশল্যা জননী—
শুনিতেছ বোন্ !

সীতা। (চমকিতভাবে) কই ? যাই মা।

প্রস্থান

শান্তা। এমনি—

সদা চিন্তাকুলা, সীতা, সদা অন্যমনা,
চাহে চারিদিকে মুগ্ধকুরঙ্গনয়না,
সপ্রশ্ন বিস্ময়ে ; সদা আতঙ্ক-বিহ্বল ;
মুহূর্তে পাণ্ডুরা ; চক্ষু দুটি ছল ছল
ভরে' আসে জলে ; হাসি মিলাইয়া যায়
গভীর বিষাদে। যেন পূর্ণিমা নিশায়
মরণের চিন্তা ; যেন পুষ্পিত কাননে
ভুজঙ্গম ; উৎসবমন্দিরে আর্তধ্বনি ;
যেন মূর্ছা সৌন্দর্যের ; চিন্তার কালিমা
শিশুর ললাটে ; যেন পাষাণ-প্রতিমা
হাস্যের ; পদ্মের পত্রে নিশার নীহার ;
অথবা তমিস্রাগর্ভে সুন্দরী সন্ধ্যার
আত্মহত্যা।—লো মাণ্ডবি ! কী চিন্তা সীতার
বুঝিতে কি পার বোন্ ?

মাণ্ডবী। বুঝিব কি আর !
বনবিহঙ্গিনী কভু সোনার পিঞ্জরে
সুখে থাকে দিদি ?

শ্রুতকীর্তি। না। সে গাছের উপরে
শীতে রৌদ্রে বর্ষায় পরম সুখে থাকে !

আমি বরাবর বলে' এসেছি সীতাকে
"তোমার বনের চেয়ে এ প্রাসাদ ভালো।"
এখানে বহেনা বায়ু? পূর্ণিমার আলো
ফোটেনা হেথায় দিদি? তাহার উপরে
এই নিত্য রাজভোগ; নিত্য সেবা করে
নিদ্রাহীন শুশ্রূষায় শত দাসদাসী।—
আমি ত সেটার চেয়ে এটা ভালোবাসি

মাণ্ডবী। সবার ত নয় বোন্ একরূপ রুচি!

শ্রুতকীর্তি। সেটা সত্য বটে। কেউ ভালোবাসে লুচি;
কেউ বাসে পরমান্ন।

শান্তা। এই—ঠিক এই!—
ঠিক ব'লেছিস্! তুই সব সময়েই
বলিস্লো সত্য কথা। আর ও মাণ্ডবী
ঊর্মিলা কি সীতা ওরা,—ওরা সব কবি।

ঊর্মিলা ভিন্ন সকলের প্রস্থান

ঊর্মিলা। সূর্য অস্ত যায়! দূরে, অনিমেষে চাহে
রঞ্জিত প্রান্তর। স্তব্ধ সরযূ প্রবাহে
রবির কনক-রশ্মি ঘুমাইছে আসি'।
হস্তে দীপ, আরক্তিম মুখে মৃদুহাসি,
আসিছে আনতনেত্রে, ধূসর বসনে,
অর্ধাবগুণ্ঠনবতী সন্ধ্যা, সঙ্গোপনে,
ধীর পদক্ষেপে, এ বিশ্ব মন্দিরে।—অয়ি

স্মিতা, সুমধুরা লজ্জানম্র, প্রেমময়ি
সন্ধ্যা, এস ধরাতলে,—নিয়ে এস আর
প্রাণেশ লক্ষ্মণে সখি বক্ষে ঊর্মিলার।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

লক্ষ্মণ ও ঊর্মিলা

লক্ষ্মণ। কত দিন পরে?

ঊর্মিলা। নাথ! জানি না; নাথের সাথ
মিলেছি যে ক্ষণে,
অতীত দিনের কথা অতীত বিরহ ব্যথা
পড়ে না'কি মনে।
নাই দুঃখ এতটুকু; শুধু তৃপ্তি, শুধু সুখ,
শুধু দিব্যহাসি—
আলোকিত কুঞ্জভূমি; শুধু ভালোবাসো তুমি,
আমি ভালোবাসি।
চক্ষু হ'তে লুপ্ত সব; করি মাত্র অনুভব—
তুমি আছ কাছে;
তুমি বিনা, মনোদৃশ্যে দেখিতে পাই না বিশ্বে
আর কিছু আছে।

লক্ষ্মণ। চতুর্দশ বর্ষ পরে—

ঊর্মিলা। পাইয়াছি প্রাণেশ্বরে
আজি যদি প্রভু ;
নাহি ছিল অধীরতা হৃদয়ে বিরহ-ব্যথা
পাই নাই কভু।
জানিতাম, ঊর্মিলার তুমি, আর সে তোমার,
এ বিশ্বভিতরে ;
জানিতাম, এই ভবে আবার মিলন হবে,
কিংবা জন্মান্তরে।

লক্ষ্মণ। তুমি এ অযোধ্যাপুরে, আর আমি সেথা দূরে,
গোদাবরী তীরে ;
তবু কি আমারে প্রিয়ে, দুটি স্নেহ বাহু দিয়ে
থাকিতে না ঘিরে ?
এই চতুর্দশ বর্ষ তোমার চাহনি, স্পর্শ,
তব কণ্ঠরব,
তব মুখ অভিরাম, এ হৃদয়ে করিতাম
নিত্য অনুভব।

ঊর্মিলা। জানি নাথ! তাহা জানি।

লক্ষ্মণ। আমার হৃদয়রাণী!
রহ জাগি' মনে
পূর্ণ করি' মম চিত্ত, জাগ্রতে, স্বপনে নিত্য,
বিরহে মিলনে।

উর্মিলা। দেখ কি মধুর দৃশ্য— আলোকিত শ্যাম বিশ্ব,
কি শান্তির ছবি !
লক্ষ্মণ। সত্য ; এ নদীর তট, এই ঘনচ্ছায় বট,
—মধুর অটবী।
উর্মিলা। শোনো ওই মৃদু ধীর, পল্লবিত অটবীর
পুষ্পিত অধরে,
অস্ফুট মর্মর বাণী—
আকাশের মুখখানি
দিব্য স্নেহ ভরে,
হাসে শুভ্র রাশি রাশি আশীর্বাদভরা হাসি ;
মধ্যাহ্ন কিরণে,
ঘনশ্যাম কুঞ্জশাখে, ওই শোনো পাখী ডাকে,
ঘন কুঞ্জবনে।
বনাবৃত শৈলগুলি, দূরে খর্ব শৃঙ্গ তুলি',
দাঁড়াইয়া আছে।
অপার আনন্দভরে, সমীরণ নৃত্য করে
ফুলে, ফলে, গাছে।—
কি দেখিছ একদৃষ্টি ?
লক্ষ্মণ। সৃষ্টির অতুল সৃষ্টি
তোমারে প্রেয়সী ;
উর্মিলা। (সলজ্জ) দেখ ওই মৃগী রঙ্গে খেলা করে সাথীসঙ্গে ;
ওই দূরে বসি',

কপোত কপোতী কিবা যাপন করিছে দিবা,
প্রচ্ছন্ন মিলনে ;
ওই নদীতট 'পরে দেখ কত গাভী চরে ;
ওই ঘন বনে
ময়ূর ময়ূরী ভ্রমে।

লক্ষ্মণ। দেখিতেছি প্রিয়তমে :
কত নদী, কত হ্রদ, কত পুর, জনপদ,
অতিক্রম করি',
এসেছি অতিথি, প্রিয়ে, তোমার আশ্রম-গৃহে,
দাও প্রাণভরি',
তোমার প্রণয় সুধা, মিটাও প্রাণের ক্ষুধা,
—দাও ভালবাসা।

ঊর্মিলা। হায় নাথ! তাহা যদি দিই নিত্য নিরবধি
মিটে না এ আশা।

পরস্পর আলিঙ্গন-বদ্ধ

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদ প্রান্তস্থ উপবন। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি।

রাম ও সীতা

রাম। সরযূর তীর ; অতি অতি ধীর শিশির শীতল সমীরণ ;
উড়িছে চকোর সুধাপানে ভোর ; মর্মরমুখর উপবন ;
ভরা পরিমলে নিকুঞ্জে, বিরলে, হেসে ফুল ঢলে ফুলগায় ;
যেন দিবাশেষে, পরীকুল এসে স্নান করে এই জ্যোৎস্নায় ;—
সুধার তরঙ্গে সুললিত অঙ্গে ঢালি', নানা রঙ্গে,—কথা কয়
সখী সনে সখী ;—প্রেয়সি নিরখি ধরণী আজ কি মধুময় !

সীতা। মনে পড়ে প্রিয় ?—ঢালিত অমিয় এমনি চন্দ্রমা সেই দিন !
গোদাবরী তীর, সে পর্ণকুটীর ;—সেই দিন আর এই দিন !

রাম। কোন্ দিন ভালো ?

সীতা। হৃদয়ের আলো ! যখনই তুমি কাছে রও,
তখনই ভালো ; সেই পুরাকালো ভালো, ভালো নাথ এখনও।
যবে কাছে থাক, কিছু দেখি নাক' ; তোমাতেই রহি গো মগন ;
নাথ ! তুমি ভরা আমার এ ধরা ; তুমি ভরা আজো ও-গগন।
—অহো কি কঠোর সে কদিন মোর, লঙ্কায় ছিলাম যতদিন।
বরষের মত মাস হ'ত গত, যাইত মাসের মত দিন।
তখনও ত নাথ ! এমনিই চাঁদ মাথার উপরে উঠিত ;
মলয় পরশে শিহরি', হরষে অশোকের কলি ফুটিত ;—

তবে কেন নাথ! কি দিন কি রাত হুহু করে' জ্বলে' যেত প্রাণ?
তবে কার লাগি' নিশিনিশি জাগি' হইত না যেন অবসান!
নয়নের জলে অবসান হ'লে কোন মতে নিশা, নীলিমায়
উঠিলে তপন, জাগিত এ মন নিত্যই নূতন নিরাশায়।
বরিষার ঘন-শীতল পবন বাড়াইত শুধু এ হুতাশ;
শরতের শশী, উঠিত যেন সে করিতে আমারে উপহাস;
বসন্তে এ প্রাণে কোকিলের গানে ঢালিত যেন সে হলাহল;
মলয়ের বায় বিঁধিত এ গায়, দূষিত ঠেকিত পরিমল!
শত শত চেড়ী সদা মোরে বেড়ি' রহিত, বসন্তে কি শীতে:
কাটাত দিবস হইয়া বিবশ উৎসব করিত নিশীথে;
বিকট হাসিত, কভুবা শাসিত, কভুবা করিত পরিহাস;
তারা বুঝিতনা এ তীক্ষ্ণ যাতনা, এ তীব্র বেদনা, বারো মাস।
শুধু নিরুপায় অনন্ত দয়ায় চাহিয়া রহিত নীলকাশ;
করিতই শুধু নিজমনে ধূধূ বারিধির নীল জলরাশ!
অহো কী কঠিন,—সেই কয়দিন! কী ঘোর যাতনা দিবারাত!
এখনো তা স্মরি', সভয়ে শিহরি; কেঁপে কেঁপে উঠি প্রাণনাথ!

রাম। কাছে এস, কি এ মিছা ভয় প্রিয়ে? কেন এখনও ভয় পাও?
আছো মোর কাছে! সে দিন গিয়াছে; প্রেয়সী সেসব ভুলে যাও।
কি হেতু আশঙ্কা? এ নহে ত লঙ্কা; নিহত রাবণ পাপে তার:
এ অযোধ্যা ধাম, এ তোমার রাম ঘেরিয়া তোমায় চারিধার
তার বাহু দিয়ে, নহে সেও প্রিয়ে তোমার রক্ষণে বলহীন।—
এনোনাক' মনে সেই দুঃস্বপনে। ভুলে যাও প্রিয়ে সেই দিন!

সীতা। না না না, জানিনা কেন তা পারিনা ; কেন তবু চিত্ত সদা ধায়
সেইদিন পানে, বারণ না মানে ; দেখি তবু সে বিভীষিকায় ;—
বিকল হৃদয়ে যেন মুগ্ধ ভয়ে, ব্যাধবাণবিদ্ধ হরিণীর
ম'ত, আততায়ী পানে ফিরে চাহি, শুনি ধ্বনি তার মুরলীর।
অথবা যেমন পান্থ কোন জন ব্যাঘ্রের তাড়নে দ্রুত ধায়,
গৃহদ্বারে আসি', তবু অবিশ্বাসী, তবু ভয়ে ভয়ে ফিরে চায়।
দুর্দিন লঙ্কার হারাইয়া তার শিকার, খুঁজিয়া অযোধ্যার
দ্বারে আসি' ধেয়ে, যেন বাধা পেয়ে, ঘুরিছে ঘেরিয়া চারিধার
এপুরীর, চায় শুদ্ধ সুবিধায়, সদাই আমাকে তোমার ও
হৃদয় হইতে ছিনিয়া লইতে ;—তাই যদি তুমি কভু হও
নেত্রঅন্তরাল ক্ষণমাত্রকাল, ভয় হয় পাছে পুনরায়
তোমাকে হারাই ; শিহরি সদাই কি দিবায় তাই কি নিশায় !
রহিলেই একা, ভাবি বুঝি দেখা পাবনাক' আর প্রাণনাথ !

রাম। না না প্রাণেশ্বরি ! সদা বক্ষে ধরি' রাখিব তোমারে মোর সাথ
র'বে নিরবধি, পাইয়াছি যদি, প্রেয়সী !

সীতা। জানিনা পরমেশ !
কি কপালে আছে ! টেনে লও কাছে,আরো কাছে ; বুঝিএই শেষ,
শেষ দেখা নাথ !

রাম। একি অশ্রুপাত। একি বিকম্পিত কলেবর !
ভয়াকুল হেন এ চাহনি কেন ? কেন পাণ্ডুমুখ ?

সীতা। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে) প্রাণেশ্বর !

রাম। চিত্ত প্রেয়সীর কি হেতু অধীর ? হেন পূর্বে তাহা দেখি নাই।

কে হানিল আজ সংশয়ের বাজ ও কোমল বক্ষে, বলো তাই।
এ গদ্গদ ভাষ, এই ঘনশ্বাস, কেন কাঁপে ঘন বক্ষঃস্থল ?
ক্রূর বাষ্প হেন নীলনেত্রে কেন, পড়ে গড়াইয়ে অশ্রুজল ?

সীতা। টেনে লও বুকে—

রাম। গৃহ অভিমুখে এখন প্রেয়সী চলো যাই।
রজনী গভীর ; সরযূর তীর ঢাকিয়া আসিছে কুয়াশায় ;
ওই দেখ ঘুমে ঢুলে পড়ে ভূমে সমীরণ ; চন্দ্র অস্ত যায়।
দূর কর তবে এ কল্পনা সবে।—শয়ন-মন্দিরে চল যাই।

[নিষ্ক্রান্ত

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদ কক্ষ। কাল—প্রভাত

রাম ও দুর্মুখ

রাম। কি কহিলি দুর্মুখ ?—আস্পর্ধা তোর অতি।
জানিস্ না কে সে, আর কে তুই দুর্মতি ?
পথের কুক্কুর হেয় !

দুর্মুখ। মহারাজ জানি :
আমি দীনতম ভৃত্য, তিনি মহারাণী।
রাজাজ্ঞায় রাজপদে প্রভু, মহারাজ,
নিবেদন করিয়াছি রূঢ় বার্তা আজ।

রাম। (চমকিত) সত্য বটে। ভৃত্যমাত্র দুর্মুখ আমার।

মূর্খ আমি, মূর্খ আমি, মূর্খ শতবার—
প্রতিশ্রুত করিয়াছি তোরে, দিতে আনি'
কুড়াইয়া প্রজাদের মিথ্যা কুৎসা গ্লানি,
প্রতিদিন! প্রত্যূষে প্রত্যহ সে নিন্দার
জলে যেন গঙ্গাস্নান করি' একবার,
আরম্ভ করিতে দিন!—
এই পুরস্কার?
যখন যা চাহে তারা দিয়াছি তা;—তার
এই পুরস্কার? দিয়া অর্থ, দিয়া শ্রম,
পূরায়েছি সব ইচ্ছা, করি' অতিক্রম
সব বাধা সব বিঘ্ন! নিত্য রাজকাজ—
প্রজাদের অনুজ্ঞা সাধন;—তা'র আজ
এই পুরস্কার? কিম্বা হায়রে মানব
এতই কৃতঘ্ন বুঝি, এত লোভী সব,
এতই অধম,—যত দাও তত চায়—
যেন খাদ্যে উদরটি বাড়ে শুদ্ধ হায়।
—পুণ্যময়ী গৃহলক্ষ্মী পতিপ্রাণা রাণী,
রাজলক্ষ্মী,—তারে এই বক্ষ হ'তে টানি'
ছিনিয়া লইতে চাস্ রে অযোধ্যাবাসী?
অলক্ষ্মী অসতী সীতা? হায় অবিশ্বাসী
পৌরজন! তারা জানে সীতার চরিত্র
আমার চেয়ে কি?—পবিত্র কি অপবিত্র,

সতী কি অসতী সীতা আমার! সীতায়
দূর করি' দিব আজি তাদের ইচ্ছায়?
কখন না—উৎপাটিব এ অক্ষি-যুগলে,
তাহাদের মনোমত হয় নাই বলে'?
—কখন না। যাহা বলে প্রজা অযোধ্যার,
সীতা চির গৃহলক্ষ্মী রহিবে আমার।
—দুর্মুখ! এখনো পাপ, দাঁড়ায়ে?—হ, দূর,
দূর হ, প্রভুর অন্নে বর্ধিত কুক্কুর,
কৃতঘ্ন!—না আমি বুঝি হতেছি উন্মত্ত,
কি করিবে ভৃত্য, শুদ্ধ করিয়াছে সত্য।
কেন সত্য কথা আজ কহিলি দুর্মুখ!
মিথ্যা কহিলি না কেন?—মিথ্যা এতটুক!
ধনরত্ন যাহা চাস্ নে তাহাই যাচি',
সব দিব। বল্ শুধু 'মিথ্যা বলিয়াছি'।

দুর্মুখ। পারিনা দেখিতে আর। যাক্ ধর্ম। প্রভু,
মহারাজ! উঠ। যাহা বলিয়াছি কভু
সত্য নহে—সব মিথ্যা, সর্ব্বৈব মিথ্যাই,
মিথ্যা মিথ্যা—প্রজাগণ কিছু কহে নাই।

রাম। না, যাও দুর্মুখ—শুদ্ধ এ প্রলাপ বাণী
উন্মত্তের। চিত্তহারা আমি—নাহি জানি
কি যে বলিতেছি—না, না এ বৃথা সান্ত্বনা,
আর দুষিব না, আর ভিক্ষা যাচিব না;

জানি স্থির, বল নাই একটি মিথ্যাও।—
আমারে আমার দুঃখে রেখে চলে' যাও।

দুর্মুখ। (যাইতে যাইতে) হায়! কেন কহিলাম এ কথা, নির্বোধ
আমি! করিল না বাষ্প কেন কণ্ঠরোধ?
ইহা বলিবার পূর্বে কেন হইল না
দগ্ধ বিকুঞ্চিত ছিন্ন বিদীর্ণ রসনা?
ইহা কহিবার পূর্বে কেন হইল না
শিরে মোর বজ্রাঘাত!—অহো বিড়ম্বনা!

প্রস্থান

রাম। অত্যুত্তম!—এখন কি করিব না জানি।
শুনিব কি প্রজাদের এ প্রলাপবাণী?—
পরিত্যাগ করিব সীতারে? দিব দূর
করি' কুক্কুরের মত?—বশিষ্ঠ নিষ্ঠুর!
কিরূপে করিলে আজ্ঞা যে প্রজারঞ্জনে
ত্যাজ্য সীতা? তাহার উদ্ধারে কি কারণে
করিয়াছি লঙ্কার সমর তবে? তারে
দূর করে' দিতে পরে? রূঢ় অবিচারে
নিষ্কাশিতে গলে হস্ত দিয়া?
—সাধ্বী সতী
আকাশপবিত্র চিরমুগ্ধ পুণ্যবতী—
শৈশবসঙ্গিনী সীতা বিহ্বল বিশ্রব্ধ!
না—না। রাজ্য মিলাইয়া যাক্ স্বপ্নলব্ধ

ঐশ্বর্যের মত ; চূর্ণ হোক্ পদতলে
এ প্রাসাদ ; ভেসে যাক্, সরযূর জলে
এ অযোধ্যাপুরী। সূর্যবংশ ব্রহ্মশাপে
ভস্ম হ'য়ে যাক্।—আজ আমার এ পাপে
সৃষ্টি নাশ হোক্ ! তবু হৃদয়ে আসীন,
সীতা পতিপ্রাণা সীতা রবে চিরদিন
এই বক্ষে, ভস্মীভূত বিশ্ব চরাচরে,
ব্যোমব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসের ভিতরে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—অন্তঃপুরের দালান। কাল—প্রভাত

পূজানিরতা একাকিনী কৌশল্যা

কৌশল্যা। রাত্রিকালে ঘন ঘন হয় উল্কাপাত
অগ্নিবৃষ্টি সম। চাহে কুপিত প্রভাত
রক্তবর্ণ। ডাকে শিবা মধ্যাহ্নে বিকট,
প্রাসাদ প্রাঙ্গণে ; যেন কোনো সন্নিকট
বিপদে উচ্চারি'। নিত্য জানি না কি হেতু
নিশায় ঈশানে উঠে ধূম্র ধূমকেতু,
অকল্যাণ শিখাসম, কিম্বা দীর্ঘ ছায়া
সন্নিহিত অনর্থের। তাই মহামায়া
ঈশানী কল্যাণময়ী বরদা, তোমার
চরণে অর্পি মা এই পুষ্পাঞ্জলি ; আর
করি মা প্রার্থনা আজ—যেন নাহি হয়
আমার রামের কোন বিপত্তি। অভয়
দাও মা অভয়া! এই আশঙ্কা উদ্বেগ
করো দূর ; সহসা উদিত বজ্রমেঘ
পশ্চিম গগন হ'তে দাও অপসারি' ;

দেবি! চণ্ডি! ভগবতি! সংহর সংহারী
বিকট করাল মূর্তি; দেখা দাও ধরি'
দুর্গতিনাশিনীরূপ,—দুর্গে! ক্ষেমঙ্করি!
সীতা সীতা—

(নেপথ্যে) যাই মা!

কৌশল্যা। মা আসিছে আমার,
তার চারি ধারে দূর করি' অন্ধকার,
সঞ্চারিণী পূর্ণজ্যোৎস্না সমা—

সীতার প্রবেশ

সীতা। কি মা?

কৌশল্যা। একি
কাঁদিতেছিলে মা? সীতা একি!—চাহো দেখি;
একি পাণ্ডুমুখ? একি নয়নপল্লব
অশ্রু অভিষিক্ত? একি? কেন মা? নীরব
রহিলে যে?—বুঝিয়াছি। নাহি রাম কাছে
তাই এ আশঙ্কা।

সীতা। না মা!

কৌশল্যা। হাঁ মা বুঝিয়াছি।
বুঝিয়াছি অন্তরের নিভৃত সন্দেহ।
আমিও যে ভালোবাসি রামে। একই স্নেহ—
জননী দুহিতা জায়া অন্তরে বিরাজে
ভিন্নরূপ ধরি'। বৎসে, রাম রাজকাজে

গিয়াছে চম্পকারণ্যে বশিষ্ঠের কাছে ;
বুঝি কোন মন্ত্রণার প্রয়োজন আছে।
হোয়োনা উদ্বেল বৎসে! নিশ্চিত কুশলে
তোমার আমার রাম আছে, সুমঙ্গলে!
অতি শীঘ্র রাম গৃহে ফিরিবে নিশ্চয়।
নিশ্চিন্ত হও মা বৎসে! নাই কোনো ভয়
রামের মঙ্গল হেতু। নিকটে কি দূরে,
প্রাসাদে প্রবাসে কিম্বা রাজ-অন্তঃপুরে,
শান্তি কি বিগ্রহে, রাম করে নিত্য বাস
আমার স্নেহের দুর্গে। অনর্থনিশ্বাস
স্পর্শে না তাহারে।—নাই বিপদের ছায়া,
আমি যার জননী ও তুমি যার জায়া ;
সুখী হোক্ রাম। আর আসন্নজননী
তুমি সুখী হও বৎসে।

বজ্রধ্বনি

সীতা। একি?

কৌশল্যা। বজ্রধ্বনি।

সীতা। নির্মল আকাশে?

কৌশল্যা। (স্বগত) সত্য! কই মেঘ নাই ;
(প্রকাশ্যে) উঠিবে ঝটিকা বুঝি! চলো কক্ষে যাই।
(যাইতে যাইতে) মা সর্বমঙ্গলে! দেবি! দেখিও মা সতি!
করিও সতত রক্ষা রামে ভগবতি! নিষ্ক্রা

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বশিষ্ঠাশ্রম। কাল—প্রভাত

রাম ও বশিষ্ঠ

রাম। গুরুদেব! একান্ত অসাধ্য এই কার্য।

বশিষ্ঠ। তাহা মানি;

অতি গুরু নিষ্ঠুর দুষ্ক্রিয় ইহা, রঘুবর জানি;—

তথাপি করিতে হবে।—রাম, সর্ব কর্তব্য সবার

সহজ সুসাধ্য যদি, রহিত কী তার প্রশংসার?

তথাপি নিস্তব্ধ?

রাম। অতি তিক্ত এ পানীয় ভগবান্!

বশিষ্ঠ। জানি, অতি তিক্ত ইহা; তথাপি করিতে হবে পান।—

তথাপি নিস্তব্ধ? রাম ভুলেছ কি জন্ম কোন্ কুলে?

কে তুমি? কাহার পুত্র? কার পৌত্র? গিয়েছ কি ভুলে,

নরোত্তম? সূর্যবংশে জন্ম তব;—স্মরণ রাখিও—

পিতা তব দশরথ; যে তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়

সুবৃদ্ধ বয়সে বহু তপস্যার ফল, সুকুমার

পুত্রদ্বয়ে দিল বনবাস, বৎস, বলো কি তাহার

কর্তব্য-পালন সেই হ'য়েছিল অতীব মধুর?

দুঃসাধ্য কি পুত্রত্যাগ চেয়ে ত্যাগ রাজন্যবধূর।

রাম। দুঃসাধ্য নহে এ কাজ গুরুদেব—এ অসাধ্য কাজ!

কিরূপে সাধিব যাহা অসাধ্য ? আদেশ করো, আজ
রাজ্যের মঙ্গলহেতু দিব আপনারে শতবার ;
সহস্র জীবন চেয়ে প্রিয়তরা জানকী আমার।

বশিষ্ঠ। তাও জানি। কিন্তু আত্মহত্যা আর কর্তব্য পালন
একটি পদার্থ নহে। এই আত্মহত্যা—পলায়ন
কর্তব্যের যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে, ভীরু সৈনিকের মত।
কর্তব্যপালন সহ্য করা বক্ষে বাণাঘাত শত,
বীরসম সম্মুখ সমরে, দৃঢ় সংযত সাহসে।

রাম। আপনি সহিতে পারি ;—কিন্তু ত্যাগ করিব কী দোষে
নিরপরাধিনী সীতা ?

বশিষ্ঠ। তুমি ছিলে কিসে অপরাধী
যাহে হ'য়েছিলে বনবাসী ! কিসে কুম্ভকর্ণ আদি
দোষী ছিল, যাহাদের নিধন করিলে সেই রণে,
ভ্রাতৃ-পিতৃ-আজ্ঞাবহ স্বদেশ-বৎসল বীরগণে ?
কোন্ অপরাধে পুত্র পিতার ব্যাধির জন্য বহে
রোগের দুঃসহ দুঃখ ? বলো কোন্ অপরাধে সহে
ধনহীন অনশন যন্ত্রণা, ধনীর অন্তঃপুরে
যবে নিত্য স্বাদু অন্ন পুষ্ট করে বিড়াল কুকুরে ?
—এ বিশ্বে কে তুমি কেবা আমি ? কেহ নহে আপনার ;
সমাজরক্ষিত সম্পত্তি সে, সমাজের অধিকার।
ব্যক্তির সর্বৈব ইচ্ছা সম্পদ, ব্যক্তির সর্বসুখ,
বলি দিতে হবে সমাজের পদে ; নাইবা থাকুক

কোনো অপরাধ। ব্যাপি' এ ব্রহ্মাণ্ড, বিরাট প্রবাহে
চলিয়াছে অনন্ত নিয়মস্রোত অব্যাহত। তাহে
ভেসে যায় নরনারী; নাহি সাধ্য রোধিতে তাহারে;
যুদ্ধ করে তার সঙ্গে শুদ্ধ শীঘ্র মগ্ন হইবারে।
স্বর্গ ও নরক, পাপ পুণ্য—নহে সৃষ্ট বিধাতার;
অপরাধ? এ জগতে কে করিবে কাহার বিচার?
কহিছে সমাজ 'নরহত্যা পাপ'; সংগ্রামে বিগ্রহে
হয় যে সহস্র নরহত্যা,—পাপ তাহারে কে কহে?
বিধাতা?—তাঁহার স্বীয় শত হত্যা, শত অত্যাচার,
মুহূর্তে মুহূর্তে বিশ্বে,—কে গণিবে কে করে বিচার?

রাম। তবে পাপ পুণ্য নাই?

বশিষ্ঠ। নাই।—প্রশ্ন করো ঝটিকায়,
সে বলিবে 'নাই'; প্রশ্ন করো ঘোর প্রবল বন্যায়,
সে বলিবে 'নাই'; যাও প্রশ্ন করো অশনিসম্পাতে,
ভূমিকম্পে, দাবানলে, জরায়, দুর্ভিক্ষে, সর্পাঘাতে;
সকলে বলিবে এক বাক্যে 'নাই, পাপ পুণ্য নাই'।
সমাজের অমঙ্গলকর কার্য যাহা সব, তাহাই
পাপ, রঘুবর। পাপ পুণ্য সমাজের দণ্ডবিধি;
আর তুমি অধিষ্ঠিত সেই সমাজের প্রতিনিধি;
সমাজের ভৃত্যমাত্র।

রাম। গুরুদে :! বুঝিনা এ বাণী!
তুমি আজ্ঞা কর আমি কা করি—এইমাত্র জানি।

বশিষ্ঠ। যাও রঘুবীর! যাও স্বকর্তব্য সাধো মহারাজ!
বিপ্রজাতি এর চেয়ে ক'রেছিল তিক্ততর কাজ;
ক'রেছিল পিতার আজ্ঞায় মাতৃসংহার ভার্গব।
—পত্নীত্যাগ হ'তে তিক্ত মাতৃবধ। অতীব সুলভ
নহে রাজধর্ম।

রাম। দাও পদধূলি দেব!

বশিষ্ঠ। যাও বীর—
ইক্ষ্বাকুলের দীপ। শিব হোক্ অযোধ্যাপতির।

নিষ্ক্রান্ত

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—উর্মিলার কক্ষ। কাল—রাত্রি

লক্ষ্মণ ও উর্মিলা

উর্মিলা। কে কহিল?

লক্ষ্মণ। আপনি রাঘব।

উর্মিলা। এ প্রলাপবাণী—অসম্ভব।

লক্ষ্মণ। উর্মিলা এ অতি সত্য বাণী।

উর্মিলা। সত্য?

লক্ষ্মণ। সত্য।

উর্মিলা। কেন ?

লক্ষ্মণ। নাহি জানি

কেন ? জানি এই মাত্র স্থির

প্রজাগণ চাহে জানকীর

নির্বাসন-দণ্ড।

উর্মিলা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস সহ)

অভাগিনী !

সীতা মোর ! প্রাণের ভগিনি !

—অটল-প্রতিজ্ঞ তিনি তবে ?

লক্ষ্মণ। অস্থির-প্রতিজ্ঞ রাম কবে ?

উর্মিলা। কোথা তিনি ?

লক্ষ্মণ। রুদ্ধ স্বীয় কক্ষে,

নীরব আনত শুষ্ক চক্ষে,

ধূলাসনে ! রাজ পরিবার

ভিন্ন তিনি অগম্য সবার।

—উর্মিলা একটি কথা আছে।

এই বার্তা মহিষীর কাছে

তোমার কহিতে হবে।

উর্মিলা। (চমকিয়া) আমি !

লক্ষ্মণ। প্রিয়তমে ! অযোধ্যার স্বামী

দিয়াছেন এ হস্তে আমার,

তার চেয়ে গুরুতর ভার—

সীতা-নির্বাসন-দণ্ড। গিয়া
সঙ্গে তাঁর, আমারি রাখিয়া
আসিতে হইবে প্রিয়তমে,
মহিষীকে, বাল্মীকি-আশ্রমে।

ঊর্মিলা। (ভাবিয়া) তবে যাই সীতা-সন্নিধানে।

লক্ষ্মণ। ঊর্মিলা! অতীব সাবধানে,
অতি সন্তর্পণে, অতি ধীরে,
কহিও এ বার্তা মহিষীরে।

ঊর্মিলা। নাহি জানি, কি কহিবে সীতা!
—সদা শঙ্কাকুলা, সদা ভীতা
পাছে সে হারায় নাথে ; হায়
কি জানি ঝরিয়া বুঝি যায়
শুভ্র নম্র যূথিকার মত,
নিদাঘ মধ্যাহ্নে—

লক্ষ্মণ। তীব্রক্ষত
মুছাও তাহার ধীরে প্রিয়ে,
তোমার অসীম স্নেহ দিয়ে।

নিষ্ক্রান্ত

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—রাজসভা। কাল—প্রভাত

সভাভঙ্গান্তে সিংহাসনারূঢ় একাকী রাম

রাম। এইত রাজত্ব ;—এ সোণালি-করা
লৌহের শৃঙ্খল ; কালকূট ভরা
স্বর্ণ পাত্র ; এই অন্তঃসারশূন্য
গৌরব ; এ পাপ—পরি' শুধু পুণ্য-
ছদ্মবেশ ; স্বর্ণ পিঞ্জরেতে বাস
বিহঙ্গের ;—এই কদর্য বিলাস।
এই পদলাভ করিতে।নয়ত
হত্যা, মিথ্যা, দ্বন্দ্ব, প্রতারণা শত,
করিছে মনুষ্য বিশ্বময় নিত্য ;
হইবারে শুদ্ধ অপরের ভৃত্য।
পরাতে ভরতে এ দৃঢ় শৃঙ্খল,
বিমাতা কৈকেয়ী কত না কৌশল
খেলিলেন হায়।—শুধু দূর হ'তে
দেখে সবে, হিংসে, উত্তুঙ্গ পর্বতে ;
কিন্তু দেখেনাক কেহ হায়, তার
নিঃসঙ্গিতা ; শুষ্ক পাষাণের ভার—
নিদাঘ উত্তপ্ত, হিমাবৃত শীতে ;

শুনে না তাহার অন্তরে নিভৃতে
পাষাণ ফাটিয়া উঠিছে কি কথা ;
তথাপি সে শুষ্ক অন্তরের ব্যথা
অন্তরে মিলায়।
ক্লেশ, চিন্তা, শ্রান্তি,
ভরা এ জীবন !—অনন্ত অশান্তি।
বিসর্জিতে হবে দয়া মায়া স্নেহ :
আমরণ শুদ্ধ আশঙ্কা, সন্দেহ।
সদা ভয় শুদ্ধ কোথা কোন্ ছিদ্র
দিয়া পশে মন্দ। অতীব দরিদ্র,
নীচাদপি নীচ প্রজা, এর চেয়ে
সুখী। নিত্য শ্রম করে, পুষ্টদেহে
শ্রমলব্ধ অন্নে। ফিরে নিজ ধামে ;
শ্রমলব্ধ তার বিশ্রব্ধ বিশ্রামে,
কাটায় রজনী নিশ্চিন্ত হৃদয়,
ক্লান্তিসুকোমল প্রেমপুষ্পময়
অনাবৃত ভূমে। শুধায় না কেহ
যোগ্যপাত্রে ন্যস্ত কি না তার স্নেহ।
অহো কি বাঞ্ছিত সেই স্বাধীনতা !
অহো কি নির্মল সুপবিত্র কথা
দীনতম কৃষকের ইতিহাস !
দুর্গন্ধময় এ গ্লানির নিশ্বাস

পশে না তাহার ক্ষুদ্র অন্তঃপুরে ;
হৃদয় হইতে ছিঁড়ে ল'য়ে, দূরে,
ফেলে দিতে নাহি চায় কেহ তার
প্রাণ হ'তে প্রিয় প্রেমপূত হার।
অহো কি কঠিন !—কি অভাগা রাম !
হায় রাজ্য ছাড়ি', যদি পারিতাম
কোন দূর বনে গিয়া, শান্তিময়,
পবিত্র, অতুল, অনন্ত, অক্ষয়,
বিশ্রামবিভবে কাটাইতে দিন !
—নৃপতির কাজ অহো কি কঠিন।

ভরতের প্রবেশ

ভরত। এ কি শুনি মহারাজ !
রাম। কি এ কথা
ইতিমধ্যে রাষ্ট্র নগরে সর্বথা ?
ভরত। না ভূপতি, শুদ্ধ প্রাসাদ ভিতর ;—
তবে ইহা সত্য ?
রাম। সত্য প্রিয়বর।
ভরত। করিয়াছ স্থির ?
রাম। করিয়াছি স্থির।
ভরত। অসম্ভব ইহা।—তুমি রঘুবীর,
ধর্মনিষ্ঠ, ন্যায়পর, বুদ্ধিমান ;
এ নিষ্ঠুরতা কি তোমার বিধান ?

—ইহা অসম্ভব।

রাম। নহে অসম্ভব!
কি বলিব বৎস! তুমি জানো সব;
জানো, সীতাত্যাগ আজি চাহে সবে
অযোধ্যার প্রজা?

ভরত। মহারাজ! তবে
তারা যাহা চাহে তাই দিতে হবে?
অযোধ্যার প্রজা আজি যদি চাহে
করিতে নিরুদ্ধ সরযূপ্রবাহে;
ছিঁড়িয়া আনিতে কৈলাসশিখরে,
ফেলে দিতে পঙ্কে টানি' মহেশ্বরে;
কিম্বা ইচ্ছা যদি অযোধ্যাবাসীর
বিচূর্ণ করিতে প্রাসাদ, মন্দির,
হর্ম্ম্য, দেবালয়, নগরে নগরে;
জ্বালাইতে পল্লী; বিশ্ব চরাচরে
খুলে দিতে অরাজক হাহাকার;
বিশৃঙ্খল নীতি করিতে প্রচার
রাজ্যময়; তারা চায় যদি শির
বন্ধু, মন্ত্রী, ভ্রাতা, জায়া, জননীর;
তাও দিতে হবে?—আজি এই রীতি!
অযোধ্যার রাজ্যে এই রাজনীতি!
—কোথা সীতা দেবী, কোথায় কুক্কুর

অযোধ্যার প্রজা! কোথায় সুদূর
নীলাকাশে শুভ্র নক্ষত্রের ভাতি;
কোথায় কর্দমে ঘৃণ্য কীটজাতি!

রাম। কি বলিব প্রাণাধিক! অন্যপথ
বাছিবার নাহি। শুনিবে ভরত,
—ইহা কুলগুরু বশিষ্ঠ-আদেশ।

ভরত। বুঝিয়াছি তবে।—সেই শুক্লকেশ,
দীর্ঘশ্মশ্রু, রুক্ষ, শীর্ণকৃশকায়,
শুষ্কপ্রেমস্নেহ দীর্ঘ তপস্যায়,
বশিষ্ঠের এই আদেশ কঠিন!
কি বুঝিবে সেই দয়ামায়া হীন,
নির্লিপ্ত সে বিপ্র চিন্তাকূপে অন্ধ,
—সংসারে প্রেমের পবিত্র সম্বন্ধ?
রমণীর প্রেম কি সান্ত্বনাময়,
সতীর গভীর কোমল হৃদয়?
সে বিপ্রবশিষ্ঠ-আদেশে অযত্নে
ছুঁড়ে ফেলে দিবে এ অমূল্য রত্নে
দূর পঙ্কে?—যদি ভূপতি তোমার
সতী সাধ্বী প্রতি এই ব্যবহার,
কে করিবে আর নারীর সম্মান?
দুর্বল সহিষ্ণু রমণীর প্রাণ
হবে তাহা হ'লে পুরুষের ক্রীড়া,

বিশ্বে ঘরে ঘরে। তার মনঃপীড়া
হইবে পতির উপহাসদ্রব্য ;
শিথিল হইবে পতির কর্তব্য
অবলার প্রতি, প্রতি ঘরে ঘরে,
দেশ দেশ জুড়ি' ভারত ভিতরে।

রাম। ভরত এ সব বৃথা যুক্তি আর—
অটল স্থির এ সংকল্প আমার।

ভরত। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া)
যদি এই স্থির, তবে অযোধ্যার
অতীব দুর্দিন।—কি কহিব আর।
যদি এই স্থির, অযোধ্যাপতির
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তবে এও স্থির,
আমি রহিব না এ অযোধ্যাধামে ;
যাব কোন দূর পুণ্য বন গ্রামে,
যেখানে নাহি এ নিষ্ঠুর বিধান ;
সতীর সাধ্বীর এই অপমান ;
ন্যায়ের নীতির এ বিপ্লব, আর
এ অরাজকতা, এই অবিচার।
ছেড়ে যাব এই রাজ্য এই পুর—

রাম। ভরত—ভরত তুমিও নিষ্ঠুর !

শান্তার প্রবেশ

শান্তা। মহারাজ ! ক্ষমা কর এ আমার

প্রবেশ এস্থানে, এ অনধিকার
চর্চা রমণীর। কিন্তু যেই কথা
শুনিতেছি আমি, মনে বড় ব্যথা
পাইয়াছি, তাই ছাড়ি' অন্তঃপুর
রমণীর লজ্জাভয় করি' দূর,
এসেছি এখানে।—ক্ষম মহারাজ!
কিন্তু অন্তঃপুরে একি শুনি আজ?
একি সত্য?

রাম। সত্য।

শান্তা। সত্য এ বারতা?
কি আশ্চর্য! রাম! কহিতে এ কথা
বিকম্পিত হইল না কণ্ঠস্বর?
আসিল না অশ্রু নেত্রে রঘুবর?

রাম। শুনিবে ভগিনী? সীতা-নির্বাসন
রাজ্যে শান্তিহেতু আজি প্রয়োজন।

শান্তা। রাজ্যে শান্তিহেতু সীতা-বনবাস!
—একি ব্যঙ্গ রাম? একি উপহাস?
সীতা-নির্বাসন শান্তিরক্ষাতরে!
কে বলিল? কে ও শ্রবণ কুহরে
ঢালিল এ বিষ? তব বাম পাশে
কারে বসাইতে গুপ্ত অভিলাষে
করিল মন্ত্রণা? একি প্রহেলিকা?

মহারাজ্ঞী রাজ্যে অশান্তির শিখা ?
তবে বুঝি সীতা দূরাদপি দূরে
নিভৃতে বসিয়া রাজঅন্তঃপুরে
ষড়যন্ত্র করি' তবে বিদ্রোহ কি
গোপনে লালন করিছে জানকী ?
বলো বলো রাম, আমি মূর্খ নারী
রাজ-নীতি বড় বুঝিতে না পারি।

রাম। ছাড়ো ব্যঙ্গ। শুন, প্রজা অযোধ্যার,
আজি একবাক্যে চাহিছে সীতার
নির্বাসন-দণ্ড।

শান্তা। এই মাত্র ? তাই ?
—কোন্ অপরাধে শুনিতে কি পাই ?

রাম। জানি না ভগিনী—আমি কোন্ মুখে
উচ্চারিব তাহা তোমার সম্মুখে।
সেই কুৎসাবাণী অশ্রাব্য তোমার।

শান্তা। তথাপি শুনিব—কি দোষ সীতার
দেখিল তাহারা ; এই ভিক্ষা মাগি
শুনে তাহা আমি কলঙ্কের ভাগী
হই হব।—বল, করি এ মিনতি !

রাম। বলিছে প্রজারা জানকী অসতী।

শান্তা। জানকী অসতী ! ! ! মহারাজ ! সত্য !
বলিছে তাহারা ?—বাতুল।—উন্মত্ত !

—রটাইল কোন্ সুনিপুণ গুণী ?
—জানি না.হাসিব কি কাঁদিব শুনি'
এই কথা আজি ! ক্ষমা কর মোরে,
একি পরিহাস ? একি ঘুম ঘোরে
এ কোনো দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি নাকি ?
জানকী অসতী ? আরো কিছু বাকি
আছে বলিবার ? শুনিয়াছি ঠিক ?
বল তবে "সূর্য বুঝি পূর্বদিক
অস্ত যায়, উঠে পশ্চিমে ; তড়িৎ
জন্মে ভূমিতলে ; কমল কুৎসিত ;
দাহময় চন্দ্র ; স্নিগ্ধ হুতাশন।"
বলে' যাও তবে—"স্থির সমীরণ ;
চঞ্চল পর্বত ; কঠিন সলিল।"
ব'লে যাও "শুভ্র শুভ্র নহে ; নীল
তবে নীল নহে।"—সতীত্বেরই নাম
সীতা,—মহারাজ !—আমি জানিতাম।
নির্মল প্রভাতযুথিকার মত,
নক্ষত্রের মত পবিত্র ; নিয়ত
পতি মাত্র ধ্যান—সে সীতা অসতী ! ! !
জানি না কি ভ্রমে তুমি রঘুপতি
পড়িয়াছ আজি। এই কুৎসাবাণী,
ক'রেছ বিশ্বাস ?—মহারাজ জানি,

রাজ-নীতি নহে কার্য রমণীর ;
প্রশ্ন করা তর্ক করা নহে।—ধীর
নীরব সহিষ্ণু সম বসুন্ধরা,
রমণীর কার্য শুদ্ধ সহ্য করা।
মিথ্যা গ্লানি নিত্য বিপক্ষে তাহার
এই বিশ্বময় হ'তেছে প্রচার।
তার কার্য নহে তাহে কর্ণপাত।
তাহার কর্তব্য বিপক্ষ আঘাত
বক্ষ পেতে লওয়া। সে শুদ্ধ করিবে
সেবা স্নেহ ভক্তি ; অকাতরে দিবে—
পায় কিম্বা নাহি পায় প্রতিদান,
লক্ষ্য নহে তার। রমণীর প্রাণ
অনেক সহিতে পারে বটে, তবু
তারো সীমা আছে, শেষ আছে কভু।
যদি পায় পদে উৎসর্গিয়া প্রাণে
বক্ষে পদাঘাত, প্রেম প্রতিদানে
নির্বাসন, দয়াপ্রতিদানে পৃষ্ঠে
ছুরিকা আঘাত তাহার অদৃষ্টে ;
সারল্যের বিনিময়ে কপটতা,
বিশ্বাসের বিনিময়ে কৃতঘ্নতা ;
তাহাও সহিতে হইবে নীরবে,
নিত্য, বিশ্বময়, মহীপতি!—তবে

এই দণ্ডে নারীজাতি এ জগতে
লুপ্ত হ'য়ে যাক বিশ্বপৃষ্ঠ হ'তে।

কৌশল্যার প্রবেশ

কৌশল্যা। বাছা রাম!
রাম। মা মা তুমি যে এখানে?
কৌশল্যা। যে দারুণ কথা শুনিলাম কানে
কেমনে রহিব স্থির অন্তঃপুরে
প্রাণাধিক। তুই কি রাজবধূরে
রাজ্যের লক্ষ্মীরে দিবি বনবাস
এ কি সত্য বাছা?
রাম। সত্য মা।
কৌশল্যা। বিশ্বাস
করিব এ কথা? তুই ন্যায়বান্,
সে যে তোরে জানি আপনার প্রাণ
হ'তে ভালবাসে। রাজার দুহিতা,
রাজার গৃহিণী, অভাগিনী সীতা,
মোর ঘরে এসে পায় নাই সুখ;
তার প্রতি শেষে তুইও বিমুখ?
শোন্ বাছা রাম!
রাম। জননি তুমিও—?
কৌশল্যা। রাম কথা রাখ্। প্রাণাধিক প্রিয়
বৎস, কথা রাখ্। নহিস্ অবোধ,

ছাড়্ এ সংকল্প, রাখ্ অনুরোধ।

রাম। তুমিও করোনা অনুনয় মাতা
পারিব না তাহা রাখিতে।

কৌশল্যা। বিধাতা
সাক্ষী, আমি ইহা করিতে দিব না।
জীবিত থাকিতে।

রাম। হায় বিড়ম্বনা!

কৌশল্যা। তুই ন্যায়বান্ তুই ধর্ম্মনিষ্ঠ—

রাম। জানোনা মা ইহা মহর্ষি বশিষ্ঠ-
আদেশ—

কৌশল্যা। হউক বশিষ্ঠ আদেশ
ইহার পালনে নাহি ধর্ম্মলেশ।
এ নহে উত্তম, ন্যায়পর কাজ।
এ কার্য হইতে দিব নাক আজ।

রাম। সত্য করিয়াছি—

কৌশল্যা। আমিও কি সত্য
করি নাই তোরে এ পাপ উন্মত্ত
আত্মঘাতী কাজ করিতে দিব না?

রাম। মা মা, স্থির হও, কর বিবেচনা।

কৌশল্যা। করিয়াছি। ইহা দিব না করিতে।
—মাতৃআজ্ঞা চেয়ে তোর কি'নীতিতে
গুরু-আজ্ঞা বড়?—কে তোরে জঠরে

ধ'রেছিল রাম? কে তোর অধরে
দিয়াছিল কথা? স্নেহে বক্ষে ধরি'
কে পালিয়াছিল দিবস শর্বরী?
গুরু না জননী?—একবার তবে
গুরুর আজ্ঞাটি উল্লঙ্ঘিতে হবে
মায়ের আজ্ঞায়। প্রথম ও শেষ
এ আমার ভিক্ষা—গুরুর আদেশ
এর চেয়ে বড়?—দেখ্ সীতা লাগি'
মাতা তোর আমি আজ ভিক্ষা মাগি—
—দিবিনে?

রাম। মা মা মা কি করিলে আজ!
তুমি ভূমে, আর আমি মহারাজ
হ'য়ে বসে' আছি নিজ সিংহাসনে?
হারায়েছি জ্ঞান?—সজল নয়নে,
তুমি ভিক্ষা চাও, আমি দিব না তা?
হউক তোমার ইচ্ছা পূর্ণ, মাতা।
তুমি পূজ্য মাতা, তুমি পদতলে,
মলিন, ধূসর, নয়নের জলে,
ভিক্ষা মাগো, আমি উচ্চে বসি' আর
বলিব "দিব না?"—জননী আমার!
সত্য ভঙ্গ হোক্, ভস্ম হোক্ রাম;
মা তোমার হোক্ পূর্ণ মনস্কাম।

কৌশল্যা। দীর্ঘজীবী হও প্রাণাধিক! আর
কি বলিব বৎস! বৃদ্ধ কৌশল্যার
এই আশীর্বাদ—এ অমূল্য রত্নে
রাখিস্ হৃদয়ে চিরদিন যত্নে।

প্রস্থান

শান্তা। আমি যাই এই—শুভ সমাচার
অন্তঃপুরে লয়ে'। ঘুচিল সবার
সকল আশঙ্কা।

প্রস্থান

রাম। পূর্ণ মনস্কামে
চলে' যাও সব, ছেড়ে যাও রামে।

সকলের প্রস্থান

রাম। কি ক'রেছি আমি দেখি, বুঝি দেখি।
ভাঙ্গিয়াছি সত্য।—দেখি দেখি, একি!
করিয়াছি ভঙ্গ স্বীয় অঙ্গীকার।
অচিরে এ কথা জানিবে সংসার।
'সত্য ভাঙ্গিয়াছে রাম নরপতি!'
দূর ভবিষ্যতে অজাত সন্ততি
সূর্যবংশে—দিবে সহস্র ধিক্কার—
'ভেঙ্গেছিল রাম সত্য আপনার';
—যে সত্যরক্ষায় রাজা দশরথ
ত্যজিল জীবন—হাসিবে জগৎ।

স্বর্গে দেবগণ দেখি' এই পণ্ড
লজ্জায় রক্তিম ফিরাইছে গণ্ড।
রক্ষা কর স্বর্গে দেবগণ সবে
সত্যভঙ্গকারী দুর্ভাগ্য রাঘবে।

জানু পাতিয়া প্রার্থনা

সীতার প্রবেশ

সীতা। প্রাণেশ্বর!
রাম। প্রিয়তমে!
সীতা। একি? তুমি
পরিপাণ্ডু বিকম্পিতদেহ ভূমি-
বিলুণ্ঠিত প্রিয়তম! উঠ।
রাম। সতি!
স্পর্শ করিও না। তুমি পুণ্যবতী,
আমি পাপী। নাহি এ পাপের সীমা।
আমি আনিয়াছি কলঙ্ককালিমা
ইক্ষ্বাকুর বংশে।
সীতা। শুনিয়াছি সব।
উঠ প্রাণেশ্বর!—জীবনবল্লভ!
সর্বস্ব আমার! সম্ভব কি তাও?
সীতার কারণে তুমি ব্যথা পাও,
প্রাণাধিক?—উঠ তব যশ পুণ্য
রহিবে অটুট, রহিবে অক্ষুণ্ণ;

পিতৃসত্য তুমি রেখেছিলে প্রভু ;
আমিও রাখিব পতিসত্য। কভু
মলিন না হবে তব পুণ্যরশ্মি
সীতার কারণে। উঠ হে যশস্বী !
এই বক্ষ পাতি' দিব হাসি মুখে,
তুমি দলি' তাহে চলে' যাও সুখে
যশের মন্দিরে। তোমারে উদ্বিগ্ন
দেখিবে বসিয়া সীতা ! সীতা বিঘ্ন
তোমার সুখের !—চিন্তা কর দূর ;
ছেড়ে যাব আমি এ অযোধ্যাপুর।

রাম। এখনো বাহির হয় নাই প্রাণ ?
আমি কি পিশাচ ? আমি কি পাষাণ ?

সীতা। উঠ নাথ তবে, তব হাসিমুখ
দেখে যাই—ইচ্ছা শুধু এই টুক।—

রাম। একি ঘোর বাত্যা ?—নয়নের পাশে
একি অন্ধকার ঘনাইয়ে আসে।
কল্লোলে সমুদ্র বক্ষের ভিতর।
সীতা কোথা তুমি ? সীতা !—

সীতা। (রামকে বক্ষে করিয়া) প্রাণেশ্বর।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বাল্মীকির তপোবন। কাল—অপরাহ্ন

সীতা ও বাসন্তী

(দূরে তাপস বালক-বালিকাদিগের গীত)

এই সব—হে অসীম হে ব্যোমবিহারী
দেবব্রহ্ম !—এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমারি
খণ্ডরূপ। মহাশূন্য অব্যয় অক্ষয়
তোমারি জ্যোতিতে কাঁপে।—মহাশক্তিময় !—
তোমারি শক্তিতে ঘুরে প্রদীপ্ত আকাশে
বিক্ষিপ্ত বিপুল পৃথ্বী। তোমারি নিঃশ্বাসে
প্রশ্বসে অসীম বিশ্ব। নিত্য নিভে জ্বলে
কোটি সূর্য কোটি চন্দ্র তব পদতলে।
আসে যায় রাত্রি দিবা নিত্য। নৃত্য করি
আবর্তে বসন্ত বর্ষা ধরণী উপরি।
গভীর গর্জনে বজ্র তোমারি মহিমা
নির্ঘোষে। তোমারি সৌম্য নম্র মধুরিমা
সুগন্ধ কুসুমে হাসে। তুঙ্গ শৈলশির,
উচ্চ সানু, ঘন নীল জলধি গম্ভীর,
নির্মল নির্ঝরকান্তি, ভূকম্প, ঝটিকা,

ধীর স্নিগ্ধ মলয়, মাধুরী মাধবিকা,
দুর্ভিক্ষ উলঙ্গ, শস্যশ্যামলতাছবি,
মনুষ্য, পতঙ্গ, কীট, নগর, অটবী,
ক্রোধ, স্নেহ, সুখ, দুঃখ ;—এ নিখিল ভূমি—
সর্ববিশ্বে সর্বভূতে—বিরাজিত তুমি।

সীতা। কি মধুর! স্তম্ভিত জলদমন্দ্র সম
শান্ত গীতধ্বনি। স্নিগ্ধ তপ্তপ্রাণ মম
আকণ্ঠ করিয়া পান এ স্বর্গীয় সুধা,
যায় ক্লেশ, ক্লান্তি, সর্ব তৃষ্ণা, ক্ষুধা ;
বল পাই দুর্বল হৃদয়ে—

বাসন্তী। অভিরাম
সৌম্য মধুময় দিদি এই বনগ্রাম ;—
স্নিগ্ধ কান্ত অতি শান্ত চির পুণ্যভরা ;
এর জন্য শুষ্ক রাজ্যভোগ ত্যাগ করা
নহে সুকঠিন।

সীতা। —হায় পঞ্চবটী বনে
থাকিতাম যবে বোন্ প্রিয়তম সনে—

বাসন্তী। সে কথা স্মরিয়া কাজ নাই—যাও ভুলি'।
এই দেখ কুরঙ্গিণী গর্বে শৃঙ্গ তুলি'
খেলা করে বৎসসনে—আহা কি সুন্দর!
শুনিছ না অবিশ্রান্ত নদীকুলুস্বর
ওই দূরে ?—আশ্চর্য, ও বটশাখামূল

চুম্বে ধরা। কি সুন্দর ও বিহঙ্গকুল!
এই পল্লবিত কুঞ্জ দেখ কি সুন্দর;
ওই খর্ব গিরিশৃঙ্গ বড় মুগ্ধকর,
ও তরঙ্গায়িত ক্ষেত্রে।

সীতা। কি দেখিব সখি!
কি দেখিব লো বাসন্তী,—যে দিকে নিরখি,
নিরখি সে একই দৃশ্য—রাঘবের মুখ;
মনে জাগে শুধু সখি সে অতীত সুখ,
তাঁর চিন্তা তাঁর ছবি রহে চক্ষে ভাসি';
জানিস্ কি লো বাসন্তী, কত ভালোবাসি
নাথে মোর?—রাখিয়াছি চাপি' এই ক্ষুদ্র
বক্ষে মোর ক্ষুব্ধ এক উত্তাল সমুদ্র;
শৃঙ্খলিত করিয়াছি মোর সব সাধ
শুষ্ক তপস্যায়; তবু ভেঙে যায় বাঁধ
অসতর্ক মুহূর্তে কখনো;—জেগে ওঠে
ঘুমন্ত সে প্রেম; রুদ্ধ অশ্রুবারি ছোটে,
উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে। বোন্ তোর নিদ্রাহীন
ব্যগ্রতা, আগ্রহ, মোরে ঘিরে নিশি দিন
আছে লো।—এ দুঃখ বক্ষে শেল সম বাজে—
আমি নিজে অভাগিনী, যাহাদের মাঝে
এসেছি তাদেরও লই টানিয়া আমার
দুঃখের আবর্তে।

বাসন্তী। দিদি হাসে কি সংসার
যবে মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্র?—হাসে কি যামিনী?
ভুলে যাও—সেই সব কথা সুহাসিনী!
আমরা তাপসী দিদি, প্রণয়ের কথা
—অলীক দুঃস্বপ্ন বাতুলের বাতুলতা।
দেখি কোথা কুশীলব।

প্রস্থান

সীতা। কম্র সন্ধ্যা আসে;
জগৎ রঞ্জিত স্বর্ণবর্ণে; নীলাকাশে
মেঘখণ্ড নাই; স্তব্ধ মুগ্ধ অরণ্যানী
চাহে অনিমেষনেত্রে, তুলি' মুখখানি
আকাশের পানে; বিশ্ব নিষ্কম্প, নীরব,
মগ্ন অর্চনায়।—সেই সব, সেই সব,
যেরূপ সুন্দর শান্ত পঞ্চবটী বন।
কোথা তুমি কোথা তুমি হৃদয়ের ধন,
প্রিয়তম!—কোথা তুমি?—পারিনা যে আর
নিরুদ্ধ করিতে অশ্রু নয়নে আমার।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজসভা। কাল—প্রাহ্ন

রাম ও লক্ষ্মণ

রাম। গিয়াছে ভরত রাজ্য ছাড়ি' আজি প্রিয়বর!—দূরে
গিয়াছে মাণ্ডবী সঙ্গে। গিয়াছে শত্রুঘ্ন মধুপুরে।
শূন্য রাজ্য! শূন্য এ প্রাসাদ।—শুদ্ধ দেবতার মত
সৌমিত্রি!—প্রগাঢ় প্রেমে আছো রামে ঘেরিয়া সতত।

কতিপয় ঋষি সহ বশিষ্ঠের প্রবেশ

বশিষ্ঠ। দাক্ষিণাত্য হ'তে মহারাজ, এই ঋষি কয়জন
আসিয়াছে অভিযোগ করিতে তোমারে নিবেদন।

রাম। ভাগ্যবান্ আমি দেব!—পবিত্র অযোধ্যা, আজি তায়;
পুণ্য এ প্রাসাদ আজি ঋষিদের চরণ ধূলায়।—
ঋষিগণ! আজি কোন্ গরিষ্ঠ আদেশে রামে আজ
করিবেন ধন্য?

বশিষ্ঠ। কি বক্তব্য ঋষিগণ?

১ম ঋষি। মহারাজ!
মৃত পুত্ররত্ন মোর।—

রাম। তারে বাঁচাইতে হবে মুনি?
সঞ্জীবনীমন্ত্র নাহি জানি ঋষি!

বশিষ্ঠ।　　মহারাজ! শুনি
দক্ষিণে শৈবলপতি শূদ্ররাজ শম্বুক সম্প্রতি
করিছে তপস্যা, বেদপাঠ, ধর্মকর্ম, নরপতি,
—অশাস্ত্রীয় কাজ। তাই এই দুর্ঘটনা, অত্যাচার।

রাম। কি করিব গুরুদেব?

বশিষ্ঠ।　　প্রাণদণ্ড বিধান তাহার।

লক্ষ্মণ। শাস্ত্রচর্চা অশাস্ত্রীয়?

বশিষ্ঠ।　　হাঁ, শূদ্রের।

লক্ষ্মণ।　　অশাস্ত্রীয় যাগ?

বশিষ্ঠ। হাঁ, শূদ্রের।

রাম।　　যথা আজ্ঞা তাহাই করিব মহাভাগ!
যাইব দণ্ডকে নিজে সসৈন্যে।

ঋষিগণ।　　ভূপতি জয় হোক্,
দূরে যাক্ অকল্যাণ। দূরে যাক্ সর্ব দুঃখ শোক।

ঋষিগণের সহিত বশিষ্ঠের প্রস্থান

রাম। দাক্ষিণাত্যে! সেইখানে পঞ্চবটীবন। সেইখানে
যাপিয়াছি জীবনের প্রভাত। জীবন অবসানে
একবার সেইস্থান দেখিতে বাসনা প্রিয়বর!
মনে পড়ে সেই পঞ্চবটী?

লক্ষ্মণ।　　জাগে নিত্য, নিরন্তর,
অন্তরে সে কথা আর্য! স্মরণে জাগিবে আজীবন।

রাম। পুণ্যস্মৃতিময় স্থান বৎস, সেই পঞ্চবটীবন;

আমি যাব তীর্থস্থানে। যাবে বৎস ?

লক্ষ্মণ। সেই অভিলাষ
আমারও অন্তরে জাগে নিয়ত।

রাম। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) লক্ষ্মণ ! অবকাশ
হইল না দেখাইতে কৃতজ্ঞতা কভু প্রিয়বর,
দেখাইতে অন্তরের স্নেহ। বন্ধু তোমার অমর
অক্ষয় অনন্ত কীর্তি—চিরদিন ঘোষিবে জগৎ ;—
তোমার পবিত্র প্রীতি,—তোমার বিশাল সুমহৎ
চরিত্র, তোমার অনুপম স্বার্থত্যাগ—যেইদিন
শক্তিশেল বাজিল তোমার বক্ষে ; প্রবাহিল ক্ষীণ,
ক্ষত হতে রক্তস্রোত, দেখিয়াছিলাম অন্ধকার
চক্ষে মোর। সেইদিন তুমি ভাই, বুঝেছি আমার
প্রাণাধিক ;—সেইদিন বুঝেছি আমরা অবিচ্ছেদ ;
সেইদিন জেনেছি সংসারসিন্ধুহৃদয়ে, অভেদ
আমরা যুগলযাত্রী একতরীক্রোড়ে আজীবন।
চল বৎস—এইক্ষণে অন্তঃপুরভবনে লক্ষ্মণ !

নিষ্ক্রান্ত

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—ভরতের মাতুলালয়। কাল—সায়াহ্ন

ভরত ও মাণ্ডবী

মাণ্ডবী। পঞ্চবটীবনে? কেন পুনর্বার?

ভরত। যুদ্ধ করিবারে।—এই মাত্র তাঁর
আসিয়াছে দূত। করিয়া মিনতি
লিখেছেন এক পত্র রঘুপতি,
আহ্বান করিয়া আমারে অচিরে
যাইতে আবার অযোধ্যায় ফিরে।
—কি করি মাণ্ডবী, বল।

মাণ্ডবী। দেখি পত্র।

ভরত। এই দেখ। এই কতিপয় ছত্র।
কতিপয় ছত্র পত্রে—বটে সত্য,
কিন্তু বিকাশ কি চরিত্র মহত্ত্ব,
কি কর্তব্যনিষ্ঠা, কি নিগূঢ় ব্যথা,
কি সংযম, ধৈর্য, স্তব্ধ বিশালতা,
এই ক্ষুদ্র পত্রে। এই পত্রে কভু
সীতার উল্লেখ মাত্র নাই। তবু
দেখিছ এ ক্ষুদ্র লিপির ভিতরে
প্রতিছত্রে সীতা; প্রত্যেক অক্ষরে

সীতা ; অক্ষরের প্রতি ব্যবধানে
সীতা।

মাণ্ডবী। (পাঠ সমাপ্ত করিয়া) তবু তাঁরি নিষ্ঠুর বিধানে
নির্বাসিতা সীতা।

ভরত। জানি !—মনে পড়ে
সেই দিন। সেই দিবা দ্বিপ্রহরে
সেদিন বৈদেহী—সঙ্গে ম্লান, মৌন
সৌমিত্রি—অযোধ্যা ছাড়ি' অতি গৌণ
নিঃশব্দ সশঙ্কগতি পুষ্পরথে,
চড়ি' চলিলেন বনে। রাজপথে
জনারণ্য। রাণী উপরেছে হেন
লক্ষ কৌতূহলদৃষ্টি—হায় কেন
পড়িল না ভাঙি' শতধা বিদীর্ণ
ধূসর আকাশ সেই জনাকীর্ণ
রাজপথে, পুষ্পরথের উপরে,—
রক্তিম লজ্জায় ? প্রিয়ে ! মনে পড়ে
ঘন সমুত্থিত মেঘমন্দ্রে রব—
"ধন্য ধন্য প্রজারঞ্জক রাঘব,"
যেন উপহাসচ্ছলে। জানকীর
মুখে দিব্যভাতি, সমুন্নত শির
শান্ত সৌম্য গর্বে, স্ফীত বক্ষঃস্থল
আত্মোৎসর্গসুখে।

মাণ্ডবী। হায় কি বিরল
অসীম গভীর প্রেমের সমুদ্র ;
অনন্ত অটল নির্ভর ;—সে ক্ষুদ্র
অমূল্য অতুল হৃদয় ভিতরে—
কে বলিবে ?—আর্যপুত্র ! মনে পড়ে।
হেন অত্যাচার হেন অবিচার
হেন নিষ্ঠুরতা কখন কাহার
ভাগ্যে ঘটে নাই।—অভাগিনী সতী—
ভরত। কোন মহাভ্রমে ভ্রান্ত রঘুপতি।
প্রধান ভ্রম যে অভ্রান্ত বশিষ্ঠ।
দ্বিতীয় ভ্রমটি—এ কর্তব্যনিষ্ঠ
মূঢ় নিশ্চিন্ততা। আমি জানি প্রিয়ে !
তাঁর হৃদয়ের বিশালতা : কি এ
ক্ষতযন্ত্রণার অসীম অব্যক্ত
তীক্ষ্ণ ব্যথা। প্রিয়ে হৃদয়ের রক্ত
দিয়ে লেখা এই পত্র।
মাণ্ডবী। অযোধ্যায়
যাবে আর্যপুত্র ?
ভরত। তাহাই তোমায়
জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।
মাণ্ডবী। যাও,
আমি যাইব না। আমি বুঝিনা ও

রামের মহত্ত্ব, রামের করুণা,
রামের যন্ত্রণা। শেষ দেখা শুনা
হ'য়ে গেছে মোর সেই পত্নীঘাতী
রাঘবের সঙ্গে।—হায় নারী জাতি!

ভরত। তুমি যাইবে না যদি—অনুগামী
স্বতঃই তোমার এ সম্বন্ধে আমি।
লিখে দেই তবে অযোধ্যাপতিরে,
যাইব না মোরা অযোধ্যায় ফিরে।

নিষ্ক্রান্ত

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—পঞ্চবটীবন। কাল—সায়াহ্ন

রাম ও লক্ষ্মণ

রাম। এই সেই স্থান; সেই নিত্য অভিরাম
অক্ষয় স্মৃতির মঠ; সেই পুণ্যধাম
পঞ্চবটী।—ওই সেই কল-হাস্যময়ী
স্নিগ্ধ গোদাবরী। দূরে মেঘসম ওই
ধূম্র স্তব্ধ নীলাচল। তার পদতলে
সেই ঘন শ্যামল অটবী।

লক্ষ্মণ। এই স্থলে
ছিল সে কুটীর।
রাম। সত্য। এই পল্লবিত
পঞ্চবট তলে। তারে ঘেরিয়া থাকিত
বন স্নিগ্ধঘনচ্ছায়। এই পঞ্চবট
ছিল নদীতীরে ; কিন্তু আজি নদীতট
সরিয়া গিয়াছে। চল অগ্রসর হই।—
(অগ্রসর হইয়া) এই স্থান, ঠিক এই স্থান বটে।—ওই
সেই দীর্ঘ তালকুঞ্জ। বৎস ! মনে পড়ে
প্রথমতঃ ওই তালকুঞ্জের ভিতরে
দেখি স্বর্ণমৃগে ? মৃগে নিহত করিয়া
ফিরিতেছিলাম ওই বৃক্ষ শ্রেণী দিয়া,
তোমার সাক্ষাৎ ঠিক এই স্থানে পাই।
লক্ষ্মণ। সত্য আর্য ! মূঢ় আমি, একাকিনী তাই
আসিলাম রাখিয়া দেবীরে অসহায়া ;—
রাম। কি করিবে তুমি ! সব রাক্ষসের মায়া ;
বৃথা ক্ষোভ। কে খণ্ডিবে নির্বন্ধ বিধির।
চল অগ্রসর হই।—(অগ্রসর হইয়া) এই নদীতীর,
এই সেই পুণ্যবতী নদী গোদাবরী
তেমনি মধুর কল্লোলিনী, মুগ্ধকরী
নীল স্বচ্ছবারি !—মুগ্ধে সুন্দরি তটিনি !—
চিরহাস্যময়ি, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ অভ্র জিনি'

উজ্জ্বলচঞ্চলনীলাপাঙ্গি!—ব'য়ে যাও
এমতি হরষে চিরদিন। গাও, গাও,
এমতি মধুর, ক্রীড়াময়ি! যেন কভু
নাহি ভঙ্গ হয় ওই সুখগীতি।—তবু
সুখী হই বৎসে, দেখি' তোমারে সুখিনী,
একদিন তোমার কল্লোলে, কল্লোলিনি!
মিশিত আমার গীত। হায় একদিন
উভয়ের সুখস্বপ্ন হ'য়েছিল লীন
বিজড়িত এক সঙ্গে। ভেঙেছে আমার
সে স্বপ্ন। তোমার নাহি ভাঙ্গে যেন।
আর
তুমি নীলগিরি! মৌন নিত্য মনোরম
অভ্রভেদী শৈলবর! আছ কালসম
ঘটনার স্রোত পার্শ্বে তুলি' তুঙ্গ শির,—
অটল নির্ম্মম দৃঢ়। থাক দৃঢ় স্থির
এই মত। তবু পাই সান্ত্বনা অন্তরে,
তবু দেখি আছে কিছু বিশ্ব চরাচরে,
জীবনের উত্থান ও ধ্বংসের উপরি,
সত্য, মিথ্যা, সুখ, দুঃখ সব তুচ্ছ করি,'
দাঁড়াইয়া এক ভাবে।
অগ্রসর হই,
চল বৎস! বেতসীসংলগ্ন দেখ ওই

শুভ্র সুশীতল রম্য সেই শিলাতল
তরঙ্গবিধৌতপদ সেই রম্য স্থল,
নির্মেঘ উষায় নিত্য সীতা যাহে গিয়া,
অবতীর্ণ উষা সম থাকিত বসিয়া,
দেখিত দাঁড়ায়ে ধূম্র নীলাচল সীমা-
পতিতবিভগ্নস্বর্গউচ্ছাসগরিমা।
—চল অগ্রসর হই। কে গায় না দূর
বনান্তরে? কি, রমণী-কণ্ঠ সুমধুর!

নেপথ্যে গীত

কি গভীর, কি করুণ, মর্মস্পর্শী কিবা!
শিবিরে ফিরিয়া চল। অবসান দিবা।

নিষ্ক্রান্ত

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—শৈবল রাজের আশ্রম। কাল—প্রভাত

বৃক্ষতলে শূদ্রক ও শূদ্রক-পত্নী ; দূরে রাম লক্ষ্মণ ও সৈন্যত্রয়

রাম। সৌম্যগৌরমূর্তি, দিব্য, শুভ্রকেশ, উন্নতললাট,
দীর্ঘশ্মশ্রু, কে ও বটবৃক্ষতলে, করিতেছে পাঠ
সুগম্ভীর সামগান?—মুগ্ধা শ্যামা পদপ্রান্তে পড়ি'

চাহিয়া বিস্ময়ভক্তিভরে, ও কে তরুণী সুন্দরী,
শুনিছে স্বর্গীয় গাথা ?—চল বৎস। অগ্রসর হই !
দাঁড়াও এখানে !—দেখি। কি সুন্দর দৃশ্য ! দেখ ওই
ঋষির পবিত্র মূর্তি, মুগ্ধ মগ্নদৃষ্টি তাপসীর
নিবিষ্ট তাপস মুখে, অটল নির্ভর ভরা, স্থির
গভীর বিশ্বাসভরে।

শূদ্রক। (চাহিয়া)
কে ? পান্থ ?

লক্ষ্মণ। আমরা পান্থ বটে।

শূদ্রক। পবিশ্রান্ত ?

লক্ষ্মণ। সত্য ঋষি পরিশ্রান্ত।

শূদ্রক। ওই নদী-তটে
আমার আশ্রম। প্রিয়ে লয়ে' যাও আশ্রম ভিতরে
এ অতিথিদ্বয়ে। আমি যাইতেছি ক্ষণকাল পরে।

রাম। কাহার আতিথ্যগ্রাহী ভাগ্যবান্ আমরা হে ঋষি ?

শূদ্রক। আমি ঋষি নহি ; রাজা শূদ্রক ; ও আমার মহিষী
এ রমণী রত্ন।

রাম। তুমি শূদ্রক ?

শূদ্রক। হাঁ।

রাম। তুমি তপোরত
শূদ্ররাজ ? ক্ষমা কর। তোমার আতিথ্য আপাতত
গ্রহণ করিতে নহি সমর্থ ভূপতি।—

শূদ্রক। কেন ?

রাম। আমি

—কি বলিব, শূদ্ররাজ ! রামচন্দ্র, অযোধ্যার স্বামী।—

শুনিয়াছ নাম ?

শূদ্রক। শুনিয়াছি—

রাম। আমি রামচন্দ্র। আজ

আসিয়াছি দণ্ডকে তোমার অন্বেষণে।

শূদ্রক। মহারাজ !

ধন্য হইলাম আমি। চল যথাসাধ্য, যথারীতি,

করিব আতিথ্য। চল মদাশ্রমে হে রাজ-অতিথি।

রাম। আসি নাই, শূদ্ররাজ ! প্রিয়কার্যে, আজি তব দ্বারে,

মিত্রভাবে। আসিয়াছি শত্রুভাবে, যুদ্ধ করিবারে।

শূদ্রক। কি হেতু ? কি অপরাধে অপরাধী আমি রাজপদে,

জানিতে কি পারি ?

রাম। এই অপরাধ—মত্ত মোহমদে

করিয়াছ শাস্ত্র অপমান।

শূদ্রক। অপমান ! পরিহরি'

রাজ্যভোগ, করিয়াছি শাস্ত্র চর্চা এতদিন ধরি'

তার অপমান কভু করি নাই মহারাজ !

রাম। জানি,

কিন্তু শাস্ত্রে শূদ্রের অনধিকার জানো নাকি ?

শূদ্রক। মানি,

বিপ্রের বিধানে বটে, বিপ্রাধীন রাজাদেশে বটে।
শুনিবে নব বিধান তবে রাম আমার নিকটে?—
কার সৃষ্টি বিপ্রক্ষত্রবৈশ্যশূদ্রভেদ নরোত্তম!
কার সৃষ্টি মনুষ্য ও পশুভেদ?—কোন্‌টি প্রথম?
কোন্ সৃষ্টিকর্তা বড়?—ব্রহ্মা না ব্রহ্মার সৃষ্ট নর?
—দেবকর্তা বিপ্র? না বিপ্রের কর্তা অনাদি ঈশ্বর?
করো যদি জাতিভেদ করো ঐশ নীতি অনুসরি'।
সিংহও হয় না বৃষ, বৃষভও হয় না কেশরী;
কুক্কুর হউক বুদ্ধিমান্, তবু সে ঘৃণ্য কুক্কুর।
উন্মাদ মনুষ্যে কিন্তু নাহি হয় মনুষ্যত্ব দূর!
শূদ্রের সম্ভব সমবিদ্যাবুদ্ধিন্যায়ধর্মমতি;
ব্রাহ্মণ হইতে পারে শূদ্রের অধম হেয় অতি।
তথাপি সে শূদ্র শূদ্র, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ আজীবন—
আজীবন কেন? বংশপরম্পরা।—মহাত্মন্!
এ নিয়ম স্বাভাবিক?—এ নিয়ম লাঞ্ছনা বিধির,
মহারাজ! রচিয়াছে যে ক্ষমতা বিপ্র, প্রকৃতির
বিধি তুচ্ছ করি', তাহা হ'য়ে যাবে ধূলায় বিলীন,
উর্ধ্বভিত্তি নিম্নচূড় মন্দিরের মত এক দিন।

রাম। শূদ্ররাজ! সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, কি একান্ত ভ্রম
হোক্, ভাঙ্গিয়াছ তুমি পালনীয় রাজার নিয়ম;
দণ্ডযোগ্য তুমি।—

শূদ্রক। যদি দণ্ডযোগ্য আমি মহারাজ!

ভাঙ্গিয়াছি যদি রাজবিধি, তবে দণ্ড দাও আজ !
ভারতসম্রাট্ তুমি, ক্ষুদ্র নরপতি মাত্র আমি !
কিন্তু ভেবে দেখ চিত্তে, অপরাধ, অযোধ্যার স্বামী !
দ্বন্দ্ব হত্যা করি নাই, করি নাই চৌর্য, ব্যভিচার।
সংসারকলুষচিন্তাজর জর অন্তর আমার
ফিরায়েছি অনন্তের পানে, সেই পরব্রহ্ম পানে—
সে অনাদি, সে গম্ভীর, সে অসীম নিত্য ভগবানে
ফিরায়েছি চিত্ত ; যিনি ভগবান তোমার, আমার,
ব্রহ্মাণ্ডের।—সকলের তাঁহাতে না সম অধিকার ?
শুদ্ধ বুঝি বিপ্রচিত্ত জীবনের অসারতা বুঝে ?
শুদ্ধ বুঝি তার চিত্ত বিশ্বময় ভ্রমে সত্য খুঁজে ?
শূদ্রের মস্তিষ্ক নাই ? শুদ্ধ কেন হস্ত পদ তবে
দেননি ঈশ্বর তার, দাসত্ব করিতে শুদ্ধ যবে
জন্ম তার ?

রাম। বৃথা যুক্তি শূদ্ররাজ ! নিয়ম রাজার
ভাঙিয়াছ ; শাস্তি লও, বৈধ শাস্তি প্রাণদণ্ড তার।
আত্ম-সমর্পণ করো, কিম্বা যুদ্ধ কর নরপতি,
নিয়ে এস বর্ম অসি, কিম্বা শরাসন ; কিম্বা যদি
সসৈন্যে যুঝিতে চাও, আসিও সন্ধ্যায় রণস্থলে,
আমার সৈন্যশিবির ওই দূরে ঘন বৃক্ষতলে।

শূদ্রক। যুদ্ধ রাম ? ছাড়িয়াছি বহুদিন হত্যা ব্যবসা ও
নিরস্ত্র প্রস্তুত আমি। দাও প্রাণ-দণ্ড।

লক্ষ্মণ। ছেড়ে দাও,

ক্ষমা করো মহারাজ! বৃদ্ধ ঋষিবরে নরোত্তম!

রাম। লক্ষ্মণ! বশিষ্ঠবিধি অলঙ্ঘ্য। কি করিব।

তরবারি বাহির করিলেন

শূদ্রকপত্নী। নির্মম,

নিষ্ঠুর, কঠিন, কাপুরুষ! তুমি রাবণ-বিজয়ী
বীর? তুমি ধর্মপরায়ণ? রাম ধিক্! তুমি ওই
নিরস্ত্র শরীরে অস্ত্রাঘাত তবু করিতে উদ্যত!
তবে পূর্বে বীরবর কর তার পত্নীরে নিহত।
পত্নীর সমক্ষে তার লুণ্ঠিতে ও শ্বেত বৃদ্ধ শির
উঠিছে দক্ষিণ বাহু? দেখ ওই শান্ত সৌম্য স্থির
পবিত্র আনন! পরে পার যদি করিতে ও শিরে
আঘাত, মনুষ্য তবে নও; ওই মানব শরীরে
রাক্ষসের প্রাণ।

রাম। সত্য, আমি অতি নির্মম কঠিন,
আমার হৃদয় নাই। রাজার বিচার মায়াহীন।
অনুভব করিবার নৃপতির নাহি অধিকার,—
নীরস কর্তব্য সার। স্নেহ মিথ্যা স্বপ্ন মাত্র তার।

শূদ্রকপত্নী। মহারাজ! রাজার বিচার মায়াহীন ক্ষমাহীন?
কে বলিল মহারাজ! নহে এই বিশ্ব ক্ষমাধীন!
কে পাইতে পারে মুক্তি শুদ্ধ নিজ পুণ্যবলে প্রভু!
বিচার পীড়ন—যদি ক্ষমা তাহে নাহি হাসে কভু।

তুমি মহীপতি, তুমি ক্ষত্রকুল শ্রেষ্ঠ, তুমি বীর ;
ক্ষমা কর পতিরে ! এ অনুরোধ রাখ রমণীর !

পদতলে পতন

রাম। উঠ বীরজায়া ! আমি দিতে অপারগ, যাহা চাও !

শূদ্রকপত্নী। তবুও কঠিন ! হায় কত প্রাণী হত্যা করিয়াও
রাজক্ষমা লভে ; আর পতি মোর এতই পাতকী
যে ক্ষমার যোগ্য নহে, নৃপবর ! ইহা বুঝিব কি !

শূদ্রক। মহিষী চলিয়া যাও ! তোমার কি সাজে বীর-জায়া !
এ কাকুতি এ মিনতি ? এ জীবনে এতই কি মায়া ?
এত দিনে প্রিয় শিষ্যা এই কি পাইলে শিক্ষা তবে ?
যাও ; নহে এই শেষ—জানিও আবার দেখা হবে।

শূদ্রকপত্নী। কখন না। এই বক্ষ কর পূর্বে দীর্ণ অস্ত্রাঘাতে
তার পর বধ করো, হত্যা করো ; মোর প্রাণনাথে,
নিষ্ঠুর !

রাম। শূদ্রক মহিষীরে কেহ দূরে ল'য়ে যাও।

শূদ্রকপত্নী। সাবধান ! স্পর্শ করিও না ! তাই হোক্—তবে দাও
প্রাণদণ্ড ! তাই হোক্ ! নিভে যাক্ সঙ্গীত আলোক
নিস্তব্ধ তিমিরে তবে সমক্ষে আমার ! তাই হোক্ !

রাম। প্রস্তুত শূদ্রক-রাজ !

শূদ্রক। প্রস্তুত শূদ্রক মহারাজ !

রাম কর্ত্তৃক শূদ্রকের শিরশ্ছেদ ; অদূরে শূদ্রকপত্নী
নীরবে দণ্ডায়মান

দুর্ম্মুখ-পত্নী। এ উত্তম। এ উত্তম। যাও যাও প্রভো! প্রাণেশ্বর!—
তব পুণ্যার্জিত স্বর্গধামে। আর তুমি নৃপবর
রাবণবিজয়ী বীর ভুঞ্জ চির নরকযন্ত্রণা,
নাহি পাও যেন তুমি কভু বিধাতার এক কণা
অনুকম্পা ও তপ্ত ললাটে। যাও অযোধ্যায় ফিরে—
অখ্যাতির অশান্তির, অসুখের অনন্ত তিমিরে।
তোমার প্রাসাদ হোক্ সর্পের বিবর চিরদিন,
তোমার কোমল শুভ্র পুষ্প-শয্যা—শান্তি-সুপ্তি-হীন
কণ্টকের শয্যা হোক্। যেই অগ্নি জ্বালিয়াছ আজ,
চিরদিন সে অগ্নিতে যেন দগ্ধ হও মহারাজ।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—অন্তঃপুর। কাল—মধ্যরাত্রি

রাম ও কৌশল্যা

কৌশল্যা। শান্ত হ' শান্ত হ' বৎস! এই উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস;
এই দীন শুষ্ক আঁখি; এই রুক্ষ কেশপাশ;
এই পরিপাণ্ডু মুখ এই শীর্ণ দেহ তোর;—
বড় বাজে প্রাণে বৎস! বড় বাজে প্রাণে মোর,
প্রাণাধিক;—এই দীন ধূলিধূসরিত সাজ
একি তোরে সাজে বৎস রাম!—তুই মহারাজ।

রাম। আমি মহারাজ বটে।

কৌশল্যা। বল্ কি বলিবে লোকে;
এমনি অধীর হস্ তুই যদি পত্নীশোকে,
তারা কি করিবে বৎস? তুই যদি এতটুক
ধৈর্য ধরে' না থাকিস্।

রাম। কি করিবে?—যা করুক,

কিন্তু কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করি হেন—
রামের সদৃশ কার্য করিতে হয় না যেন।
কি বলিবে ?—বলুক না, যাহা হয় অভিলাষ,
শুধু দিনান্তেও, প্রমাদেও, কিংবা উপহাস
করিতেও, যেন তারা নাহি করে রামনাম।

কৌশল্যা। কেন এই অনুতাপে নিত্য দগ্ধ হস্ রাম ?—
বিধির নির্বন্ধ এই।

রাম। বিধির নির্বন্ধ !

কৌশল্যা। তবে
ওঠ্ বৎস, ঘুমা রাম। কয় দিন দেহ রবে
নিত্য রাত্রিজাগরণে।

রাম। এখনো যে বেঁচে আছি,
এই মা আশ্চর্য ! এই দেহপাত হ'লে বাঁচি।
জাননা মা কি যন্ত্রণা, কি যে চিন্তা, জাগরূক
নিত্য বক্ষে, পারি না মা আর—ফেটে যায় বুক।
অনন্ত নির্ভর তার, অনন্ত বিশ্বাস তার,
অনন্ত সে প্রেমের কি করিয়াছি অবিচার।
বুঝি নাই—নির্বাসনক্ষণে মাতা, সে সতীর
প্রতি সে কি নৃশংসতা ; বুঝি নাই—কি গভীর
প্রেমের সে অপমান। বুঝাইয়াছিল ভাই,
ভগ্নীসহ, পড়ি' পদতলে ; তবু বুঝি নাই।
আপনি জননী তুমি, আসি' ভিক্ষা সম মাগি',

কেঁদেছিলে মোর কাছে পদতলে তার লাগি' ;
তবু বুঝি নাই। যবে হাস্যমুখে প্রাণেশ্বরী
সেই দ্বন্দ্বদ্বিধামাঝে স্নেহে দুটি হাত ধরি',
ব'লেছিল হাস্য মুখে—ধার' এই দুটি হাত—
'উঠ—আমি বনে যাই, তুমি সুখী হও নাথ' ;
তবু বুঝি নাই। মা মা, জানি না কাহার শাপে
বেঁচে আছি এ চিন্তায়, এই তীব্র মনস্তাপে।

কৌশল্যা। উপায় ত নাই বৎস, কি করিবি ?

রাম। স্নেহময়ি !
যাওগে, ঘুমাও মাতা ; নিজ পাপে দগ্ধ হই—
মন্তু কী করিবে বলো ?

কৌশল্যা। আয় ঘুমাইবি রাম।

রাম। রহিতাম জাগি' যদি ঘুমাইতে পারিতাম ?
ঘুমাইতে চাই ; ঘুম নাহি আসে, তন্দ্রা আসে ;
অমনি সীতার মূর্তি আসিয়া দাঁড়ায় পাশে,
স্থিরশুষ্কহাস্যময়ী নীরবভর্ৎসনাসমা
পাষাণ-প্রতিমা।—বিধিনির্বন্ধ ; কি করিব মা ?
তুমি যাও ঘুমাওগে।—দেহ অবসন্ন ; ভারী
নেত্রে তন্দ্রা আসে ; দেখি যদি ঘুমাইতে পারি।

নিদ্রাবস্থাপন্ন

কৌশল্যা। ঘুমায়েছে বাছা ; থাক্ ; নিদ্রার শিশির পাতে
স্নিগ্ধ হোক্ শুষ্ক আঁখি। আমি যাই শেষ রাতে

পূজাদির আয়োজনে। আমি যদি বৎস রাম,
তোর দুঃখ নিজবক্ষ পেতে নিতে পারিতাম।

প্রস্থান

রাম। না। তপ্ত নয়নে নিদ্রা আসিল না। মরুভূমে
বহে কি শীকরসিক্ত সমীর? অলস ঘুমে
চক্ষু ঢুলে আসে দেহ অবসন্ন হ'য়ে আসে;
ঘুমাইতে যাই,—কিন্তু অকস্মাৎ কি হুতাশে
হুহু করে' উঠে প্রাণ, মর্মে তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধে
বৃশ্চিকদংশনযন্ত্রণায়। ঘুমাইব?—হৃদে
জেগে ওঠে সীতামূর্তি, অমনি, বিশুষ্ক হিম
নিষ্করুণ ভৎর্সনায়,—গভীর অপরিসীম
বিষাদের কুজ্ঝটিকা অন্তস্থল হ'তে উঠে
অনুতপ্ত হতাশায়। তপ্ত রক্তস্রোত ছুটে
স্ফীত ধমনীতে।—
ক্ষমা চেয়ে ন্যায় শ্রেষ্ঠতর?
শান্তি চেয়ে চিন্তা বড়? মুক্তি চেয়ে যুক্তি বড়।
কি উচিত অনুচিত, আপনি মধুর মন্ত্রে
কহে না বিবেক?—
হায় কি তর্কের ষড়যন্ত্রে
দিয়াছি সীতারে নির্বাসন—ভ্রম। ভ্রম। ভ্রম।
যার জন্য এত যুদ্ধ, এত চিন্তা, পরিশ্রম,
দিয়াছি তাহারে এত শীঘ্র অনায়াসে ছিঁড়ে

বক্ষ হ'তে।—
হয়ত বা তাহারে পাইব ফিরে।
—মূঢ় আশা! হারায়েছি জাগ্রত দিবস যারে,
তাহারে কি পাব খুঁজে সুষুপ্তির অন্ধকারে?
মনে পড়ে আজি শূদ্রমহিষীর তিক্ত বাণী
"শয্যা মম হবে কণ্টকের"।—হায় নাহি জানি
কোন্ অপরাধে শূদ্রনরপতি সাধুশিষ্ট,
সংযত, নিরীহ ঋষি, নির্বিরোধী, ধর্মনিষ্ঠ;—
কোন্ অপরাধে শাস্তি নিষ্ঠুর দিয়াছি তার?
ধর্মের, পুণ্যের, শেষে প্রাণদণ্ড পুরস্কার?
কর্তব্য কি অকর্তব্য আজি, ন্যায় কি অন্যায়,
সত্য মিথ্যা, ধর্মাধর্ম সব চূর্ণ হ'য়ে যায়,
সন্দেহের পদাঘাতে।—তন্দ্রায় আবার একি
চক্ষু ঢুলে আসে। যদি ঘুমাইতে পারি, দেখি।

পুনরায় নিদ্রাবস্থাপন্ন

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজসভা। কাল—প্রভাত

রাম ও বশিষ্ঠ

বশিষ্ঠ। প্রতাড়িত রক্ষঃ ; প্রসারিত রাজ্য ; আসমুদ্র হিমালয়,
উত্তরে দক্ষিণে পূরব পশ্চিমে, "জয় রাঘবের জয়"
গাইছে গম্ভীর সর্বজন, করি' বিকম্পিত দশ দিক্ ;
তাপস নির্বিঘ্নে করে তপ ; শাস্ত্রী শাস্ত্র চর্চা ; রাজসিক
কার্য করে ক্ষত্র ; দস্যুভয়হীন বৈশ্য -- বাণিজ্য ও কৃষি।
শূদ্র—দ্বিজ-সেবা। তুষ্ট, নিরাপদ—ভৃত্য, গৃহী, যোদ্ধা, ঋষি
থেমে গেছে বাত্যা ; মত্ত উচ্ছ্বসিত আলোড়িত সিন্ধু—স্থির।
এই যোগ্যকাল,—অশ্বমেধ যজ্ঞ করো তবে রঘুবীর।

রাম। দেব বশিষ্ঠের আজ্ঞা শিরধার্য।

বশিষ্ঠ। তবে করো আয়োজন,
বিস্তৃত বিপুল, হে ধরণীপতি!—তুষ্ট হন দেবগণ,
স্বর্গে সব ; আর আশীর্বাদ করি, হাসুক বিশাল ধরা—
যেমতি সুন্দর, তেমনি প্রচুরধনধান্যশস্যভরা ;
দূরে চলে' যাক্ সব অমঙ্গল, দূরে যাক্ রোগ শোক ;
দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দেশ হ'তে চির নির্বাসিত হোক্।

রাম। যথা আজ্ঞা প্রভু!

বশিষ্ঠ। তিথি লগ্ন তবে—কিন্তু বৎস এক কথা—

এই যজ্ঞে হইবে কে সহধর্মিণী ?—এ যজ্ঞে শাস্ত্রীয় প্রথা
—স-সহধর্মিণী চাই অনুষ্ঠান ; নহিলে নিষ্ফল যাগ ;
এ যজ্ঞে তোমার অঙ্কশায়িনী কে ? কে লবে সে পুণ্যভাগ ?

রাম। মহর্ষি আমি ত বিপত্নীক।

বশিষ্ঠ। কিন্তু সপত্নীক হওয়া চাই।

রাম। তবে অসম্ভব যজ্ঞঅনুষ্ঠান ;—আমার ত পত্নী নাই।

বশিষ্ঠ। তবে কি স্থগিত রবে এই যজ্ঞ ?

রাম। হাঁ যজ্ঞ স্থগিত রবে ;
—কি উপায় আর ?

বশিষ্ঠ। কিন্তু রঘুবর! দেবগণ রুষ্ট হবে।

রাম। নিরুপায়!

বশিষ্ঠ। রাজ্য হবে শস্যহীন।

রাম। নিরুপায়!

বশিষ্ঠ। প্রজাগণ
মরিবে দুর্ভিক্ষে।

রাম। কি করিব ?—আমি বিপত্নীক তপোধন।

বশিষ্ঠ। রাজার দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ শাস্ত্রসিদ্ধ মহারাজ।

রাম। কি দেব! দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিতে হইবে আজ ?
মহর্ষি! দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিব না।

বশিষ্ঠ। রাম! কেন ?

রাম। কেন ? দিতে হবে উত্তর ? মহর্ষি! বলিতে পারি না। কেন
কে আসিয়া চেপে ধরে বক্ষ। বাষ্পে কণ্ঠরুদ্ধ হ'য়ে আসে ;

চক্ষে অন্ধকার দেখি।—ভগবান্ শুধায়োনা "কেন" দাসে ;—
রক্ষা কর প্রভু—করিতে সে নাম দগ্ধশুষ্কপর্ণমত,
পাপজিহ্বা বিকুঞ্চিত হ'যে যায়। সেই পুরাতন ক্ষত
ছিঁড়িও না টানি'। পারিব না আর। রক্ষা কর ঋষি—পাছে
অন্ধ মত্ত আমি, কি করিয়া ফেলি :—সহ্যতারও সীমা আছে।

বশিষ্ঠ। স্থির হও বৎস! হয়োনা অধীর।

রাম। 'অধীর' কাহারে বলে ?—
জানোনা ত তুমি, কি যে নরকাগ্নি জ্বলে এই বক্ষঃস্থলে,
অহর্নিশ নিত্য এই দশবর্ষ। দেখ এই শীর্ণ কায় :—
দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, জ্বলিয়াছি গুপ্ত তুষানল প্রায়,
সেই বহ্নিজ্বালা—প্রভাতে সাযাহ্নে ; রাত্রে নিদ্রাহীন চক্ষে
বেড়ায়েছি মত্তসম সে জ্বালায় একা, কক্ষ হ'তে কক্ষে,
প্রাসাদ-শিখরে,—যতক্ষণ দূরে পূরবে যায়নি দেখা
রঞ্জিত মেঘের উপরে প্রথম অরুণকিরণলেখা।
নিশীথের পরে নিশীথ, এমনি, দিনের উপরে দিন,
চলিয়া গিয়াছে এ দ্বাদশবর্ষ—শান্তিহীন, সুপ্তিহীন,
তীব্র যন্ত্রণায়। তবু বলো ঋষি 'হযোনা অধীর'! তবু
বলো 'স্থির হও'!—তুমি কি জানিবে, তুমি কি জানিবে প্রভু!
মোরে আজ্ঞা কর তুমি উচ্চে বসি' ভৃত্যে প্রভুসম মোর ;
সে আজ্ঞাপালন তুমি ত ভাবোনা জানো না, যে কি কঠোর।

বশিষ্ঠ। তবে কি বুঝিব করিতে এ যাগ অসম্মত নরেশ্বর ?

রাম। অসম্মত,—যদি দারপরিগ্রহ প্রয়োজন ঋষিবর!

বশিষ্ঠ। বুঝিব কি তবে বশিষ্ঠ আদেশ অবহেলি আজ রাম—

রাম। যদি তাই হয়!—আরো চাও ঋষি? পূরে নাই মনস্কাম?
হৃৎপিণ্ড উপাড়ি' ফেলে দিতে চাও?—আনো ছুরি, করো তাই;
সীতারে, নিরপরাধিনী সীতারে দিয়াছি—আরো কি চাই?
ছিঁড়ে লও তবে দেহ হ'তে বক্ষ—আর পারিবে না রাম।
ভস্ম করো, রুদ্ধ করো স্বর্গদ্বার—তাই যদি পরিণাম,
তাই যদি শাস্তি তাহার,—তথাপি জেনো ঋষিবর স্থির,
শত ঋষি বাক্য হ'তে রক্ষণীয় পুণ্য স্মৃতি জানকীর।

বশিষ্ঠ। নিতান্ত উত্যক্ত তুমি আজি রাম। তাই এ উষ্ণ বাণী
উচ্চারে তোমার উত্তপ্ত রসনা। বুঝি, রঘুবর, জানি।
নহিলে আরম্ভ ক'রেছিলে সেই প্রজানুরঞ্জন কাজ,
সীতা নির্বাসনে, রাখিতে না তাহা অসম্পূর্ণ মহারাজ।
প্রজানুরঞ্জনে দিয়াছিলে সীতা, যে সীতা তোমার প্রাণ;
প্রজার মঙ্গলে তার স্মৃতিটুকু করিতে পারো না দান—
এও কি সম্ভব?—শুন রঘুপতি দূর কর এই খেদ,
পূর্ণ কর যাগ। প্রজার মঙ্গলে কর এই অশ্বমেধ।

রাম। গুরুদেব করো যজ্ঞ, পারিব না বর্জিতে সীতার স্মৃতি;
হোক তবে সহধর্মিণী—সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—দণ্ডকারণ্য। কাল—সন্ধ্যা

সীতা, বাসন্তী, লব ও কুশ

সীতা। দিব আত্মপরিচয় কুশ! আজি নয়।
জানিস্ এখন, তোরা রাজার তনয়;
আর আমি অভাগিনী পতিনির্বাসিতা,
রাজার গৃহিণী, আমি রাজার দুহিতা।
কুশ। রাজার গৃহিণী তুমি, রাজার তনয়
মোরা, বনে কেন?
লব। বড় কৌতূহল হয়।
সীতা। অভাগিনী আমি, বৎস! এই মাত্র জেনো।
কুশ। রাজ্ঞী তুমি, আর বনবাসিনী মা হেন!
লব। আর কিছু নয়, বড় কৌতূহল হয়।
বাসন্তী। সমধিক পরিচয় দিবার সময়
আসে নাই।—যাও কুশ, যাও বৎস লব,
এখন; অচিরে ইহা জানিবেই সব।

কুশ ও লবের প্রস্থান

সীতা। আর যে সহে না বোন্! লো বাসন্তি! শির
হেঁট হয় পরিচয় দিতে।
বাসন্তী। ভগ্নি! স্থির
হও! আজো ধর্ম আছে। আজো বসুন্ধরা

একেবারে দিদি! হয় নাই পাপে ভরা।
শুন নাই রঘুবর অনন্যপত্নীক
পঞ্চদশ বর্ষ ধরি'—ইহার অধিক
আমি ত জানি না সুখ। সেই পতিস্নেহ
থাকে নিরবধি, নিঃসঙ্কোচ, নিঃসন্দেহ,
তুচ্ছ করি' বিয়োগ, নিরাশা দুঃখ শত,
—অচল অটল স্থির পর্বতের মত;
সে পতিস্নেহ তোমার: বড় ভাগ্যবতী
তুমি দিদি!

সীতা। সত্য কথা। আমি হীনমতি!
বড় সুভাগিনী। কিন্তু—কিন্তু কুশী-লব,
ভেবে দেখ্‌লো বাসন্তী। অতুল বিভব
সম্পদে রহিবে কোথা প্রাসাদে, ভূষিত
রাজ-পরিচ্ছদে; কোথা তারা পরিহিত
বল্কলে, কুটীরে, দীন নির্জনে, এখানে!
উহাদের ভাগ্য, উহাদের প্রশ্ন, প্রাণে
বড় বাজেলো বাসন্তি! নিত্য নিরবধি।
আজ আমি মাতা নাহি হইতাম যদি,
যদি গর্ভে না জন্মিত লব কুশ, তবে
থাকিত না দুঃখ। পতি-সোহাগ-গৌরবে
গরবিণী আমি ভাগ্যবতী বড় সুখে
মরিতে লো পারিতাম, আজি হাস্যমুখে।

বাল্মীকির প্রবেশ

সীতা ও বাসন্তী। ভগবন্ প্রণমি চরণে!

বাল্মীকি। আয়ুষ্মতী
হও সীতা, কল্যাণী বাসন্তী!

বাসন্তী। মহামতি!
এ বেশে?—অজিন পৃষ্ঠে; কমণ্ডলু করে;
যষ্টি কক্ষে,—আপনারে আশ্রম ভিতরে
এ বেশে ত দেখি নাই।

বাল্মীকি। আজ এক কথা
বলিতে এসেছি।

বাসন্তী। ঋষি! শুনি কি বারতা।

বাল্মীকি। বলি কথাটা কি জানো? বেশী কিছু নয়—
তবে যদি বলি, বড় মনে ভয় হয়
আশ্চর্য হইবে।

বাসন্তী। কেন?

বাল্মীকি। শুন। যেতে চাই
প্রবাসে দুদিন জন্য।

উভয়ে। প্রবাসে?—কোথায়?

বাল্মীকি। কোথায়?—উত্তর তার শুনিলে নিশ্চয়,
খাইতে আসিবে।—বড় বেশী দূর নয়
—এই অযোধ্যায়—

উভয়ে। অযোধ্যায়?

বাল্মীকি। বলি নাই,
খাইতে আসিবে ? এটা না বলিলে ছাই,
ছিল ভালো।

সীতা। অযোধ্যায় কেন ?

বাল্মীকি। পুনরায় "কেন" ?
আঃ মনে হয় না ;—বৃদ্ধ বয়সের হেন
বহুদোষ। অযোধ্যায়—হাঁ হাঁ—নিমন্ত্রণ।

সীতা। নিমন্ত্রণ কিসের ?

বাল্মীকি। ভোজের, এ ব্রাহ্মণ
যার ভারি ভক্ত। রাম রঘুপতি—তিনি
করিছেন অশ্বমেধ।

বাসন্তী। (চিন্তা করিয়া) হায় অভাগিনী !
সীতা !

বাল্মীকি। অভাগিনী কিসে ?

বাসন্তী। মহর্ষি এ যাগে
কে সহধর্মিণী ?—ঋষি, শুনিয়াছি আগে,
স-সহধর্মিণী যাগ অনুষ্ঠান চাই।

বাল্মীকি। (স্বগত) মূর্খ আমি। এ কথা ত পূর্বে ভাবি নাই ;
কেন বলিলাম ? (প্রকাশ্যে) বৎস ! নাহি জানিতাম
যাগপ্রথা অবগত তুমি।—শুনি, রাম
অশ্বমেধ অনুষ্ঠানে উদ্যত।—না জানি
কে সহধর্মিণী তাঁর। শুনিতে সে বাণী,

আর নিবেদিতে তাঁরে লবকুশকথা,
যাই আমি অযোধ্যায়। বিহিত সর্বথা
করিব, যাহাতে তারা রাজ্যস্বত্ব লভে,
নব পরিণীত রাম শুনিয়া নীরবে
থাকিব কিরূপে? ধৈর্য ধরো, বৎসে! যাগ
হয়নি আরম্ভ।

সীতা। যাও। করো, মহাভাগ,
বৎসদের বিহিত যা। কিন্তু রঘুবরে
কহিও না মোর কথা। মহর্ষি। কাতরে
চাহি ভিক্ষা। হও প্রতিশ্রুত।

বাল্মীকি। সত্য করিলাম।
—অসম্ভব যে, সীতাকে বিস্মৃত সে রাম।
জানি রামে। রামায়ণ লিখিনাই বৃথা।
যদি দেখি অন্যরূপ, যে বিস্মৃতা সীতা;
শত শত খণ্ডে ছিন্ন করি' গ্রন্থ খানি,
ভাসাইয়া দিব জলে। কহি সত্য বাণী
থাকিও কুশলে সীতা বাসন্তী; সত্বর
ফিরিয়া আসিব আমি।

বাসন্তী। তবে ঋষিবর!
কুশীলবে নিয়ে যাবে?

সীতা। যাইবে তারাও—
জীবনের শেষ অবলম্বন?—না, যাও,

নিয়ে যাও—অনেক সহেছে এ হৃদয়।
ইহাও সহিবে। তারা পাবে তবু সুখ—
আমার হৃদয় ভাঙে, না হয় ভাঙুক।

বাল্মীকি। না তাহারা থাক্ আপাততঃ—এসে ফিরে
নিয়ে যাব আশা করি পুত্রজননীরে।—
যাই তবে—

উভয়ে। প্রণমি চরণে তবে পিতা।

উভয়কে আশীর্বাদ করিয়া বাল্মীকির প্রস্থান

সীতা। (বাষ্পরুদ্ধ স্বরে) বাসন্তি! বাসন্তি!

বাসন্তী। বোন্—অভাগিনী! সীতা!—

সীতাকে বক্ষে ধারণ

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কাননের অভ্যন্তর। কাল—প্রভাত

লব ও কুশ

লব। দাদা ধরিয়াছি এক শ্বেত অশ্ব।

কুশ। কই?

লব। ওই তালবৃক্ষতলে। দেখিছ না?—ওই—
বাঁধিয়াছি বেতসীতলায়।

কুশ। অশ্ব কার?

লব। কার অশ্ব তা কি জানি!

কুশ। নিকটে তাহার
গিয়া দেখি এস। (নিকটে আসিয়া) এ ত বন্য অশ্ব নয়,
কোনো সৈনিকের হবে।

লব। সম্ভব।

কুশ। নিশ্চয়।
শুনিয়াছি কোলাহল যেন সেনানীর,—
জলধি-কল্লোল সম, বিপুল গম্ভীর
গুণগুণায়িত শব্দ। দেখেছি আকাশে
দ্বিপ্রহরে উত্থিত ধূসর ধূলিরাশি।
এই পথে সৈন্য কভু আসে নাই। আজ
আসে কেন?

লব। তা কি জানি?

কুশ। তর্কে নাহি কাজ।
নিরাপদে থাকা ভালো। একান্ত সম্ভব—
যায় দিগ্বিজয়ে সৈন্য এই পথে। লব
অশ্ব ছেড়ে দাও।

লব। কেন দিব কুশ?

কুশ। আরে
এ যে অপরের অশ্ব।

লব। অপরে তাহারে
কেন ছেড়ে দেয় এই আশ্রম ভিতরে?

কুশ। কথা শুনিবে না ?—বিভ্রাট ঘটাবে পরে
এই অশ্ব নিয়ে। মাকে ডেকে আনি ;
তুমি কথা শুনিবে না বহুদিন জানি। কুশের প্রস্থান

লব। (অশ্বের নিকটে গিয়া) সুন্দর এ অশ্ব। চক্ষু আয়ত উজ্জ্বল
ক্ষুদ্র মুখ ; উচ্চ কর্ণ ; লোম সুকোমল,
সুচিক্কণ ; উচ্চ কর্ণ ; উন্নত ললাট ;
উদ্‌গ্রীব ; মাংসল স্কন্ধ ; বিস্তৃত বিরাট
বক্ষ ; দীর্ঘদৃঢ় পদ ; সুবৃহৎ ক্ষুর ;
উচ্চ পুচ্ছ ; সুভার পশ্চাৎ ; সুপ্রচুর
ঘন কেশগুচ্ছ স্কন্ধে ; সৌম্য, শান্ত, শিষ্ট,
অথচ অস্থির, ব্যগ্র ; তেজস্বী বলিষ্ঠ ;—
সুন্দর এ পশু।—আসে বুঝি এর স্বামী।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। তুমি অশ্ব ধরিয়াছ ?—

লব। ধরিয়াছি আমি !

সৈনিক। ছেড়ে দাও রাজ-অশ্বে।

লব। কাহার এ অশ্ব ?

সৈনিক। অযোধ্যাপতির।

লব। (সাশ্চর্য্যে) রামচন্দ্রের ?

সৈনিক। অবশ্য।

লব। উত্তম !

সৈনিক। উত্তম !—তবে ছেড়ে দাও তারে ?

লব। কেন দিব ? কেন আসে আশ্রম-কান্তারে
রামের ঘোটক ?

সৈনিক। কেন আসে ? শুন নাই
অশ্বমেধ করিছেন রাম অযোধ্যায় ?

লব। না, সে অশ্বমেধ বার্তা শুনি নাই। তা সে
শুনিলেই এমন কি তাহে যায় আসে ?

সৈনিক। যে ধরিবে এই অশ্ব সে বিদ্রোহী।

লব। সত্য ?
তবে আমি সে বিদ্রোহী।

সৈনিক। কি তুমি ?—উন্মত্ত !
তুমি বিদ্রোহী !

লব। হাঁ !

সৈনিক। (সহাস্যে) করিবে সমর তাই
রামচন্দ্র সনে ?

লব। যুদ্ধ করিব।

সৈনিক। কোথায়
সৈন্য ?

লব। প্রয়োজন ?

সৈনিক। যুদ্ধ করিবে একাকী
তার অনীকিনী সহ ?

লব। হাঁ।—আশ্চর্যটা কি
দেখিলে তাহার মধ্যে ?

সৈনিক। যুদ্ধ বলে কারে
কিছু জানো শিশু?

লব। দেখ জানি কি না।

সৈনিক। (সবিস্ময়ে) আরে!—
—তাপস-বালক তুমি।

লব। না আমি ক্ষত্রিয়।

সৈনিক। ক্ষত্রিয়?—তথাপি শিশু।

লব। শিশু নহি!

সৈনিক। কি ও!
শিশু নহ? যুবা নাকি!—সত্য? যুদ্ধ বিনা
দিবে না কি তুমি রাজঅশ্বে—

লব। কদাপি না।

সৈনিক। তবে যুদ্ধ করো।

লব। কার সঙ্গে?

সৈনিক। উপস্থিত—
ধর না আমারি সঙ্গে।

লব। তোমার সহিত?
তুমি রামচন্দ্র?

সৈনিক। না, তিনি আমার স্বামী।

লব। রাজপুত্র নও।

সৈনিক। নহি রাজপুত্র।

লব। আমি

রাজপুত্র। রাজপুত্র সঙ্গে বিনা কভু
যুদ্ধ করিব না।—ডেকে আন তব প্রভু
রাজা রামচন্দ্রে।

সৈনিক। রামচন্দ্র সঙ্গে রণ
উদ্ধত বালক। মূঢ়! তুমি সে রাবণ-
বিজয়ী রামের সঙ্গে করিবে সমর,
দুগ্ধপোষ্য শিশু?—বটে আস্পর্দ্ধা বিস্তর!

লব। রামচন্দ্র রাবণজয়ী বীর সত্য?
নারীবধে বটে তাঁর অদ্ভুত বীরত্ব!
অন্তরালে থাকি' যুদ্ধ কিষ্কিন্ধ্যাসঙ্কটে,
অত্যাশ্চর্য বালীবধ?—রাম বীর বটে
যত হীন যত হেয় মর্কট কপির
সাহায্যে রাবণবধ—রাম বড় বীর!
যাহা হোক্ রামচন্দ্র রাজপুত্র; আর
যুদ্ধ কিছু জানে ব'লে আছে অহঙ্কার।
ডেকে আন রামচন্দ্রে।

সৈনিক। অযোধ্যায় রাম।
উপস্থিত সেনাপতি তাঁর।

লব। তাঁর নাম?

সৈনিক। শত্রুঘ্ন।

লব। (সহর্ষে) শত্রুঘ্ন? এ ত উত্তম কৌতুক

সৈনিক। কৌতুক!

লব। আশ্চর্য! সেই সেনাপতি টুকু
কভু যুদ্ধ করিয়াছে? শুনি নাই কভু।
তবু ডেকে আনো। সে ত রাজপুত্র তবু।
রাম আসিবে না?

সৈনিক। রামে প্রয়োজন?

লব। নাম
শুনিয়াছি; একবার তাঁরে দেখিতাম।

সৈনিক। দিবে না এ অশ্ব! ডাকি সৈন্যাধ্যক্ষে তবে।

লব। নহিলে বাতাস সঙ্গে যুদ্ধ কি সম্ভবে?
সামান্য সৈনিক সঙ্গে না করে সমর
রাজপুত্র লব।

সৈনিক। এ ত ভারি হাস্যকর
ব্যাপার হইল আজি।

লব। কিছু চিন্তা নাই
ক্রমে গুরুতর হবে।

সৈনিক। হোক্ তবে তাই। প্রস্থান

লব। দেখি যুদ্ধ কি প্রকার করে অযোধ্যার
বীরগণ। উষ্ণ রক্তপ্রবাহ আমার
প্রত্যেক প্রত্যঙ্গে বহে। আজ রণরঙ্গে
মাতিব। প্রথম দিন সমর-তরঙ্গে
দিব সন্তরণ। দেখি অস্ত্রবিদ্যা হেন
কি প্রকার শিখিয়াছি!

সীতার প্রবেশ

সীতা। লব!

লব। কি মা!

সীতা। কেন
ধরিয়াছ অশ্ব?

লব। মা, সে আশ্রম-কান্তারে
আসিয়াছিল যে, তাই ধরিয়াছি তারে।

সীতা। কি করিবে অশ্ব নিয়ে?

লব। চড়িব।

সীতা। এক্ষণে
আসিবে যখন কেহ অশ্ব-অন্বেষণে?

লব। এখনি আসিয়াছিল, বলিয়াছি তারে,
বিনা যুদ্ধে ছাড়িব না।

ব্যস্তভাবে কুশ ও অপর বালকগণের প্রবেশ

কুশ। মা! মা! চারিধারে
ঘেরিয়াছে অনীকিনী আসি' এ আশ্রম!
জানি লব ঘটাইবে বিভ্রাট বিষম
এই অশ্ব নিয়ে।

লব। তুমি নিশ্চিন্ত হৃদয়
ব'সে থাক কুশ, আমি আছি। নাহি ভয়।

কুশ। তুমি একা কি করিবে? সৈন্য অগণন।

শুনিছ না কোলাহল ?—লব এইক্ষণ
অশ্ব ছেড়ে দেও।

লব। না মা ! আমি বলিয়াছি,
বিনা যুদ্ধে দিব না এ অশ্বে, মরি বাঁচি ;
ভঙ্গ হবে ক্ষত্রবাক্য ? তুমি কি তা চাও
মাতা ? (কুশকে) যাও। হোক্ যুদ্ধ (সীতাকে) যাও মাতা, যাও।
হোক্ সেনা অগণন। আমি ক্ষত্রবীর।
একা লব সমকক্ষ শত সেনানীর।

সীতা। যুদ্ধ করিবে কি এক অশ্বের কারণে
লব ?

লব। যুদ্ধ করিব।

সীতা। এ অক্ষৌহিণী সনে ?

লব। অক্ষৌহিণী সনে।

সীতা। একা ?

লব। একা।

কুশ। বিমূঢ়তা !

সীতা। স্বগত) সেই রাঘবের তেজ। সেই দৃঢ় কথা !
সেই দর্প ! সে ভঙ্গিমা ! গর্ববিস্ফারিত
সেই নাসা। সেই দৃঢ় শৌর্য-প্রসারিত
রাম-বক্ষ। চক্ষে জ্যোতিঃ। অটল ও স্থির
সে আত্মনির্ভর মুখে। (প্রকাশ্যে) তুমি ক্ষত্রবীর,
রাজপুত্র তুমি। যাও যুদ্ধ করো, যাও।

ক্ষত্রিয় রমণী আমি, বাধা দিব না ও
যুদ্ধ পিপাসায়।—লও মাতৃপদধূলি,
মাতৃ-আশীর্বাদ সহ শিরে লও তুলি'।—
যদি সাধ্বী হই, যদি পতিপ্রাণা হই,
মম আশীর্বাদে তুমি ভুবন-বিজয়ী।

নিষ্ক্রান্ত

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—কাননের অপরাংশ। কাল—মধ্যাহ্ন

সমর-বেশে লব ও শত্রুঘ্ন। দূরে চতুঃসৈনিক

শত্রুঘ্ন। বালক—উদ্ধত শিশু—অস্ত্র রাখো।
বোধ হয় শিশু, আজো জানো নাক
যুদ্ধ খেলা নয়?

লব। যুদ্ধ খেলা নয়?
আমি জানি সেনাপতি মহাশয়,
যুদ্ধ খেলা মাত্র—আমার অন্ততঃ।

শত্রুঘ্ন। জানো?—অস্ত্রাঘাতে দেহে হয় ক্ষত,
ক্ষত হ'তে হয় রক্তপাত?—রক্ত
দেখিয়াছ কভু? কৃপাণ বিভক্ত
দেখিয়াছ স্কন্ধ হ'তে ছিন্ন শির?

লব। আপনার ছিন্ন শির, কভু, বীর
দেখি নাই—যদি কহি সত্যকথা ;
সত্য, আপনার দেহে ক্ষত ব্যথা
কভু পাই নাই।

শত্রুঘ্ন। তবে ক্ষান্ত হও।
তুমি শিশু ; অস্ত্রাঘাত-যোগ্য নও ;
ক্রোড়ে ধরিবার ; প্রিয় সম্ভাষণ
করিবার ; স্নেহে বক্ষে আলিঙ্গন
করিবার !—ওই কৈশোরকোমল
দেহে অস্ত্রাঘাত !—ওই ঢল ঢল
মুখখানি চুম্বিবার।—ফিরে দাও
রাজ-অশ্ব ; নির্ভয়ে ফিরিয়া যাও,
মাতৃক্রোড়ে সুকুমার !

লব। বিনা যুদ্ধ
দিব না ঘোটকে !—বুঝিলে ? প্রবুদ্ধ
নহ কি শত্রুঘ্ন ? অথবা বধির ?
শুন তবে (উচ্চৈঃস্বরে) বিনা যুদ্ধ, বুঝ স্থির,
দিব না ঘোটকে ?—শুনিয়াছ ?

শত্রুঘ্ন। (সহাস্যে) হবে
যুদ্ধ নিতান্তই। খোল অসি তবে।

উভয়ের অসি লইয়া যুদ্ধ। শত্রুঘ্ন কেবল শরীর রক্ষণে নিযুক্ত

শত্রুঘ্ন। ধন্য শিশু। ধন্য অস্ত্র শিক্ষা। লব

ক্ষান্ত হও।

লব। (ক্ষান্ত হইয়া) তুমি তবে পরাভব
করিলে স্বীকার ?

শত্রুঘ্ন উত্তম। স্বীকার
করি পরাভব। যুদ্ধ পরিহার
করো বীর। তবে অশ্ব ফিরে দাও।

লব না হাসিছ তুমি।—পার নিয়ে যাও ;
আমারে পরাস্ত না করিয়া রণে,
পাবে না তাহারে ফিরায়ে। এক্ষণে
যুদ্ধ কর।

শত্রুঘ্ন। হোক্ তাহাই। উত্তম।
তুমি শিশু বটে, সিংহপরাক্রম
ধরো দেহে ; করিয়াছ অস্ত্র-শিক্ষা ;
লজ্জা নাই শিশু কৌশলপরীক্ষা
তোমার সহিত।—লও অস্ত্র লও।

লব। তুমি বীর। তবে অগ্রসর হও।

আবার যুদ্ধ ও শত্রুঘ্ন ভূপতিত, সৈন্যগণ লবকে আক্রমণ করিল।
লব তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত

কতকগুলি সৈনিকের পুনঃ প্রবেশ

১ম সৈনিক। একি!—আহত কি সেনাপতি শিরে ?

শত্রুঘ্ন। আহত ? বিষম আহত।

১ম সৈনিক। শিবিরে

ল'য়ে চল ওকি—ওকি কোলাহল।

বহু সৈনিকের প্রবেশ

২য় সৈনিক। সর্বনাশ প্রভু আতঙ্ক বিহ্বল
পলাইছে সব সেনা অযোধ্যার,
শুনিয়া শত্রুঘ্ন নিহত। তাহার
পশ্চাতে ধাইছে বীরকুলশ্রেয়
লব, যেন অবতীর্ণ কার্তিকেয়,
একাকী নির্ভয়ে!

অন্যান্য সৈন্য। ধন্য ধন্য লব!

শত্রুঘ্ন। তবে সেনা, উহা ভয় কলরব
পলায়িত অযোধ্যার বাহিনীর?
—ধিক্! ধিক্। কাপুরুষ ক্ষত্রবীর
অযোধ্যার সব! একা শিশু লব
খেদাইল আজ মেষসম সব
রামের ক্ষত্রিয় সেনায়—হা ধিক।

১ম সৈনিক। শিবিরে লইয়া চল! অত্যধিক
আহত শত্রুঘ্ন!

শত্রুঘ্ন বাহিত ভাবে সৈন্য চতুষ্টয়ের সহিত নিষ্ক্রান্ত

২য় সৈনিক। চল! শিক্ষা ধন্য!
ধন্য বাহুবল! বীর অগ্রগণ্য
এ ক্ষত্র তাপস।

নিষ্ক্রান্ত

লবের প্রবেশ

লব। পলায়িত সব
প্রতাড়িত রাজসৈন্য—অসম্ভব!
একে যুদ্ধ বলে!—এ ত ছেলে খেলা;
গৃহে যাই, শেষ হ'য়ে আসে বেলা।

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদশিখর। কাল—মধ্যরাত্রি

রাম একাকী

রাম। অস্তে গেছে চন্দ্র! দূরে সপ্তর্ষিমণ্ডল
পড়েছে ঢলিয়া। স্থির, নিস্তব্ধ, নির্মল,
মসীময় দিগন্ত আকাশ।—লক্ষ লক্ষ
নিশ্চল নক্ষত্রপুঞ্জ নীলিমার বক্ষ
ছেয়ে আছে; অন্ধকার প্রগাঢ় অম্বরে
অন্তরে আলোকরাজ্য!—মৃত্যুর উপরে
বিজয়ী প্রেমের মত।
স্তব্ধ এ সংসার।
শুধু দূরে সরযূর অশ্রান্ত ঝঙ্কার,
অনন্ত বিলাপ সম, অস্ফুট কারুণ্যে,

জাগাইছে প্রতিধ্বনি দূর স্তব্ধ শূন্যে।
জনশূন্য রাজপথ, চিত্রার্পিত প্রায়
হর্ম্যগুলি বদ্ধদ্বার। সুখে নিদ্রা যায়
পৌরজন। শুধু তার রাজার নয়নে
নাহি সুপ্তি।—চক্ষু ঢুলে আসে এইক্ষণে,
প্রগাঢ় আলস্যে।—সীতা! সীতা! এস নেমে;
আমার এ জাগ্রত তন্দ্রায়!—নহে প্রেমে,
এস করুণায়। আজি মৃতা কি জীবিতা—
নেমে এস। নেমে এস। (উচ্চৈঃস্বরে) সীতা! সীতা! সীতা!

স্বপ্নে সীতার প্রবেশ

সেই মূর্তি!—সেই নিষ্করুণ, সেই স্থির
পাষাণ-প্রতিমা! যেন নহে পৃথিবীর,
যেন নহে জীবিত জাগ্রত; সেই হিম
বিশুষ্ক হাস্যের রেখা অধরে, অসীম
ঔদাস্যে; নয়নে, সেই নিষ্প্রভ, নিস্পন্দ
দৃষ্টি নিরাসক্তি, নির্বিরাগ, নিরানন্দ,—
স্থাপিত সুদূর শূন্যে। (জানু পাতিয়া) সীতা! প্রাণেশ্বরি!
যদি আসিয়াছ, আজি অনুকম্পা করি',
কথা কও প্রিয়ে!—আমি নিত্য নিরবধি
দগ্ধ হই তীক্ষ্ণ অনুতাপে—ক্ষমা করো
অপরাধ, কথা কও! এই ঘোরতর
অন্তর্দাহে এই অষ্টাদশ বর্ষ ধরি'

দগ্ধ হইয়াছি !—দেবি ! প্রিয়ে ! প্রাণেশ্বরি !
কোথায় চাহিয়া আছো দিগন্তের সীমা
লক্ষ্য করি' এক দৃষ্টে ?—পাষাণ-প্রতিমা !
—চেয়ে দেখো ! দেখো এই কৃশ, অস্থিসার
শীর্ণ দেহ !—কথা কও ! শুদ্ধ একবার
বলো "ক্ষমা করিয়াছি"—একবার শুধু—

সীতার অপসার

—কোথা যাও—যাইও না—নিরন্তর ধূ ধূ
করিছে এ দীর্ঘকাল রাবণের চিতা
এই বক্ষে !—কও, কথা কও—সীতা
যাইও না—

সীতার অন্তর্ধান

ভাঙ্গিয়াছে স্বপ্ন ! উঃ কী দাহ !
কি বেদনা শিরে। রক্তে অনল-প্রবাহ
ব'য়ে যায়।—একি ? বহে ঝটিকার মত
আর্দ্র বায়ু অকস্মাৎ। দিগন্ত বিতত
মেঘরাশি ঘনীভূত সহসা অম্বরে ?
খেলিছে বিদ্যুৎ। ঘন ঘন কড়কড়ে
বজ্রধ্বনি ! গাঢ় গাঢ়তম অন্ধকার
ঢাকিয়াছে সৃষ্টি ! বিশ্ব জুড়ি' চারিধার
উঠিয়াছে মরণ-কল্লোল।

—ভয়ঙ্করি

নিশীথিনি ! এই ঠিক। অয়ি সহচরি !
ভীষণ প্রলয়ঙ্করি রাত্রি ! অয়ি ভীমা
সঙ্গিনী ! আমার বক্ষে যেরূপ অসীমা
অসুপ্তি, অশান্তি, চিন্তা, অনন্ত তমসা,
ভীম হাহাকারপূর্ণ—তোরো সেই দশা।
দুজনে মিলেছি ভালো। আজি তোর সঙ্গে,
ঝাঁপ দিব ঝটিকার ভীষণ তরঙ্গে,
নৈরাশ্যের অন্ধকারে।
—কি গম্ভীর নিশি !
নামে জলধারা ব্যাপ্ত করি' দশদিশি।
মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎবিদীর্ণ ঘনঘটা।
বৃষ্টির প্রপাত মাঝে সে বিদ্যুৎ ছটা
নেমে আসে পৃথিবীতে পিঙ্গল নিশীথে,
প্রলয়-দীপ্তির মত। প্রান্তর হইতে
প্রান্তরে দিতেছে লম্ফ বজ্র, হুহুঙ্কারি'
মৃত্যুর বিকট আর্তনাদ।—বলিহারি !
নাচরে ভৈরবী রাত্রি প্রলয়ের ছন্দে
ভৈরব হুঙ্কারে ভীমা, উলঙ্গ আনন্দে।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দণ্ডকাশ্রম। কাল—অপরাহ্ন

সীতা, বাসন্তী, লব ও কুশ

সীতা। বৎস বৎস! আজি সর্বনাশ করিয়াছ; কেন বলো নাই—
রাঘবের সৈন্য এই সব? নায়ক শত্রুঘ্ন তার ভাই?

বাসন্তী। রামচন্দ্র যে তোদের পিতা; শত্রুঘ্ন তোদের খুল্লতাত।

লব। রামচন্দ্র আমাদের পিতা, এত দিন বল নাই মা ত!

সীতা। টেনে আনি আমি সর্বনাশী, অমঙ্গল, অকল্যাণ যত,
আপনার ঘরে চিরদিন; কে অভাগী হায় মোর মত!

কুশ। রামচন্দ্র অযোধ্যা-ঈশ্বর, রামচন্দ্র—আমাদের পিতা;
তাঁর নির্বাসিতা পত্নী তুমি—তুমি তবে অভাগিনী সীতা।

সীতা। সত্য কুশ! আমি অভাগিনী, সর্বনাশী পাতকিনী আমি,
তাঁর নির্বাসিতা পত্নী, কুশ!—রঘুবীর অভাগীর স্বামী।
হা বিধাতা!—এ কথা বলিতে, কেন বজ্র পড়িল না শিরে
—বাছা কুশ। এই কথা শুনি', ঘৃণা কি করিস্ জননীরে?
আমি আনিয়াছি, রঘুকুলে, অকল্যাণ কালিমা বিগ্রহ;
আমি আনিয়াছি রাশি রাশি অশান্তি বিচ্ছেদ অহরহ;

মোর জন্য বালিবধ পাপ ; মোর জন্য লঙ্কার সমর ;
মোর জন্য শত্রুঘ্ন আহত ; মোর জন্য ইক্ষ্বাকুর ঘর
ছারখার ; দুর্ভিক্ষ, মড়ক, হাহাকার, সর্বনাশ হেতু
আমি ; আমি পাপ অভিশাপ ; আমি অযোধ্যার ধূমকেতু ;—
ঘৃণা কি করিস্ মোরে ? আমি গৃহপ্রতাড়িতা, নির্বাসিতা,
দেবোপম আমার পতির পরিত্যক্তা, নিক্ষিপ্তা, বর্জিতা,
পুরাতন ছিন্ন বস্ত্র সম ;—আজি আমি অবনত শিরে
সকলি স্বীকার করি ;—বৎস ! ঘৃণা কি করিস্ জননীরে ?
বল্ বাছা কুশ, বাছা লব !—তথাপি নীরব বৎসগণ ?
না না, ঘৃণা করিস্ না তোরা ;—তোরা মোর হৃদয়ের ধন ;
আমি দুর্ভাগিনী ; আমি তবু তোদের জননী ;—দীন হীন—
বুকের শোণিত দিয়া বাছা, করেছি লালন এত দিন ।
বলিস্ না—যে করিস্ ঘৃণা :—বুক ফেটে যাবে রে এখনি ।
তবু নিরুত্তর কুশ !—লব !—

কুশ । অভাগিনা দুঃখিনী জননী । প্রস্থান

সীতা । বাসন্তী ! বাসন্তী ! এই শেষ—এই মোর দুঃখের অবধি ।
আর কি হইতে পারে পরে ?—করিয়া দারুণ ঘৃণা যদি
পুত্র গেল অনুকম্পাভরে ; বাড়া কিবা আছে এর চেয়ে ?
বাসন্তী ! পাষাণ চেপে ধরে বক্ষ ; চক্ষে অন্ধকার ছেয়ে
আসে ; ধর্ মোরে— (মূর্ছা)

বাসন্তী । লব !

লব । মা ! মা !

বাসন্তী। লব ! শীঘ্র নিয়ে আয় বারি ;
মূর্ছিত জননী তোর !

লবের প্রস্থান ও জল লইয়া পুনঃ প্রবেশ ও জল সিঞ্চন

বাসন্তী। দিদি ! কি সান্ত্বনা দিতে আর পারি !
কি সান্ত্বনা দিব !

লব। মা মা ওঠ ; আমি লব ডাকিতেছি তোরে।
আমি ত করিনি ঘৃণা, তবে, উত্তর না দিস্ কেন মোরে ?
মা পূর্বে অন্তরে রাখিতাম, আজি হ'তে তোরে শিরে তুলি'
রাখিব মা। চিরারাধ্যা তুই—দে মা মোর শিরে পদ ধূলি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজসভা। কাল—প্রভাত

রাম, লক্ষ্মণ, বশিষ্ঠ, অষ্টাবক্র ও অন্যান্য ঋষিগণ

অষ্টাবক্র। হইয়াছে এ যজ্ঞের বিপুল বিরাট আয়োজন।
আসিয়াছে নিমন্ত্রিত শত শত নরপতিগণ
রাজদরশনে মহারাজ !

রাম। ধন্য হইলাম আমি।

অষ্টাবক্র। আসমুদ্র ক্ষিতি সমস্বরে—"জয় অযোধ্যার স্বামী"
গাইছে গম্ভীর।

রাম। অশ্ব কোথায় ?

লক্ষ্মণ। দণ্ডকারণ্যে বীর।

রাম। কেহ রুদ্ধ করিয়াছে।

অষ্টাবক্র। আছে কে অযোধ্যা ভূপতির
প্রতিপক্ষ? বিনা যুদ্ধে দাক্ষিণাত্য অবনত শিরে,
মানে রাঘবের একচ্ছত্র অধিকার।

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক। ভূপতিরে
আশীর্বাদ করিতে আগত ঋষি বাল্মীকি।

রাম। (শশব্যস্তে) কোথায়?
নিয়ে এস সসম্মানে।—বলো আছি তাঁর প্রতীক্ষায়।
না আমি নিজেই যাই।

লক্ষ্মণ। না না, আমি আনিতেছি তাঁরে,
বিশ্রান্ত করিয়া পূর্বে যথাবিধি অতিথি সৎকারে
মহারাজ রহ স্থির।

রাম। সত্য বৎস! ছিল নাক মনে
অতিথি সৎকার কথা। যাও বৎস শীঘ্র—এইক্ষণে—

লক্ষ্মণের প্রস্থান

ভরত। মনে ত হয় না বাল্মীকিরে হ'য়েছিল নিমন্ত্রণ।
কি ভ্রম! অনিমন্ত্রিত এতদূর তাঁর আগমন?

রাম। (স্বগত) তাঁহারি আশ্রমে—গৃহ-প্রতাড়িতা নির্বাসিতা সীতা
আশ্রয় মাগিয়াছিল। তাঁহারি আশ্রমে আরোপিতা
পরিম্লানা লতিকা শুকায়েছিল।—হায় অভাগিনী!
সীতার স্মৃতিতে পূর্ণ ঋষিবর—চিরপূজ্য তিনি।

লক্ষ্মণের সঙ্গে বাল্মীকির প্রবেশ

রাম। ভগবান প্রণত চরণে রাম।

বাল্মীকি। মহারাজ! আয়ুষ্মান্ হও—
ব্রাহ্মণেরে নমস্কার।

ব্রাহ্মণগণ প্রতি-নমস্কার করিলেন

বাল্মীকি। (বশিষ্ঠকে) তুমি ঋষি বশিষ্ঠ কি নও ?

বশিষ্ঠ। সত্য।

রাম। আজি মহর্ষির এতদূর পদব্রজে গতি!

বাল্মীকি। তপোবলে দূরত্ব ত অতিক্রম হয় না ভূপতি!
কাজেই এ পদব্রজে।

রাম। কৃতার্থ হইনু মহাভাগ!
আমি আজি।

বাল্মীকি। শুনিলাম রামচন্দ্র করিছেন যাগ ;
রাজদরশন কভু, মহারাজ! ভাগ্যে ঘটে নাই ;
আসিলাম অযাচিত ও অনিমন্ত্রিত আজ তাই,
এতদূর।

রাম। গুরু বশিষ্ঠের ছিল নিমন্ত্রণ ভার।
—ক্ষমা কর ঋষিবর!

বাল্মীকি। না না নিমন্ত্রণ অপেক্ষার
ধার বড় ধারিনাক। বিপ্রজাতি ভিক্ষা করে' খাই।
নিমন্ত্রণ হ'লে ভাল ; তা বিনা নিমন্ত্রণেও যাই।
—ভালো, অশ্বমেধ যজ্ঞ।—উত্তম।—বিরাট আয়োজন।

—সুন্দর।—তা কুলগুরু বশিষ্ঠই আছেন যখন
তবে এই যজ্ঞে সহধর্মিণী কে? কোন্ ভাগ্যবতী?

রাম। হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি সীতার।

বাল্মীকি। কে? কি বলিলে?—আর
বৃদ্ধ হইলাম; কর্ণে শুনিতে পাই না। কে?

রাম। সীতার
হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি।

বাল্মীকি। সত্য?

রাম। সত্য।

বাল্মীকি। ধন্য তুমি রাম।
আমি—প্রিয়তম বৎস! আমি শুদ্ধ ধন্য হইলাম।

রাম। ধন্য আমি। ভগবান্ রক্ষা করো, রক্ষা করো। আর
দিও না গঞ্জনা। সবচেয়ে তব এই তিরস্কার
বজ্র সম বাজে বক্ষে, ঋষিবর! ধন্য আমি তবে,
পত্নীদ্বেষী? ঋষিবর! এ জগতে পাতকী কে তবে!

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক। দণ্ডক অরণ্য হ'তে উপনীত রাজ-ভগ্নদূত।

রাম। ভগ্নদূত! নিয়ে এস শীঘ্র। আমি রয়েছি প্রস্তুত
শুনিতে কি বার্তা তার। **দৌবারিকের প্রস্থান**

রাম। লক্ষ্মণ! নিশ্চয় আমি জানি—
শুনিব নিশ্চয় কিছু দূতমুখে অত্যদ্ভুত বাণী!

দৌবারিক সহ ভগ্নদূতের প্রবেশ ও দৌবারিকের প্রস্থান

রাম। কি বার্তা, তোমার ভগ্নদূত ?

ভগ্নদূত। মহারাজ! (নিস্তব্ধ)

রাম। ব'লে যাও।

ভগ্নদূত। মহারাজ।—

রাম। শুদ্ধ ওই বার্তা ? আর কি বলিতে চাও ?
তথাপি দাঁড়ায়ে মূক ? আর কিছু বক্তব্য কি আছে ?

ভগ্নদূত। নৃপতি অভয় দি'ন।

রাম। কহ বক্তব্য আমার কাছে,
নির্ভয়ে।—নিস্তব্ধ তবু! আমি তবে করিব আরম্ভ ?
দণ্ডকে ঘোটক কোথা পলায়েছে।—তথাপি বিলম্ব ?
বল কি ব্যাপার শুনি। মূক সম রয়েছ হাঁ করে'।

ভগ্নদূত। মহারাজ! অশ্ব ধ'রেছিল এক শিশু।

রাম। তার পরে ?

ভগ্নদূত। উদ্ধার করিতে তারে শত্রুঘ্ন—

রাম। শত্রুঘ্ন।—তারপর ?

ভগ্নদূত। শত্রুঘ্ন আহত—বন্দী।

সকলে। বাতুল—বাতুল—হাস্যকর!

রাম। বলিয়াছিলাম নাকি শুনিবে অত্যদ্ভুত সংবাদ।
(দূতকে) তুমি দিনে স্বপ্ন দেখ ? চলে' যাও বাতুল উন্মাদ ?

বাল্মীকি। শিশুর কি নাম ?

ভগ্নদূত। লব।

বাল্মীকি। কি ? দণ্ডক-অরণ্যনিকটে!

ভগ্নদূত। সত্য।

বাল্মীকি। শিশু সপ্তদশ বর্ষীয় ?

ভগ্নদূত। সে ওইরূপ বটে।

বাল্মীকি। মহারাজ সম্ভবতঃ সত্য, কিংবা অর্ধসত্য বাণী,
এ ভগ্নদূতের। এই ক্ষুদ্র শিশু লবে আমি জানি!

রাম। কি মহর্ষি! দেখিতেছি মহর্ষিও করেন বিশ্বাস—
দুগ্ধপোষ্য শিশু জিনে শত্রুঘ্নে ?—উত্তম পরিহাস!

বাল্মীকি। পরিহাস নহে বৎস।—সামান্য বালক নহে লব।

রাম। কোন্ কূলে জন্ম ?

বাল্মীকি। রামচন্দ্রসম মহাকুলোদ্ভব।

রাম। সূর্যবংশ মমবংশ ?—তার পিতা তবে, ঋষিবর,
কে তা শুনি।

বাল্মীকি। তার পিতা রামচন্দ্র অযোধ্যা-ঈশ্বর।

রাম। বুঝিব কি ভগবান্, এই লব সীতার তনয় ?

বাল্মীকি। সত্য ইহা। সাক্ষী জনার্দন। লবকুশ পুত্রদ্বয়।
জন্মে জানকীর গর্ভে আশ্রমে আমার, মহারাজ!

রাম। কোথায় তাহারা তবে ?

বাল্মীকি। মাতৃসহ মদাশ্রমে আজ।
আমি আসিয়াছি এতদূর সমর্পিতে কুশীলবে
তাহাদের রাজ্যস্বত্ব।—রাজআজ্ঞা যদি পাই, তবে,
নিয়ে আমি তাহাদের সমর্পণ করি পিতৃকরে,
তাহাদের মাতৃসহ।

রাম। না মহর্ষি! এ বিশ্ব ভিতরে,
সবারই কলত্রপুত্রে আছে স্বত্ব, আছে অধিকার;
কেবল রাজার নাই।
বাল্মীকি। কে কহিল?
বশিষ্ঠ। শাস্ত্রের বিচার—
রাজার কলত্র—রাজ্য: রাজার সন্তান—প্রজা; আর,
রাজার কর্তব্য কর্ম – প্রজানুরঞ্জন মাত্র সার।
রাজার জীবন এক কঠোর সাধনা। তাহা নহে
কুসুমের শয্যা ঋষিবর—সনাতন শাস্ত্রে কহে।
বাল্মীকি। বশিষ্ঠ কি বলিতেছ? আমি বৃদ্ধ ঋষি, মূর্খ আমি:
ছিলাম ঘাতক দস্যু। তথাপি জানেন অন্তর্যামী—
এ হেন কঠোর বিধি, এ হেন নির্মম রাজনীতি,
শুনি নাই। দয়া, মায়া, ভক্তি, স্নেহ, অনুরাগ, প্রীতি,
বিশ্বের সম্পত্তি—শুদ্ধ নৃপতির প্রাপ্য নহে? হায়
তুমি গৃহী ঋষিবর!—এই বাক্য শোভা নাহি পায়।
বিবাহ করিবে রাজা, অথচ কলত্রপুত্রে নাহি অধিকার?
কেন করো নাই বিধি তার চেয়ে "বিবাহ রাজার
অশাস্ত্রীয়?"- হইত না এত সে নির্মম নীতি।
বশিষ্ঠ। তবে,
মহারাজ! গ্রহণ করিতে পারো কুশ আর লবে;
অনন্যপুত্রক তুমি! নিতে পারো নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে,
মহর্ষি বাল্মীকি যবে দেন সাক্ষ্য তব পুত্রদ্বয়ে।

বাল্মীকি। আর সীতা!

রাম। (অন্যমনে) সীতা সীতা আজি স্বপ্নবৎ মনে হয়।

বশিষ্ঠ। সীতা? ঋষিবর!—ধর্মমতে সীতা গ্রহণীয় নয়।

বাল্মীকি। কি হেতু বশিষ্ঠ? আমি মূর্খ ঋষি, বনমধ্যে থাকি,
আজীবন মহাভাগ! ধর্মাদির সংবাদ না রাখি।

বশিষ্ঠ। যে কারণে সীতা নির্বাসিত, সেই হেতু বিদ্যমান,
অদ্যাপি মহর্ষি।

বাল্মীকি। জানি জানি। রক্ষা করো ভগবান্!
করিও না কলুষিত এই সভা, এই কর্ণ মম,
এই বায়ু, সে নিন্দা উচ্চারি'; যাহা, অপমান সম,
সুকঠিন অত্যাচারে, বিষসম গুপ্ত ছুরিকায়,
—যে কলঙ্ক, যেই অপবাদ, যেই গভীর অন্যায়,
বাজিয়াছে তীক্ষ্ণতম—সাক্ষী হরি—সেই বক্ষঃস্থলে;—
রাম! আমি জানি তুমি অবতীর্ণ ধর্ম ধরাতলে;
কিন্তু নাহি জানি, তুমি কি তর্কের ঘোর ষড়্‌যন্ত্রে,
হইয়াছ কার্যতঃ স্বকীয় সাধ্বীপ্রিয়পত্নীহন্তা?

বশিষ্ঠ। কর্তব্যের জন্য: রাজধর্মরক্ষাহেতু মহামতি!
প্রেম না কর্তব্য বড়?

বাল্মীকি। কর্তব্য কি নাহি স্ত্রীর প্রতি,
মহাভাগ?—মহারাজ! শোন তবে—নহে শাস্ত্র নব,
যদি অবজ্ঞাত আজি।—তুমি পতি—সীতা পত্নী তব;
পতির কর্তব্য নহে, তাহারে আশ্রয়দান তবে?

মেষ সম পত্নী নহে পতির সম্পত্তি মাত্র, যবে
বাসনা, রাখিবে ; যবে বাসনা, করিবে পরিহাস ;
যেরূপ সুবিধা, রুচি, ইচ্ছা, কিংবা প্রবৃত্তি তোমার।
শোনো তবে, তোমার যতই, হায়, বক্ষের ভিতরে
তাহারও হৃদয়খানি, মহারাজ, অনুভব করে।
সীতা পত্নী ভুলে যাও—তুমি রাজা, 'তব প্রজা সীতা,
অপবাদ-অপমান-বিদ্ধা। যদি বিশ্বপ্রতাড়িতা,
নিরপরাধিনী আসি' মাগে তব শুদ্ধ সুবিচার,
তাহারে বিচারদান ন্যায়মতে কর্তব্য রাজার।
তাহাও কি দিতে অস্বীকৃত রাম আজি ?

রাম। অপারগ।—
অস্বীকৃত নহি।

বাল্মীকি। অপারগ ? রাম ! তুমি বিচারক ;
তুমি মূর্তিমান ন্যায় ; তুমি রাজা ; রাজ-সিংহাসনে
বসিয়া নিঃশব্দে, অবলীলাক্রমে, অম্লান বদনে,
কহিলে এ কথা ?—শুষ্ক কৃপাহীন শুষ্ক সুবিচার
দিতে অপারগ ?—যদি সত্য এই ; তবে কেন আর
বসি' রাম সিংহাসনে ? কেন এই রাজদণ্ড ?—শিরে
কেন এই উজ্জ্বল মুকুট ? আর কেন এ বাহিরে
বিচারের ব্যঙ্গ অভিনয় ? নেমে এস ; চ'লে যাও
বনগ্রামে ; দূর করো মাল্য ; রাজদণ্ড ফেলে দাও,
মুছে ফেল রাজটিকা অক্ষম ললাটে।—কেন আর

সিংহাসনে, দিতে অপারগ যদি শুদ্ধ সুবিচার ?
কাহার বিশ্বাস ধর্মমাহাত্ম্যে রহিবে, কহ রাম !
যদি তার এই পুরস্কার, এই পরিণাম ?
(বশিষ্ঠকে) করিয়াছ প্রশ্ন তুমি ঋষি।—কর্তব্য কি প্রেম বড় ?
আমি মূর্খ, আমি বুঝি, প্রেম উচ্চ, প্রেম শ্রেষ্ঠতর।
প্রেম পথ দেখায়, কর্তব্য চলে সেই পথ বাহি' ;
প্রেম দেয় বিধি, নিত্য কর্তব্য পালন করে তাহে।
প্রেম নহে ভ্রম, মহাভাগ! বাতুলের স্বপ্ন নহে ;
প্রেম সত্য, প্রেম পুণ্য, প্রেম কভু, মিথ্যা নাহি কহে।
যেথা ধর্ম, সেথা প্রেম ; যেথা পাপ, প্রেম নাহি রহে।
প্রেম, প্রভু ; কর্তব্য, তাহার ভৃত্য। বিশ্বচরাচর
প্রেমের রাজত্ব নহে ? বিশ্বস্রষ্টা নিয়ন্তা ঈশ্বর
নহে প্রেমময় ?—প্রেমে সুগঠিত বিধি ও সমাজ।
প্রেমবদ্ধ পরিণয়ে নিত্য নব সৃষ্টি মহারাজ।
কর্তব্য, নির্জীব, মূক, হিম, অবসন্ন, নিরাকার
কঠিন পাষাণস্তূপ। তাহে শিল্পী ভাস্করের মত
প্রেম দেয় মূর্তি। শুষ্ক কর্তব্যকঙ্কালখানি ঘিরে
প্রেম দেয় মাংস পরিচ্ছদ। শুষ্ক তরুবরশিরে
প্রেম দেয় কুসুমপল্লব। রৌদ্রতপ্ত ধরাতলে
প্রেম আসে রাত্রিসম পবিত্রশিশিরস্নিগ্ধজলে
সুমন্দ পবনে। ধীরে, চিন্তার ললাটখানি ছেয়ে,
প্রেম আসে সুপ্তিসম।—কর্তব্য কি উচ্চ প্রেম চেয়ে ?

—চেয়ে দেখ মহারাজ, চেয়ে দেখ ঋষি, এ সুন্দর
বিশ্ব মুঞ্জরিত প্রেমে। দিগন্ত বিতত নীলাম্বর
প্রেমে উদ্ভাসিত। প্রেমে সূর্য উঠে, প্রেমে নীলাকাশে
পুঞ্জে পুঞ্জে জাগে লক্ষ নক্ষত্র ; চন্দ্রমা প্রেমে হাসে
প্রেমে বহে বারিধারা : প্রেমে বিশ্বে নির্ঝরিণী ছুটে।
প্রেমে বিকশিত কুঞ্জে, প্রেমে রাশি রাশি পুষ্প ফুটে।
অন্ধকারে প্রেম দেয় আলো, বিশ্ব হাহাকার মাঝে
স্বর্গীয় সঙ্গীতে নিত্য নিয়ত প্রেমের বীণা বাজে।

বশিষ্ঠ। বাল্মীকি! বাল্মীকি! তুমি জয়ী। অবনত করি শির।
তোমার আদেশ শিরোধার্য। যাও রাম, বাল্মীকির
আজ্ঞাগত কর কার্য। লও জানকীরে, মহীপতি।

রাম। অদ্য সুপ্রভাত মম এত দিনে।—কল্য সসংহতি
যাইব দণ্ডকে।—ত্বরা হউক প্রস্তুত পুষ্পরথ।—
যতদিন নাহি ফিরি, প্রতিনিধি রহিবে ভরত।—
সম্পূর্ণ হউক যজ্ঞ।—(বশিষ্ঠকে) গুরুদেব অতি শুভক্ষণে,
হ'য়েছিল অশ্বমেধমন্ত্রণা এ, মহর্ষির মনে।
—হৃদয়ের ধন্যবাদ লও দেব ; সর্ব অপরাধ
ক্ষমা কর। আজ এই শুভদিনে, দাও আশীর্বাদ,
যেন পাই কুশলে কলত্র পুত্রে।—পূর্ণ কর যাগ।
অকার্পণ্যে বিতর কাঞ্চন সবে।—আর (বাল্মীকিকে) মহাভাগ!
লও হৃদয়ের শ্রদ্ধা, অন্তরের ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ;
দাও শান্তিবারি শিরে। দূরে যাক্ সর্ব ক্ষত ব্যথা,

অশান্তি ও দুঃখ।—করো আশীর্বাদ দুই জনে আজ।

বাল্মীকি। পূর্ণকাম হও বৎস!

বশিষ্ঠ। পূর্ণকাম হও মহারাজ!

রাম। লক্ষ্মণ! আদেশ করো—প্রতি গৃহচূড়ে, সৌধ-শিরে,
উড়ুক পতাকা বিরঞ্জিত, এই সুন্দর সমীরে,
বসন্তের। গাউক মঙ্গলগীতি, মনোহর ছন্দে
পুর ব্যাপ্ত করি'। নভ দীর্ণ করি' উন্মত্ত আনন্দে,
বাজুক মঙ্গল-বাদ্য। গৃহে গৃহে হোক্ শঙ্খধ্বনি।
আমি এবে যাই অন্তঃপুরে তবে, যথায় জননী।

প্রস্থান

বাল্মীকি। সীতা সীতা সুভাগিনী দুহিতা আমার! তুই ধন্য।
কেঁদেছিস্ সপ্তদশ বর্ষ ধরি' নিত্য যার জন্য,
দিবানিশি জানকি!—সে ভুলে নাই তোরে, ভুলে নাই।
দেখে যা দেখে যা বৎসে! কাঁদিস্‌নে বৃথা; সর্বদাই
পরিপাণ্ডু মুখে তোর, দেখি নাই হাসি এতদিন;
এবার দেখিব। সেই চক্ষুদুটি বিষাদে মলিন,
—দেখিব উজ্জ্বল।—হরি! আজ তুমি ধন্যবাদ লও,
অন্তরের অন্তর হইতে।—ধর্ম্ম! তুমি মিথ্যা নও
আছে বিশ্বে প্রেম, দয়া, ভক্তি, স্নেহ, চরিত্রমহত্ত্ব।
—হরি! দয়াময় হরি! আজি জানিলাম তুমি সত্য।

নিষ্ক্রান্ত

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—দণ্ডকাশ্রম। কাল—শেষ-রাত্র

সীতা ও বাসন্তী

সীতা। কত রাত্রি বাসন্তী ?

বাসন্তী। রজনী
অবসান প্রায়, মনে গণি।

সীতা। কাক ডাকিল না ?

বাসন্তী। কই !—হবে !

সীতা। কুটিরের দ্বারগুলি তবে
খুলে দে বাসন্তী !—ধীর—ধীর,
প্রভাতের সুস্নিগ্ধ সমীর,
প্রিয় বাল্যবন্ধু সম এসে,
জড়ায়ে ধরুক গলদেশে।

বাসন্তী। না দিদি, তোমার তপ্ত কায়ে,
প্রভাতশিশিরস্পৃক্ত বায়ে,
বাড়িবে জ্বরের বেগ ; জ্বর
কমেনি ত।

সীতা। বিশুষ্ক অধর—
জল দে বাসন্তী ! উঃ কী দাহ !
শিরায় কী অনল প্রবাহ
বহে' যায় !

বাসন্তী। বেদনা কি শিরে
কমে নাই দিদি ?

সীতা। কই ?—ফিরে
আসেন নি, আজিও বাল্মীকি
ঋষিবর ?

বাসন্তী। অযোধ্যা দিদি কি
দুদিনের পথ ? ত্বরা তিনি
আসিবেন মঙ্গলকাহিনী
ল'য়ে : ধৈর্য ধরো দিদি—

সীতা। বোন্ !
ধৈর্য !—ধৈর্য কারে বলে ?—কোন্
রাজকন্যা, রাজার গৃহিণী,
বীরমাতা, হেন অভাগিনী !—
পরিত্যক্ত, প্রতাড়িত যেন
পথের কুক্কুর। তবু হেন
কার পিতা, কার পতি, কার
পুত্র ?—সান্ত্বনার বাক্য আর
বলিস্ না !—শোন্ ওই ডাকে
বিহঙ্গম কুঞ্জে, শত শাখে।
খুলে দে কুটীর দ্বার (কথাবৎ বাসন্তীর কার্য) ওই
নেমে আসে উষা জ্যোতির্ময়ী,
কনকচরণক্ষেপে ধীরে,

সুদূর উত্তুঙ্গ শৈলশিরে,
নীরবে।—বাসন্তী, আজি কেন
মনে হয়—এ প্রভাত যেন
রচিয়াছে কনক কিরণে,
আমার অন্তিম শয্যা! মনে
হয়—এই নির্মেঘপ্রসার—
এই শেষ প্রভাত আমার।
—তাই হোক্—এই শ্যাম ছবি,
বিহঙ্গমমুখর অটবী,
থাকুক আমারে আজি ঘিরে।
পুণ্যময়ী জাহ্নবীর তীরে,
ভুলে গিয়ে সর্ব দুঃখ শোক,
আজ মোর সুখ মৃত্যু হোক্।

বাসন্তী। ও কি কহ অকল্যাণ বাণী!
রোগ সারে না কি দিদি?

সীতা। জানি,
রোগ সারে। সব রোগ সারে।
অগ্নিতপ্ত জ্বরের বিকারে
বাঁচে জীব; প্রবল যক্ষ্মায়
রক্ষা পায় রোগী।—কিন্তু হায়,
যে রোগ পতির নিষ্করুণ
কঠিন তাচ্ছিল্য; শতগুণ

কঠিন—পুত্রের অশ্রুহীনা
হিম শুষ্ক সকরুণ ঘৃণা—
সে রোগ সারে না বোন্!

বাসন্তী। (স্বগত) আর
কী দিব সান্ত্বনা ?—সান্ত্বনার
অতীত এ ব্যথা। বৃথা সব
প্রবোধ—

সীতা। বাসন্তী! কোথা লব ?

বাসন্তী। ঘুমায়ে শিয়রে।

সীতা। (ফিরিয়া দেখিয়া) মোর লাগি',
আহা, বৎস, সারারাত্রি জাগি',
পড়েছে ঘুমায়ে—
প্রিয় বোন্!
দুটি হাত ধরে' বলি শোন্—
পুনঃ পুনঃ নিশা অবসানে,
কে যেন বলিছে মোর কানে,
আজ মোর শেষ দিন। বেশ
বুঝিতেছি আজ সব শেষ।
রে বাসন্তী! তাই হয় যদি,
আজ মোর দুঃখের অবধি।
ভাবিস্ না কাঁদিস্ না; স্থির
শ্যামল পুষ্পিত অটবীর

ক্রোড়ে, বিশ্ব জাগরণ মাঝে,
আমি ঘুমাইয়ে যাই আজি।
এ আমার সুখ মৃত্যু তবে ;
আজি ভগ্নি, অবসান হবে—
এ পদদলিত, এ অসার
ব্যর্থ, শূন্য জীবন আমার।
—যন্ত্রণার শেষ, দুঃখহীন,
শান্তিভরা, এ সুখের দিন।
যদি তাই হয়—ভগ্নি, তবে
দেখিস্ আমার কুশীলবে।
অযোধ্যায় ফিরে যাস্, গিয়ে
বলিস্ রাঘবে, সঁপে' দিয়ে
লব কুশে, বলিস্ লো "সীতা
সুখে মরিয়াছে ; তুমি পিতা
এ যুগ্ম শিশুর ; পৃথিবীর
তুমি রাজা ; ন্যায়নিষ্ঠ, বীর
তুমি ; সীতার এ শেষ কথা ;—
সীতার অন্তিম ভিক্ষা—যথা-
বিহিত করিও পুত্রদ্বয়ে ;—
সুখী হও নব পরিণয়ে"।
—জগদীশ ! নয়নের পাশে
এ কী অন্ধকার ছেয়ে আসে।

এলাইয়া আসে ধীরে ধীরে ;
প্রতি অঙ্গ, শিথিল শরীরে ;—
এ কী লো বাসন্তী ?

বাসন্তী। বুঝি তবে
জ্বর ছেড়ে আসে দিদি।

সীতা। হবে।—
(চমকিয়া) ও কি ?
ওই—দূরে বিনিস্তব্ধ
অরণ্যানী মাঝে কোন শব্দ
শুনিতেছ না কি ? মনে গণি,
শুনিতেছি অশ্বপদধ্বনি
দূরে যেন।

বাসন্তী। কই ?

সীতা। ওই শোনো—
ক্রমে স্পষ্টতর—যেন কোনো
সবাহন যুগ্ম অশ্ব।

বাসন্তী। বটে ;—
মিলাইয়া গেল নদীতটে।

সীতা। দেখে আয়।

বাসন্তী। বেশ। দেখে আসি—
স্থির রহ।

প্রস্থান

সীতা। (উঠিয়া শ্রবণানন্তর) হা মূঢ়, বিশ্বাসী
ভ্রান্ত মোর দুর্বল হৃদয়!
তাহা নয়—মূঢ়! তাহা নয়। (শয়ন)
কেন আসিবেন তিনি, প্রভু,
রাজেন্দ্র, কুটীরে মোর। তবু
অস্থির হৃদয় কেন? হেন
কেন বিকম্পিত দেহ? কেন
রুদ্ধকণ্ঠ? কেন অশ্রুবারি
চক্ষে আর রাখিতে না পারি?
—আসিবেন তিনি? মহারাজ
তিনি, বিশ্বপতি,—তিনি আজ—
ছাড়ি' তাঁর উচ্চ সৌধশিরে,
আসিবেন দরিদ্র কুটীরে?
(সগর্বে) কেন নয়?—হাঁ অভাগী আমি;
তবু মোর তিনি ন'ন স্বামী?
হো'ন তিনি সম্রাট্,—আমি না
সম্রাজ্ঞী তাঁহার?—বিমলিনা,
পরিত্যক্তা, ধূলিধূসরিতা
আজ;—তবু ধর্মপরিণীতা
পত্নী নহি তাঁর?—এ দুরাশা!
—হায় অন্ধ মুগ্ধ ভালোবাসা!
ন'ন অভাগীর তিনি;—তিনি

অন্যের ;—সে কোন্ সুভাগিনী ;
কোন্ পূর্বজন্মপুণ্যফলে
লভিল যে তাঁরে।—অশ্রুজলে
কেন বক্ষ ভেসে যায় ?—তিনি
সুখী হোন্—আমি অভাগিনী,
সমুদ্রের জলবিম্ব প্রায়,
অতল সে জলে মিশে যাই।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—দণ্ডকারণ্যের প্রান্তভাগ। কাল—প্রভাত

রাম ও লক্ষ্মণ

রাম। কোথায় বাল্মীকি ?
লক্ষ্মণ। তিনি গিয়াছেন দেবী জানকীরে
দিতে তব আগমন-বার্তা।
রাম। (পরিক্রমণ) কই এখন ত ফিরে
আসেন না কেন ?—আমি যাই দেখি।
লক্ষ্মণ। ক্ষান্ত হও ভাই,
মহর্ষির নিষেধ। অতীব ক্ষীণদেহা দেবী—তাই
আসেন মহর্ষি ওই।
রাম। (অগ্রসর হইয়া) কি মহর্ষি! কোথা মম সীতা ?

বাল্মীকির প্রবেশ

বাল্মীকি। এখন সময় নহে রাম। সীতা এখন নিদ্রিতা।
এত বৃদ্ধ হইয়াছি, আশ্চর্য এ হেন বিবর্তন
কভু দেখি নাই। মম বার্তা শুনি' দেহে তার যেন
জাগিল নবীন স্ফূর্তি। পরিপাণ্ডু দুটি গণ্ডস্থলে
ফুটিল দুইটি রক্তজবা। মৃদুহাস্য অশ্রুজলে
রচিল মধুর সৃষ্টি ; ধীরে আসি' পড়িল শিশিরে,
স্নিগ্ধ সূর্যরশ্মি যেন। বাহু দুটি প্রসারিয়া ধীরে
কহিল জানকী 'কোথা তিনি', অশ্রুগদ্গদ ভাষায় ;
উঠিল দাঁড়ায়ে সীতা : পড়িল সে অমনি মূর্ছায়
ছিন্নমূললতাসম ভূমে। ধরিল বাসন্তী তারে,
তখনি উঠায়ে বুকে : আনি' লব পূর্ণকুম্ভবারি
দিল তার মুখে, সংজ্ঞা লভিল জানকী। পরিশেষে,
পরিশ্রান্ত সীতা, বিশ্রামের তরে, আমার আদেশে,
জড়াইয়া বাসন্তীর গলে, তার স্নেহময় বুকে,
ঘুমায়ে পড়িল ধীরে, শান্ত স্নিগ্ধ সুগভীর সুখে।
এখন ঘুমায় সীতা ; ঘুমাক সে ; সমস্ত যামিনী
মুদে নাই আঁখি ; ক্লান্ত, অতি ক্লান্ত এবে সুভাগিনী।

রাম। কোথা পুত্র ? কোথা লব কুশ ?

বাল্মীকি। তাদের মায়ের কাছে ;
যাই ডেকে আনি গিয়া—এই আপনিই আসিয়াছে
কুশ। কুশ, লব কোথা ?—

কুশের প্রবেশ

কুশ। লব আছে মাতার সকাশে,
করে পরিচর্যা তাঁর, জাগিয়া এখন তাঁর পাশে।

বাল্মীকি। কুশ—এই পিতা রামচন্দ্র—এই পিতৃব্য লক্ষ্মণ
তোমার। প্রণম কুশ এঁদের চরণে।

কুশ। (যথাদেশ করিয়া রামকে পর্যবেক্ষণ সহ স্বগত) এই রাম!
অযোধ্যার অধীশ্বর এই!—যাঁর গাথা, যাঁর নাম
আসমুদ্রপরিখ্যাত ; যাঁর কীর্তি অক্ষয় অমর,
ঘোষিত সহস্র মুখে ; জিনিল যে লঙ্কার সমর,
স্থাপিল যে সুমহান্ বিধি ;—ধন্য ভাগ্যবান্ আমি
পুত্র, পিতা যার হেন রামচন্দ্র—অযোধ্যার স্বামী।

লবের প্রবেশ

বাল্মীকি। লব! এই পিতা রামচন্দ্র—এ পিতৃব্য লক্ষ্মণ
তোমার। প্রণম পদে।

লব। (লক্ষ্মণের চরণে প্রণাম করিয়া) ভাগ্যবান্ আমি, তপোধন,
এ হেন পিতৃব্য যার—পদে প্রণমি পিতৃব্য মম!

গমনোদ্যত

বাল্মীকি। পিতারে প্রণম, লব!

লব। (সাভিমানে ফিরিয়া) মহর্ষি! কৈশোরে, ছায়াসম,
যে পত্নী, সাম্রাজ্য ছাড়ি', রামানুবর্তিনী বনবাসে ;
লঙ্কায় যে তার জন্য যাপে নাই, সুদীর্ঘ প্রবাসে,
দিন অশ্রুপাত বিনা ; নিন্দাভয়ে তারে অনায়াসে,

দেয় নির্বাসনদণ্ড যেই রাম—ক্ষমা করো দাসে—
ভগবান্, সেই রামে প্রণাম না করে লব।—তার
অটল বিশ্বাসে তিনি করেছেন রূঢ় অবিচার
অগাধ সে প্রেমে হানি' শেল—তাঁর অনন্ত নির্ভর
দলি পদতলে।—দেব! হোন্ তিনি অযোধ্যা-ঈশ্বর;
হোন্ তিনি নিখিলের পতি; তিনি তুচ্ছ তিনি ছার।
হোন্ তিনি রাবণবিজয়ী;—তিনি ভীরু শতবার।—
(রামচন্দ্রকে) পিতা! রামচন্দ্র! পৃথিবীর পতি তুমি? নরোত্তম
তুমি? বীর তুমি? ধর্মপরায়ণ?—নিষ্ঠুর নির্মম!
ধিক্! কাপুরুষ! ধিক্! তোমার পাপের নাই সীমা;
ও উচ্চ ললাটে প্রভু, এই কৃষ্ণ কলঙ্ক কালিমা
রবে লেপি' চিরদিন রাজেন্দ্র! জানিও যশোগীতে
বাজিবে বিকটধ্বনি চিরদিন এ অন্যায় পিতা!

রাম। (বাষ্পগদগদ স্বরে) পুত্রযুগ্মমাঝে তুই শ্রেষ্ঠতর লব! পৃথিবীর
অধীশ্বর, মাগে ভিক্ষা আজ, তোর কাছে, নতশির
গর্বিত লজ্জায়—আয় বক্ষে—ক্ষমা করিবি না লব?

হস্ত প্রসারণ

বাল্মীকি। বৃদ্ধ চক্ষুর্দ্বয়ে অশ্রু আসে। লব। তথাপি নীরব?
পুত্র কাছে চাহিছে মার্জনা পিতা! তথাপি কঠিন!
পেয়েছিস্ বাল্মীকির কাছে কি এ শিক্ষা এত দিন!

লব। (রামকে) চাহো ক্ষমা পিতা, নিজ পত্নী কাছে!—অযোধ্যা-ঈশ্বর
ক্ষমাময়ী সাধ্বী সতী ক্ষমা যদি করে, রঘুবর!

বড় ভাগ্যবান্ তুমি। অনুকম্পা চাহো বিধাতার,—
যদি পাও বড ভাগ্যবান্ তুমি।—কী বলিব আর—
পিতা! রামচন্দ্র! তুমি পিতা, আমি পুত্র; কিন্তু হায়—
সেই পরিচয় দিতে নুয়ে পড়ি রক্তিম লজ্জায়।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—দণ্ডকাশ্রম। কাল—অপরাহ্ণ

বাল্মীকি ও রাম

বাল্মীকি। আপনি আসিছে সীতা। আমি বলিলাম
"উঠ সুভাগিনী আসিছে কুটীরে রাম।"
কহিল সীতা "না প্রভু! এসেছেন স্বামী
এতদূর মোর লাগি', নিজে যাব আমি
এক্ষণে সমীপে তাঁর; করো অনুমতি:
ভাবিও না ভগবান্, আমি ক্ষীণ অতি;
পাইয়াছি দেহে বল, হৃদয়ে বিশ্বাস,
নিরাশায় আশা আজ। চিত্তে অভিলাষ—
আপনি যাইয়া নাথে দিব অভ্যর্থনা;
আপনি যাইয়া পদ করিব বন্দনা।"
এখানে অপেক্ষা করো। আমি যাই তবে,
নিয়ে আসি সীতারে।

বাল্মীকির প্রস্থান

রাম। আবার দেখা হবে।
কি কহিব? দীর্ঘ সপ্তদশ বর্ষ পরে
দেখা হবে। কি কহিব?—বক্ষের ভিতরে
উঠিছে ঝটিকা: চক্ষে আসে বাষ্প ভরি';
কত কথা বলিবার আছে।—হাত ধরি'
চাহিব মার্জনা? বলিব কি—কি বলিয়া
চাহিব মার্জনা? কী উত্তর দিবে প্রিয়া?
আকর্ণ-বিশ্রান্ত তার নীল চক্ষু দুটি
ভরিয়া যাইবে জলে; তার ওষ্ঠপুটে
জাগিবে সে হাসি: তার কম্পিত অধরে
কহিবে সে সেই চির পরিচিত স্বরে
সে মধুর কণ্ঠে—"আর্যপুত্র! প্রাণেশ্বর!
জীবন বল্লভ!"—আমি কী দিব উত্তর?
—ওই আসে সীতা।—এ কি! এত শীর্ণ!—নত
দেহযষ্টি; পরিপাণ্ডু তুষারের মত
গণ্ডস্থল; অতি ধীর অনিশ্চিত গতি;
তথাপি অধরে জাগে স্নিগ্ধ মিষ্ট অতি
সেই হাস্য; ললাটে গরিমা; মুখে ক্ষমা;
চক্ষে জল; মূর্তিমতী অনুকম্পা সমা।

সীতার প্রবেশ

রাম। সীতা!
সীতা। মহারাজ!

রাম। সীতা !—এই সম্বোধন
এতদিন পরে ! এই শুষ্ক সম্বোধন—
—"মহারাজ !"—প্রাণেশ্বরি ! অথবা আমার
পুরাতন সম্বন্ধে কি আছে অধিকার।
তোমার আমার মধ্যে মহা ব্যবধান :—
স্বর্গের দেবতা তুমি, আমি ক্ষুদ্রপ্রাণ
মর্ত্ত্যের মনুষ্য মাত্র ; তুমি প্রপীড়িতা
আমি তব অত্যাচারী।—সীতা। সীতা ! সীতা !
ক্ষমা করো।

সীতার সমক্ষে জানু পাতিয়া উপবেশন

সীতা। কি করো ভূপতি ! মহারাজে
এ ভূমির, এ ধূলার আসন কি সাজে।

রাম। মহারাজ নহি আজ !—এই রাজবেশে
বলো, দূরে ফেলে দেই, তোমার আদেশে।
ফেলে দেই মণিময় এ-স্বর্ণমুকুটে ;—
আমার সাজে না ইহা। যুক্ত করপুটে,
মুক্ত শির, নত জানু, ভিক্ষুক সমান,
চাহি ক্ষমা। ভুলে যাও ক্ষুদ্র বর্তমান,
সীতা !—আমি রাজা, তুমি রাজার দুহিতা
ভুলে যাও। শুদ্ধ মনে কর তুমি সীতা,
আমি রাম—এই মাত্র। শুদ্ধ কর মনে
সেই পুরাতন দিন ; পঞ্চবটী বনে

তাপস তাপসী মোরা ; গোদাবরী নদী,
সেই গিরিপদতলে ; নিরবধি
বিহঙ্গমুখর কুঞ্জ ; মনে করো প্রিয়ে,
জীবনের সে প্রভাত ; সেই পর্ণগৃহে
শৈশবের সে প্রথম প্রণয়-কাহিনী—
সরল, সুন্দর, স্বচ্ছ গিরিনির্ঝরিণী
সম ; মুক্ত, অসীম, উদার, অনিয়ত,
হেমন্তের ঘন নীল আকাশের মত।
আচ্ছন্ন করিয়াছিল ঘনঘটা আসি'
সে সুন্দর প্রেম,—সেই গাঢ় স্নেহরাশি ;
বাঁধিয়াছিল এ চিত্ত সংসারনিয়ম
নিগড়ের মত ;—আজি বুঝিয়াছি ভ্রম !—
ক্ষমা কর সীতা ! তব পুণ্যবারি দিয়ে
আবিলতা মম ধৌত করে' দাও প্রিয়ে—

সীতা। বিকলাঙ্গ, চক্ষুর্দ্বয় দৃষ্টিহীন জলে,
বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ আমি। তুমি পদতলে
এতক্ষণ, তথাপি নিস্তব্ধা তাই আমি।
উঠ আর্যপুত্র, উঠ নাথ, উঠ স্বামী—

রাম। উঠিব না যতক্ষণ তুমি নাহি কহ
'ক্ষমা করিয়াছি।'

সীতা নাথ ! নিত্য অহরহ
করিয়াছি যার আরাধনা হায় ; যার

দর্শনমাত্রই সিদ্ধি সর্ব সাধনার,
চরম মোক্ষের হেতু; বিপদে কল্যাণে
ছিল যে আমার সঙ্গী; জ্ঞানে ও অজ্ঞানে
যে আমার ধ্যান; তারে ক্ষমিব কি আমি?
আমি দাসী চিরদিন, তুমি মোর স্বামী;
তুমি গুরু, আমি শিষ্য; যাহা কহ, ধরি
শিরে বেদবাক্য সম—প্রশ্ন নাহি করি'।
আমার দেবতা তুমি, আমি ভক্ত তব;
যাহা করো, রূঢ় হয়, বক্ষ পাতি' ল'ব,
ঈশ্বরের বিধান বলিয়া। এই জানি—
তোমারে আমার দেবদেব বলে' মানি।
সত্য ও অসত্য, ন্যায় অন্যায়, বিচার
করিবার আমার কি আছে অধিকার?
তোমারে পেয়েছি নাথ, আজি পুনরায়,
সপ্তদশ বর্ষপরে! ভুলিয়াছি তায়
সর্ব দুঃখ, সর্ব ব্যথা! আজি পূর্ণ সুখ।
শোক তাপ ক্ষোভ দুঃখ নাহি এত টুক।

রাম। বুঝিয়াছি প্রাণেশ্বরী! আজিও আমার
তুমি সেই সীতা; সেই চিরপ্রেমাধার
মৃদু, দিব্য, চির জ্যোৎস্না, চিরস্নেহময়ী—
চিরক্ষমাময়ী প্রিয়ে!

সীতা। আসিছেন ওই

মহর্ষি, লইয়া কুশীলবে।

লবকুশ সমভিব্যাহারে বাল্মীকির প্রবেশ

বাল্মীকি। মহারাজ!
এখানে সমাপ্ত তবে বাল্মীকির কাজ!
মিলিত দম্পতি; মম পূর্ণ মনস্কাম;
আজি হ'তে গাও বিশ্ব "জয় সীতারাম!"
এক্ষণি সমাপ্ত করি' রামায়ণ গান,
কুশীলব করে আজি করিয়াছি দান।

রাম। মহর্ষি মার্জনা করো সর্ব অপরাধ।

বাল্মীকি। সুখে থাক রাম সীতা, করি আশীর্বাদ।

রাম। সপ্তদশ বর্ষ পরে পাইয়াছি ফিরে
পত্নী পুত্রে। বহ বহ সমীরণ ধীরে
সায়াহ্নের। প্রস্ফুটিত, সুগন্ধ, প্রচুর
পুষ্পে সাজো বনদেবী; নিকুঞ্জে, মধুর
গাওরে বিহঙ্গ; আর সায়াহ্নের রবি
স্বর্ণরশ্মিরাশি দিয়ে সাজাও অটবী।
পাইয়াছি পত্নী পুত্রে। সর্ব দুঃখ লীন
অসীম সৌভাগ্যে;—আজি কি সুখের দিন!

ভূমিকম্প

বাল্মীকি।—একি! অকস্মাৎ ঘন বিকম্পিত পৃথ্বী,
আন্দোলিত ভূধরের দৃঢ়স্থির ভিত্তি,
সমুদ্র বক্ষের মত।—বিশাল শাল্মলী

ভেঙ্গে পড়ে ; তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ পড়ে ঢলি',
বালুকার স্তূপ সম—শতধা বিখণ্ড,
বিক্ষিপ্ত, বিচূর্ণ নিম্নে। প্রবল প্রচণ্ড
আর্তনাদে, মুক্তকেশী, আছাড়িয়া পড়ে
দুই প্রান্তে, গঙ্গা উন্মাদিনী—কড়কড়ে
বিরাট গম্ভীর মন্দ্র ক্ষুদ্র পৃথিবীর
অন্তঃস্থল হ'তে।—একি অন্তিম সৃষ্টির ?
বিশ্বব্যাপী ধ্বংস ?—একি—একি—দীর্ণভূমি !

সীতার পদতলে ভূমি দ্বিধা বিভক্ত ও সীতার তন্মধ্যে প্রবেশ

সীতা। ধরো নাথ—

রাম। কোথা তুমি ?

সীতা। নাথ ! কোথা তুমি ?

রাম। (উচ্চৈঃস্বরে) সীতা !

সীতা। (ভূগর্ভ হইতে) নাথ !

রাম। কোথা তুমি ?

সীতা। (ক্ষীণস্বর নির্গত হইল) কোথা তুমি !

বিভক্ত ভূখণ্ড যুক্ত হইল

রাম। একি !
অকস্মাৎ একি, ঘন অন্ধকার দেখি
মহর্ষি ! কোথায় সীতা ?

বাল্মীকি। —গর্ভে ধরণীর।

হইয়াছে এতক্ষণে সে রাক্ষসী, স্থির,
সীতারে ভক্ষণ করি'—

রাম। বুঝিয়াছি হবে,
আমার দুঃখের এই পূর্ণ মাত্রা তবে।
বুঝিয়াছি নিয়তি কঠিন, ছলভরে,
পূর্ণ সুধাপাত্র মম ধরিয়া অধরে,
পান করিবার কালে, ছিনিয়া সবলে,
সহসা ছুড়িয়া দিল কঠিন ভূতলে।
একি কোন কুস্বপ্ন বা ইন্দ্রজাল হায়।
মহর্ষি বলিয়া দাও জানকী কোথায়!

বাল্মীকি। জানিনা কোথায়! স্বর্গের সুধার প্রায়
মর্ত্যের মৃন্ময়পাত্রে পড়েছিল আসি',
গিয়াছে উড়িয়া! সন্ধ্যার কিরণরাশি
পড়িয়া জলদে বর্ণধনু-সে গড়ায়ে,
গিয়াছে মিলায়ে সেই বারিদের গায়ে!
বংশীধ্বনি উঠি' স্তব্ধ দ্বিপ্রহর নিশি'
বিকম্পিত মূর্চ্ছনায় গিয়াছে সে মিশি'
নৈশ নীলিমায়। ছিন্নবৃন্ত পদ্মপুটে
সৌরভ শুকায়ে গেছে। পড়িয়াছে লুটি'
নিদাঘের দীর্ঘশ্বাস বেণু কুঞ্জে উঠি'
বুঝিয়া এ মর্ত্যভূমি নহে যোগ্য তার
ধরিতে চরণযুগ। বুঝিবা সংসার

হইয়াছে রূঢ়, তাই আপনার স্থানে
গিয়াছে চলিয়া দেবী বড় অভিমানে।
আসিয়াছিল এ বিশ্বে, অথবা বুঝি মা,
দেখাইতে নারীর মহত্ত্ব, মধুরিমা,
গৌরব; সে কার্য তার হ'য়ে গেছে শেষ,
চলিয়া গিয়াছে দেবী আপনার দেশ।
তাই এই বিশ্ব হ'তে দেবী অন্তর্হিতা—
ওই ভূমিগর্ভে।

রাম। (উন্মত্তবৎ) সীতা! সীতা!

প্রতিধ্বনি। সীতা! সীতা!

যবনিকা পতন

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।